সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

Year 11 | Issue 23
02 - 08 AUGUST 2024
বর্ষ ১১ | সংখ্যা ২৩
১৯ শ্রাবণ ১৪৩১
২৬ মহররম ১৪৪৬হি.

কত মানুষ নিহত এখনও আজানা

‘রক্ত লাল’ প্রতিবাদ

- আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি
- সরব তিন বৃটিশ এমপি
- গুলিতে প্রাণ গেলো অন্তত ৯ শিশুর
- জাতিসংঘের সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ৩১ জুলাই : বাংলাদেশে কোটা বিরোধী আন্দোলনে এ পর্যন্ত কত মানুষ নিহত হয়েছেন সেই সংখ্যা এখনও অজানা। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ে গত সোমবার পর্যন্ত ১৫০ জনের প্রাণহানীর তথ্য নিশ্চিত করলেও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ সংবাদ সম্মেলনে জানিয়েছে নিহতের সংখ্যা ২৬৬ জন। অন্যদিকে একটি মানবাধিকার সংগঠনের ধারণা, নিহত ১৫০ জনের কম নয়। তবে কোনো কোনো পরিবার দাবী করেছে, তাদের স্বজন এখনও নিখোঁজ রয়েছেন।

এদিকে ৩০ জুলাই মঙ্গলবার ‘রক্ত লাল’ প্রতিবাদে সরব হয়েছিল পুরো দেশ। এই প্রতিবাদ চলেছে অনলাইন ও অফলাইনে। লালে লাল হয়ে উঠেছিল অনেকের ফেসবুক প্রোফাইল। মুখে মাথায় লাল কাপড় বেঁধে মিছিল-র‍্যালি হয়েছে স্থানে স্থানে। শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা যুক্ত হয়েছিলেন এসব কর্মসূচিতে। শিল্পী-সংস্কৃতিসেবীরাও যোগ দেন এতে। মুখে ও চোখে লাল কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ করতে দেশবাসীকে আহ্বান জানিয়েছিলেন কোটা বিরোধী আন্দোলনকারীরা। যে আহ্বানে সাড়া দিয়ে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকসহ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই কর্মসূচিতে যুক্ত হন বহু মানুষ। প্রবাসী বাংলাদেশিরাও লাল রঙের এ প্রতিবাদে যুক্ত হন। মূলত আন্দোলন ঘিরে দেশব্যাপী শিক্ষার্থীদের ওপর আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর নির্বিচারে গুলিতে বহু হতাহতের ঘটনায় প্রতিবাদ জানাতে লাল রঙ বেছে নিয়েছে আন্দোলনকারীরা। সরকার যখন হতাহতের ঘটনায় দেশব্যাপী শোক পালনের সিদ্ধান্ত নেয় ঠিক তখন লাল রঙে প্রতিবাদে শামিল হতে ভিন্ন কর্মসূচি ঘোষণা করেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের কয়েকজন সমন্বয়ক। লাল রঙের কাপড়ে মুখ ও চোখ বেঁধে ছবি তুলে তা সামাজিক -- ১৮ নং পৃষ্ঠা ...

ডকল্যান্ডে চাঞ্চল্যকর সোমা বেগম হত্যাকাণ্ড

স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

স্ত্রীর পরকীয়ার কারণেই জঘন্য পরিনতি

-- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডনে মতবিনিময়নকালে চেয়ারম্যান এলিম

গোলাপগঞ্জকে মডেল উপজেলায় রূপান্তর করতে চাই

যুক্তরাজ্য সফররত গোলাপগঞ্জ উপজেলা চেয়ারম্যান মঞ্জুর কাদির শাফি এলিম বলেছেন, তিনি তাঁর উপজেলাকে একটি মডেল উপজেলায় রূপান্তর করার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। ইতিমধ্যে উপজেলার রাস্তাগুলো প্রশস্তকরণ কাজ শুরু হয়েছে। পরিচ্ছন্ন শহর গড়তে পৌরসভা এলাকায় ডাস্টবিন স্থাপন করেছেন। বিভিন্ন বাজারে স্থাপন করেছেন

পাবলিক টয়লেট। সর্বোপরি প্রবাসীরা দেশে বেড়াতে গেলে যাতে নিরাপত্তাহীনতায় না ভোগেন, সে লক্ষ্যে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর কার্যকর ভুমিকা নিশ্চিতকরণে কাজ করছেন। তিনি মডেল উপজেলা গড়তে প্রবাসী গোলাপগঞ্জবাসীর আন্তরিক সহযোগিতা কামনা করেন।

সিলেট বিভাগীয় পর্যায়ে নির্বাচিত শ্রেষ্ঠ চেয়ারম্যান, যুক্তরাষ্ট্র প্রবাসী, শিল্পপতি মঞ্জুর কাদির শাফি এলিম গত ২৫ জুলাই বৃহস্পতিবার বিকেলে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবে প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার সাংবাদিকদের সঙ্গে মতবিনিময়কালে উপরোক্ত কথাগুলো বলেন। যুক্তরাজ্যে বসবাসরত গোলাপগঞ্জ-বিয়ানীবাজারের সাংবাদিকবৃন্দের উদ্যোগে এই মতবিনিময় সভা আয়োজন করা হয়।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদের সঞ্চালনায় অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আরো বক্তব্য রাখেন ক্লাব সভাপতি মোহাম্মদ জুবায়ের। শুরুতে মঞ্জুর কাদির শাফি এলিম-এর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি তুলে ধরেন গোলাপগঞ্জের বাসিন্দা নর্থ ইংল্যান্ড-র লিভারপুল বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আবু সাঈদ চৌধুরী সাদী।

মঞ্জুর কাদির শাফি বলেন, নতুন প্রজন্মকে বাংলাদেশমুখী করতে সিলেটের পর্যটন এলাকাগুলোকে আরো ঢেলে সাজাতে হবে। সিলেটে বিশ্বমানের অনেক রিসোর্ট রয়েছে। এগুলোর ব্যাপারে ইতিবাচক প্রচারণা বাড়াতে হবে। পর্যাপ্ত রাস্তাঘাট তৈরি করতে হবে, যাবে প্রবাসীরা সহজে এবং নিরাপদে এসব রিসোর্টে যাতায়াত করতে পারেন। প্রবাসীদের সঙ্গে সর্বমহলের সর্বোত্তম আচরণ নিশ্চিত করতে হবে।

বাংলাদেশ বিমানের ভাড়া বৃদ্ধি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, বিমানের টিকিট পাওয়া যায়না। টিকিটের দাম আকাশচুম্বি। আবার সীট খালি থাকে। এটি একটি জাতীয় ইস্যু। প্রবাসীরা দুর্ভোগ পোহাচ্ছেন। এই সমস্যা সমাধানে সম্মিলিতভাবে কাজ করতে হবে।

গোলাপগঞ্জের গ্যাসকুপ থেকে সারাদেশে গ্যাস সরবরাহ হয়। কিন্তু গোলাপগঞ্জের মানুষ গ্যাস সুবিধা থেকে বঞ্চিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমাদেরকে গোলাপগঞ্জের ঘরে ঘরে গ্যাস সরবরাহের দাবী জোরালো করতে হবে।

তিনি বলেন, এলাকার বিভিন্ন উন্নয়ন কাজের জন্য আমাকে প্রায়ই সচিবালয়ে যেতে হয়। কিন্তু আমাদের এলাকার মানুষ সচিবালয়ের ভালো পদে না থাকায় সহজে কোনো কিছু আদায় করা যায়না। তিনি দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, আমি যখন সচিবালয়ে চাই, তখন আমাকে একজন রোহিঙ্গা মনে হয়।

তিনি বৃটিশ পার্লামেন্টে বাংলাদেশী বংশোদ্ভুত চারজন এমপির প্রতিনিধিত্ব করাকে বিরাট গৌরবের উল্লেখ করে বলেন, আমাদের নতুন প্রজন্মের বৃটিশ বাংলাদেশীদেরকে কিভাবে আরো মুলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত করা যায় সে লক্ষ্যে কাজ করতে হবে। যাতে বৃটিশ পার্লামেন্টে আমরা আরো বেশি এমপি পেতে পারি। মুলধারার রাজনীতিতে সম্পৃক্ত হলে তারা আমাদের ভয়েস তুলে ধরতে পারবেন।

এলিম বলেন, যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ থেকে শুরু করে বাংলাদেশের বড়বড় দুর্যোগ-দুর্বিপাকে গুরুত্বপুর্ণ ভুমিকা রেখে আসছেন। এজন্য যুক্তরাজ্য প্রবাসীদের কাছে আমরা গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।

সভায় বিভিন্ন বিষয়ে মতামত তুলে ধরেন বিশিষ্ট সাংবাদিক কে এম আবু তাহের চৌধুরী, সাপ্তাহিক জনমত এর এসিসটেন্ট এডিটর মোসলেহ উদ্দিন আহমদ, সাংবাদিক মারুফ আহমদ, সাংবাদিক ফয়সল মাহমুদ, সাংবাদিক অলিউর রহমান, সাংবাদিক আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, সাংবাদিক কয়েস আহমদ রুহেল ও শাহ বেলাল। মধ্যাহ্নভোজের মধ্য দিয়ে মতবিনিময় সভার সমাপ্তি ঘটে।

বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব মনজ্জির আলীর ইন্তেকাল

বিয়ানীবাজার থানা জনকল্যাণ সমিতি ইউকের সাবেক সভাপতি, বিয়ানীবাজার ওয়েলফেয়ার ট্রাস্ট ইউকের ট্রাস্টি, বাংলাদেশ সেন্টারের কাউন্সিল অব ম্যানেজমেন্ট-এর স্থায়ী সদস্য, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আলহাজ্ব মনজ্জির আলী ১৯ জুলাই শুক্রবার হ্যারোর নর্থউইক পার্ক হাসপাতালে ইন্তেকাল করেছেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, সাত কন্যা, এক পুত্র, বহু আত্মীয়স্বজন ও বন্ধুবান্ধব রেখে গেছেন।

সিলেটের বিয়ানীবাজারের বাসিন্দা মনোজ্জির আলী নর্থ লন্ডনে সপরিবারের বসবাস করতেন। ১০ জুলাই আকস্মিক ব্রেনস্ট্রোকে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন এবং ১৯ জুলাই ইন্তেকাল করেন। ২১ জুলাই বাদ জোহর জানাজা শেষে মরহুমকে পুর্ব লন্ডনের গার্ডেন অব পিস গোরস্থানে সমাহিত করা হয়।

এদিকে সমাজসেবী মনজ্জির আলীর মৃত্যুতে কমিউনিটির বিভিন্নস্তরের মানুষ গভীর শোক প্রকাশ করে শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

বৃটেনজুড়ে
প্রতি শুক্রবার আপনার মসজিদে
সপ্তাহজুড়ে ফ্রি গ্রোসারী শপে

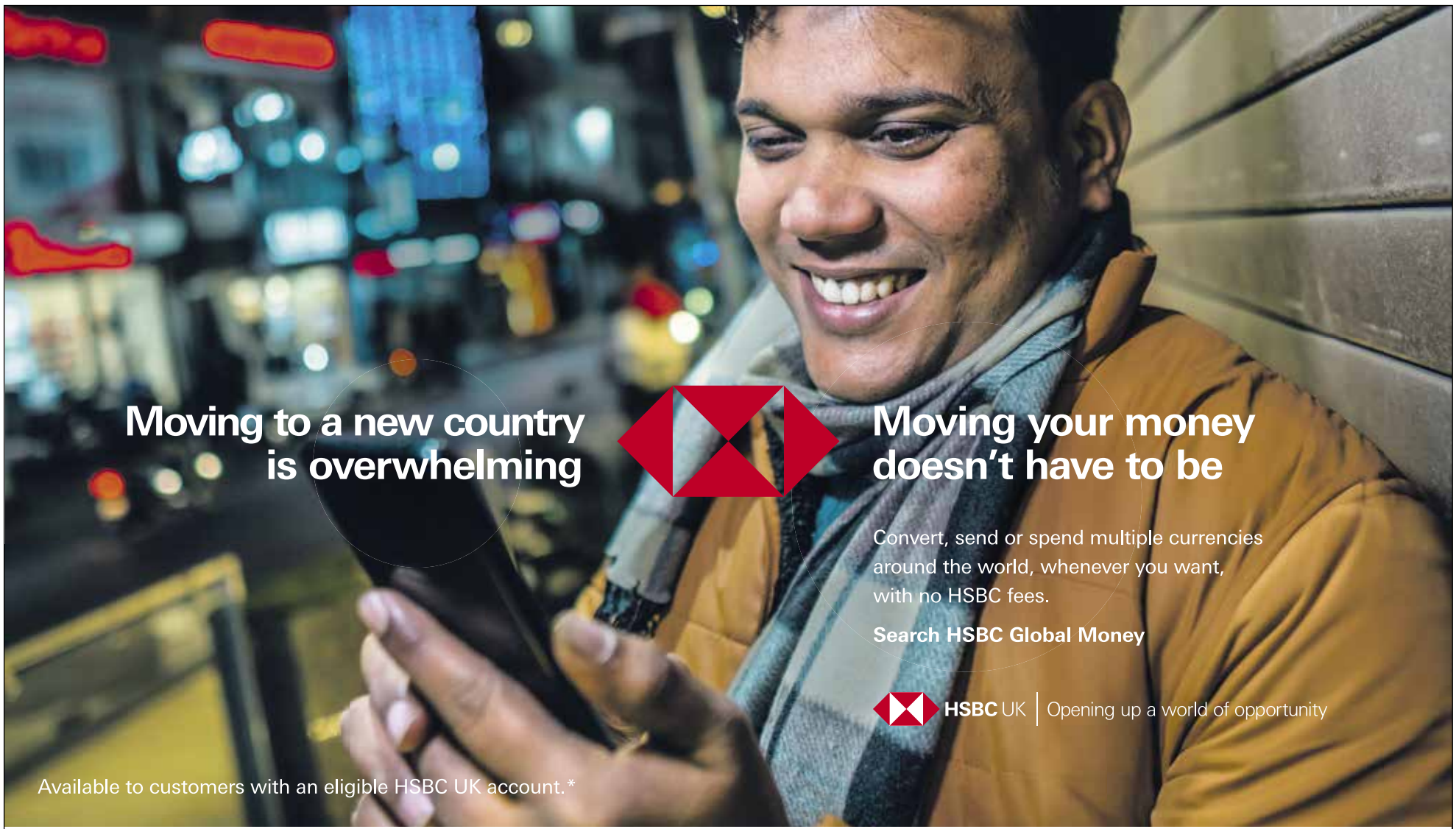

*Excludes some accounts, such as the HSBC Basic Bank Account. For mobile banking app users only. Non-HSBC fees may apply.
Issued by HSBC UK Bank, 1 Centenary Square, Birmingham, B1 1HQ, United Kingdom. ©HSBC Group 2024. AC6514

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH

দেশ

সত্য প্রকাশে আপোসহীন

আব্দুল হক হাবিব ভাইয়ের জানাজা-দাফন

সে এক অন্যরকম অনুভূতি

- তাইসির মাহমুদ

---- পৃষ্ঠা ২২

বাড়ি ভাড়ার আয় গোপন রাখার অভিযোগ

টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

দেশ ডেস্ক, ৩১ জুলাই ২০২৪: যুক্তরাজ্যের ট্রেজারি মিনিস্টার টিউলিপ সিদ্দিক তাঁর লন্ডনের একটি বাড়ি থেকে প্রাপ্ত ভাড়া গোপন রাখার অভিযোগ বৃটিশ পার্লামেন্টের স্ট্যান্ডার্ড ওয়াচডগ তদন্ত করছে।

সংসদীয় মান পর্যবেক্ষণ কমিশনারের ওয়েবসাইট অনুযায়ী, নর্থ লন্ডনের হ্যাম্পস্টেড এবং হাইগেটের লেবার এমপি টিউলিপ সিদ্দিক একটি বাড়ি থেকে আয়ের তথ্য নিবন্ধন না করেন গোপন রাখেন।

লেবার পার্টির একজন মুখপাত্র বলেছেন: "টিউলিপ এই বিষয়ে সংসদীয় মান পর্যবেক্ষণ কমিশনারের সাথে সম্পূর্ণ সহযোগিতা করবেন।" নতুন সংসদের প্রথম এমপি হিসাবে টিউলিপ সিদ্দিক পর্যবেক্ষণ কমিশনারের তদন্তের আওতায় এসেছেন।

লেবার পার্টি ইতিপুর্বে ডেইলি মেলকে বলেছিল, বাহ্যিক যে আয়, নিবন্ধন করতে ব্যর্থ হওয়াটা একটি "প্রশাসনিক ত্রুটি" ছিল।

গত সংসদ চলাকালীন সময়ে তিন প্রাক্তণ এমপির বিরুদ্ধে শুরু হওয়া তদন্ত এখনও চলমান

--- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

সাউথপোর্টে ছুরি হামলায় ৩ জনের মৃত্যু

মসজিদের সামনে তুমুল সংঘর্ষ

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪: যুক্তরাজ্যের সাউথপোর্টে ছুরি হামলায় তিনজনের মৃত্যুর পর সেখানে সংঘর্ষ শুরু হয়। পুলিশ পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে এনেছে। গত ২৮ জুলাই রোববার নর্থ ইংল্যান্ডের সাউথপোর্টে একটি নাচের ক্লাসে ছুরি নিয়ে ঢুকে পড়েছিল এক বালক। তার আক্রমণে ঘটনাস্থলেই দুই শিশুর মৃত্যু হয়। পরে আরো এক শিশু হাসপাতালে মারা যায়। এখনো আটটি শিশু হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছে। আহত হয়েছেন দুই নারীও।

আক্রমণকারী নাবালককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। কিন্তু ঘটনার একদিন পরেই মঙ্গলবার সেখানে সহিংসতার ঘটনা শুরু

হয়। স্থানীয় মসজিদের সামনে একটি অতি ডানপন্থী গ্রুপের মানুষ জড়ো হতে শুরু করে। সোশ্যাল মিডিয়ায় নানা ধরনের গুজবের পরিপ্রেক্ষিতেই তারা সেখানে জড়ো হয় বলে পুলিশের অভিযোগ। পুলিশ জানিয়েছে,

--- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে বিক্ষোভের জের

আমিরাতে ৫৭ বাংলাদেশির কারাদণ্ড

--- ১৮ নং পৃষ্ঠা ...

IFIC MONEY UK

অ্যাপটি প্লে স্টোর/অ্যাপ স্টোর থেকে ডাউনলোড করতে টাইপ করুন
IFIC Money Transfer UK

টাকা পাঠান বাংলাদেশে

50% DISCOUNT ON FEE
When you will use promo code 'DESH'

কম খরচে - নিরাপদে - নিশ্চিন্তে

আমাদের বৈশিষ্ট্যসমূহ:

- কম খরচ ও সেরা এক্সচেঞ্জ রেট
- সেবায়-আস্থায় ৫ স্টার রেটিং প্রাপ্ত
- ২৪ ঘণ্টা মোবাইল অ্যাপ/ওয়েব ব্রাউজারের মাধ্যমে টাকা পাঠানো যায়
- টেলিফোন রেমিটেন্স ও শাখায় ফিজিক্যাল রেমিটেন্স সুবিধা
- পিন নম্বর বা ব্যাংক একাউন্টের মাধ্যমে সারা বাংলাদেশে আইএফআইসি ব্যাংক এর ১৩৮০ টিরও বেশী শাখা-উপশাখা থেকে দিনে দিনেই অর্থ উত্তোলন সুবিধা
- দেশের যেকোনো ব্যাংকের একাউন্টে পরবর্তী কার্যদিবসেই টাকা পৌঁছে যায়

নীচের কিউআর কোড স্ক্যান করুন

সরাসরি লগ-ইন:
https://online.ificuk.co.uk

0207 247 9670

IFIC Money Transfer [UK] Limited
(আইএফআইসি ব্যাংক লিমিটেড, বাংলাদেশ-এর একটি প্রতিষ্ঠান)
Head Office: 18 Brick Lane, London E1 6RF, UK
www.ificuk.co.uk
A Subsidiary of IFIC

FCA FINANCIAL CONDUCT AUTHORITY Authorised

সিলেটে শিক্ষার্থীদের মিছিলে পেছন থেকে পুলিশি হামলা

আন্দোলনে শিক্ষকদের সংহতি প্রকাশ

সিলেট, ৩১ জুলাই : বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনে নিহত শিক্ষার্থীদের বিচার দাবি করে 'মার্চ ফর জাস্টিস' পালন করতে গিয়ে পুলিশি হামলার শিকার হয়েছেন সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা। বুধবার (৩১ জুলাই) দুপুরে সুবিদ বাজার-মিরের ময়দান এলাকায় শিক্ষার্থীদের মিছিলে পেছন থেকে পুলিশ হামলা করলে অন্তত ২০জন শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।

প্রত্যক্ষদর্শী সূত্রে জানা যায়, গত বুধবার দুপুর ১টার পর আন্দোলনকারীদের মিছিল সুবিদ বাজার এলাকায় পৌঁছালে সেখানে প্রথমে তাদেরকে বাঁধা প্রদান করে পুলিশ। বাঁধা ডিঙ্গিয়ে সামনে আগালে তাদের পেছন দিক থেকে পুলিশ লাঠিচার্জ, টিয়ার শেল ও সাউন্ড গ্রেনেড ছুড়ে পুলিশ। শিক্ষার্থীরাও কিছু ইট পাটকেল ছুড়ে। এসময় অন্তত ২০ জনের মতো শিক্ষার্থী আহত হয়েছেন।

এর আগে সকাল ১১টা থেকে শাবির মূল গেইটের সামনে শাবির শিক্ষার্থীদের সাথে লিডিং ইউনিভার্সিটি, মেট্রোপলিটন ইউনিভার্সিটি, এমসি কলেজ, মদন মোহন কলেজসহ বেশ কয়েকটি স্কুল-কলেজের শিক্ষার্থী ও স্থানীয় জনতা অবস্থান নেন। সেখানে পুলিশ বাঁধা দিলেও তারা গেইটে অবস্থান নিয়ে বিক্ষোভ করেন। এ সময় শিক্ষার্থীদের সাথে শাবির গণিত বিভাগের প্রফেসর ড. মো. গোলাম আলী হায়দার চৌধুরী যোগ দেন এবং ছাত্র ও মানুষ হত্যার বিচারের দাবি করেন। পরে 'মার্চ ফর জাস্টিস'-এর কর্মসূচি হিসেবে সিলেটের কোর্ট পয়েন্টের দিকে যাত্রা শুরু করে।

প্রথমে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নিলেও মিছিল সামনে বাড়ার সাথে পাল্লা দিয়ে সংখ্যা বেড়ে প্রায় দেড় হাজারের বেশি বিক্ষোভকারী মিছিলে অংশ নেন। আন্দোলনে অংশ নেওয়া শিক্ষার্থীরা বলেন, আমরা গেইটের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে করতে গেলে পুলিশ বাঁধা দেয়। পরে আমরা কোর্ট পয়েন্টের দিকে যাবার সময় পুলিশ পিছন থেকে আমাদের ওপর হামলা করে। আমাদের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনে এভাবে হামলার নিন্দা জানাই।

এর আগে বৈষম্য বিরোধী কোটা আন্দোলনের সাথে সংহতি জানিয়ে নিপীড়ন বিরোধী শিক্ষকদের ব্যানারে প্রতিবাদী র‍্যালি ও সংহতি সমাবেশ করতে দেখা গেছে শাবি শিক্ষকদের। এতে বিভিন্ন বিভাগের বিভাগীয় প্রধান, ডিন ও শিক্ষকরা উপস্থিতিতে প্রফেসর আবুল হাসনাত, প্রফেসর নজরুল ইসলাম, প্রফেসর রাজইক মিয়া, প্রফেসর রেজাউল করিম, প্রফেসর সাজেদুল করিমসহ আরো অনেকে বক্তব্য রাখেন। এসময় বক্তারা বলেন, শিক্ষার্থী, শিশু ও অসহায় মানুষের ওপর যে নির্বিচারে হামলা হয়েছে আমরা তার তীব্র নিন্দা, প্রতিবাদ এবং সুষ্ঠু নিরপেক্ষ বিচার চাই। ছাত্ররা যে ৯ দফা দাবি দিয়েছে তা যৌক্তিক, আমরা তার সাথে একমত। আমরা চাই সুষ্ঠু নিরপেক্ষ বিচার হোক। আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের মাধ্যমে এর সঠিক বিচার হোক।

তারা আরও বলেন, আমরা রাস্তায় থাকতে চাই না, আমরা ক্লাসে ফিরতে চাই। শিক্ষার্থীদের দাবি দ্রুত মেনে নিন। শিক্ষার্থীরা এ দেশের হৃদয়ের স্পন্দন, তাদের ওপর আর গুলি চালাবেন না। প্রশাসনের ভাইয়েরা এ আন্দোলনের সুফল আপনার সন্তানেরাও নিবে। আপনারা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা করবেন না। যেসব মন্ত্রীরা গুন্ডা বাহিনী লেলিয়ে দিয়েছেন, তাদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নিতে হবে। আইনের চোখে সবাই সমান, অপরাধের শাস্তি অপরাধীদের পেতেই হবে।

আলোচিত ডিবি কমিশনার হারুন অবশেষে বদলী

ঢাকা, ৩১ জুলাই : ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা শাখার (ডিবি) অতিরিক্ত কমিশনার হারুন অর রশীদকে বদলি করা হয়েছে।

তাকে ডিএমপির অতিরিক্ত কমিশনার (ক্রাইম অ্যান্ড অপারেশনস) হিসেবে নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

এদিকে, অতিরিক্ত কমিশনার (লজিস্টিকস, ফিন্যান্স অ্যান প্রকিউরমেন্ট) মহা. আশরাফুজ্জামানকে গোয়েন্দা শাখায় (ডিবি) নিয়োগ দেওয়া হয়েছে।

বুধবার ডিএমপি কমিশনার হাবিবুর রহমান স্বাক্ষরিত এক প্রজ্ঞাপনে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

উল্লেখ্য, নানা কারণে ডিবি কমিশনার হারুন অর রশীদ আলোচিত সমালোচিত। ইতোপুর্বে বিএনপি নেতা গয়েশ্বর চন্দ্র রায়কে ধরে এনে ডিবি অফিসের কনফারেন্স রুমে ভাত খাইয়ে ছবি তুলে সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দিয়ে আলোচনায় আসেন। এরপর থেকে ডিবি অফিসকে হারুনের ভাতের হোটেল বলা হতো। অতি সম্প্রতি কোটা সংস্কার আন্দোলনের নেতাদের ধরে এনে জোরপুর্বে ভয়ভীতি দেখিয়ে তাদের কাছ থেকে বিবৃতি আদায় ও তাদেরকে ভাত খাইয়ে সেটার ছবি তিনি সোশাল মিডিয়ায় ভাইরাল করে দেন। ওইদিনই আদালত এক মামলার রায়ে, ডিবি হারুনের এহেন কাণ্ডের কঠোর সমালোচনা করেন, এটা কি অফিস জাতির সাথে মস্কারা করা। এরপর গুঞ্জন শুনা যাচ্ছিলো, হারুনকে বদলী করা হতে পারে। সর্বশেষ বুধবার তাঁকে ডিবি অফিস থেকে সরিয়ে দেওয়া হলো। তবে জাতির সাথে এহেন মাশকারা কান্ডের ব্যাপারে কিছুই হয়নি।

যারা জনগণকে রক্ষা করবে, তারা বন্দুক তাক করে রয়েছে : জিএম কাদের

ঢাকা, ৩১ জুলাই : জাতীয় পার্টির চেয়ারম্যান ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা জিএম কাদের এমপি বলেছেন, সরকার যাদের নির্বিচারে গুলি করে

হত্যা করেছে তাদের কাউকে সন্ত্রাসী হিসেবে চিহ্নিত করার সুযোগ পায়নি। আমার প্রশ্ন হলো তাহলে কেন নির্বিচারে এমন গণহত্যা করা হলো। হেলিকপ্টার থেকে, বাড়ির ছাদ থেকে আইনশৃঙ্খলা বাহিনী কিভাবে বুঝলো কে সন্ত্রাসী, কে ভাল, কে শিশু।

তিনি আরও বলেন, সরকারের এমন কর্মকাণ্ডে আজ দেশের অর্থনীতি চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। বহির্বিশ্বে দেশের সুনাম ক্ষুন্ন হয়েছে। দেশে অর্থনৈতিক সমস্যা দেখা দিলে রাজনৈতিক অস্থিরতা বাড়বে। আবারও জনগণ মাঠে নামবে, মানুষ মারা যাবে। এক সময় বাংলাদেশ বহির্বিশ্বে সন্ত্রাসী জাতি হিসেবে চিহ্নিত হবে। আমি মনে করি এ থেকে উত্তোরণে সরকারকে এগিয়ে আসতে হবে।

বুধবার বিকেলে রংপুরে দু'দিনের সফরে এসে সার্কিট হাউজে সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন জিএম কাদের।

জিএম কাদের বলেন, সরকারি দল রাষ্ট্রীয় সম্পদ ও কর্মকর্তাদের ব্যবহার করে এবং জনগণের উপর গুলি বর্ষণ করে ভীতিকর পরিবেশ তৈরী করে দমন-নিপীড়নের মাধ্যমে তাদের মতামত চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছে। যারা দেশের জনগণ ও রাষ্ট্রকে রক্ষা করবে, তারা জনগণের উপর বন্দুক তাক করে রয়েছে।

জিএম কাদের বলেন, সংঘর্ষের শুরু থেকে বিএনপি-জামায়াত বলে বলে যতবার সরকার যেভাবে প্রচার করুক না কেন, আমি ঢাকায় দেখেছি, মানুষের সাথে কথা বলেছি। জনগণ সরকারের এ কথা গ্রহণ করেনি। এটি জনগণের সংগ্রাম। বিএনপি-জামায়াত-জাতীয় পার্টির কেউ থাকলে তারা ব্যক্তিগতভাবে আন্দোলনে গিয়েছিল।

জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি বন্ধ প্রসঙ্গে জিএম কাদের বলেন, কোনো রাজনৈতিক দলকে প্রশাসনিক অর্ডারে বন্ধ করা ঠিক নয়। জনগণ তাদের জন্য কোনো রাজনৈতিক দলকে ক্ষতিকারক মনে করলে তারা বয়কট করবে। এক সময় সেই রাজনৈতিক দল বিলীন হয়ে যাবে। জোর করে কিছু করলে তাদের যদি গ্রহণযোগ্যতা ও সাংগঠনিক কাঠামো থাকে, তাহলে তারা আন্ডারগ্রাউন্ড হবে তাদের কার্যক্রম পরিচালনা করবে। এতে করে অস্বাভাবিক রাজনীতির বীজ বপণ হতে পারে।

স্বেচ্ছায় অবসরে পাঠানো হলো ছাগলকাণ্ডের মতিউরকে

ঢাকা, ৩১ জুলাই : সাবেক রাজস্ব কর্মকর্তা মতিউর রহমানকে অবসর দিয়ে প্রজ্ঞাপন জারি করা হয়েছে। তার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার এ সিদ্ধান্ত নিল। বুধবার (৩১ জুলাই) অর্থ মন্ত্রণালয়ের উপ-সচিব মকিমা বেগম সই করা প্রজ্ঞাপন সূত্রে এই তথ্য জানা গেছে।

প্রজ্ঞাপনে বলা হয়, মো. মতিউর রহমান অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগ-এ সংযুক্ত এর চাকরিকাল ২৫ বছর পূর্ণ হওয়ায় তার আবেদনের প্রেক্ষিতে সরকারি চাকরি আইন, ২০১৮ এর ধারা-৪৪(১) ও ধারা-৫১ অনুযায়ী আগামী ২৯ আগস্ট ২০২৪ তারিখে সরকারি চাকরি হতে অবসর (ঐচ্ছিক) প্রদান করা হলো। এ সময়ে অবসরজনিত আর্থিক সুবিধা অবসর উত্তর ছুটি, লাম্পগ্র্যান্ট এবং পেনশন পাবেন না।

মতিউর রহমানের ছেলে ইফাত মোহাম্মদপুরের সাদিক অ্যাগ্রো থেকে ১৫ লাখ টাকায় একটি ছাগল এবং ঢাকার বিভিন্ন খামার থেকে ৭০ লাখ টাকার গরু কিনেছেন বলে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও গণমাধ্যমে উঠে আসে। এরপর থেকে মতিউর রহমানের ছেলের দামি ব্র্যান্ডের ঘড়ি, গাড়ি, আলিশান জীবনযাপন; মতিউর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে রিসোর্ট, শুটিং স্পট, বাংলো বাড়ি, জমিসহ নামে-বেনামে সম্পত্তি নিয়ে আলোচনা শুরু হয়।

আলোচিত মতিউর রহমানের দুর্নীতি ও অবৈধ সম্পদ অর্জনের তথ্য অনুসন্ধানে গত ২৩ জুন তিন সদস্যের টিম গঠন করে দুদক। সংস্থাটির উপ-পরিচালক আনোয়ার হোসেনের নেতৃত্ব টিম কাজ করছে। গত ৪ জুন তার বিরুদ্ধে দুদকে অভিযোগ জমা হওয়ার পর কমিশনের পক্ষ থেকে

অনুসন্ধানের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় বলে জানা গেছে।

গত ২৪ জুন মতিউর রহমান, তার স্ত্রী লায়লা কানিজ ও ছেলে আহম্মেদ তৌফিকুর রহমান অর্ণবের বিদেশ গমনে নিষেধাজ্ঞা দেন আদালত।

আর গত ২ জুলাই মতিউর ও তার দুই স্ত্রী ও ২ সন্তানের সম্পদের বিবরণ জমা দিতে নোটিশ দিয়েছিল। এর আগে ৩০ জুন মতিউর রহমান ও তার পরিবারের সদস্যদের নামে থাকা সম্পদের খোঁজে সরকারি বিভিন্ন দপ্তরে নথিপত্র চেয়ে চিঠি দিয়েছিল দুদক।

অনুসন্ধান পর্যায়ে গত ১১ জুলাই ছাগলকাণ্ডে আলোচিত মতিউর রহমান ও তার স্ত্রী সন্তানদের ১১৬টি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট, ২৩৬৭ শতাংশ জমি ও ৪টি ফ্ল্যাট ক্রোকের নির্দেশ দেন আদালত। তার আগে গত ৪ জুলাই মতিউর ও তার স্ত্রী সন্তানদের ১০১৯ শতাংশ জমি ও ৪টি ফ্ল্যাট ক্রোকের আদেশ দেন আদালত।

এনবিআর সদস্য ও কাস্টমস, এক্সাইজ ও ভ্যাট অ্যাপিলেট ট্রাইব্যুনালের সাবেক প্রেসিডেন্ট মতিউর রহমানের বিরুদ্ধে গত দুই যুগে চারবার দুর্নীতির অভিযোগ উঠে। এসব অভিযোগ পৃথকভাবে অনুসন্ধান করে দুদক। প্রতিবারই দুদক থেকে অব্যাহতি পান তিনি। সর্বশেষ তাকে অভ্যন্তরীণ সম্পদ বিভাগে বদলি করা হয়েছিল। সেখানে থেকে স্বেচ্ছায় অবসরে গেলেন তিনি।

You're better off with Specsavers this summer

Free prescription sunnies

Part of 2 for 1 from £70, with single-vision lenses to same prescription

Specsavers

Frames subject to availability. Cannot be used with any other offers. Second pair from the same price range or below. Both pairs include standard 1.5 single-vision lenses (or 1.6 for £170 Rimless ranges). Varifocal/bifocal: pay for lenses in first pair only. Both pairs must be purchased in one transaction. Excludes SuperDigital, SuperDrive varifocals, SuperReaders 1-2-3 occupational lenses and safety eyewear. Additional charge for extra lens options.

জনরোষ থেকে বাঁচতে যা ইচ্ছা তা-ই করছে সরকার: ফখরুল

ঢাকা, ৩১ জুলাই : সরকার ছাত্র-জনতার ওপর ইতিহাসের নির্মম ও বর্বর হামলা এবং 'গণহত্যা' চালিয়ে গণশত্রুতে পরিণত হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন বিএনপির মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর। তিনি বলেন, 'নির্লজ্জ সরকার যতই মিথ্যাচার ও সাজানো মামলায় গ্রেপ্তার অব্যাহত রাখুক না কেন, কোনো কিছুতেই আওয়ামী লীগ সরকারের পতন ঠেকাতে পারবে না।'

আজ বুধবার বিকেলে গণমাধ্যমে পাঠানো এক বিবৃতিতে মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর এ কথা বলেন। তিনি বলেন, আন্দোলন দমনে নির্বিচার হত্যা মানবতাবিরোধী অপরাধ ও আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতে বিচারযোগ্য অপরাধ। দিন যতই যাচ্ছে, সরকারের অস্তিত্বসংকট ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে।

বিবৃতিতে বিএনপির মহাসচিব অভিযোগ করেন, গণবিচ্ছিন্ন সরকার আইন, সংবিধান, গণতান্ত্রিক রীতিনীতি, মানবিকতাকে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করে জনরোষ থেকে নিজেদের রক্ষা করতে সুবিধা ও ইচ্ছামাফিক যা ইচ্ছা তা-ই করছে। এসব করতে গিয়ে তারা রাষ্ট্রব্যবস্থাকে ছিন্নভিন্ন করে রাষ্ট্রের গণতান্ত্রিক ও মানবিক চরিত্রকে গুম করেছে।

শিক্ষার্থীদের আন্দোলন বলপূর্বক বন্ধ করতেই সরকারের কর্তাব্যক্তিরা বেআইনি কাজ করছেন, দিবালোকের মতো তা স্পষ্ট–এমন মন্তব্য করেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, সন্ধ্যাকালীন কারফিউ চলাকালে এলাকা ভাগ করে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী 'ব্লক রেইড' পরিচালনা করছে ও নির্বিচার ছাত্র গ্রেপ্তার করে অভিভাবক, তরুণ সমাজ এবং জনমনে ভীতি ও ত্রাসের সঞ্চার করছে। এসব করে কোনো লাভ হয়নি, বরং সরকারের কূটকৌশল উপেক্ষা করে শিক্ষার্থীরা জনগণের সমর্থনে নতুন উদ্যমে আন্দোলন এগিয়ে নিচ্ছেন।

বিএনপির মহাসচিব অভিযোগ করেন, ঢাকা, চট্টগ্রাম, রাজশাহী, খুলনা, যশোর, বরিশালসহ দেশের বিভিন্ন স্থানে 'মার্চ ফর জাস্টিস' কর্মসূচিতে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী লাঠিপেটা, কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপ, গ্রেপ্তার-নির্যাতন করে বাধা দেওয়া হয়েছে। আদালত চত্বরসহ বিভিন্ন স্থানে শিক্ষার্থীরা জনগণের সমর্থনে মার্চ ফর জাস্টিস কর্মসূচি পালন করে গণহত্যার বিচার ও গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি, মিথ্যা মামলা প্রত্যাহারের দাবি করেছে। শান্তিপূর্ণ এই কর্মসূচি পালনেও সরকার আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী দিয়ে বাধা প্রদান ও শিক্ষার্থীদের আটক করেছে। এতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকসহ বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষ আহত হয়েছেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে গুলি চালানোর প্রমাণ থাকার পরও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্মকর্তাদের গ্রেপ্তার না করে অপরাধীকে খুঁজে বেড়ানো এবং ধরিয়ে দেওয়ার আহ্বানকে উপহাস বলে উল্লেখ করেছেন মির্জা ফখরুল। তিনি বলেন, সরকারের নির্দেশেই আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী ও ছাত্রলীগের ক্যাডাররা নির্বিচার গুলি করে শত শত ছাত্র-জনতার প্রাণ কেড়ে নিয়ে গণহত্যা চালিয়েছে, এটা প্রমাণিত সত্য।

জামায়াত নিষিদ্ধ হবে সন্ত্রাস বিরোধী আইনে: স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী

ঢাকা, ৩১ জুলাই : কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সহিংসতা ও নাশকতায় সম্পৃক্ততার অভিযোগে ২০০৯ সালের সন্ত্রাসবিরোধী আইনে জামায়াতে ইসলামী ও তাদের ছাত্র সংগঠন ইসলামী ছাত্র শিবিরকে নিষিদ্ধ ঘোষণার প্রক্রিয়া চলছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল।

বুধবার সন্ধ্যায় সচিবালয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি বলেন, জামায়াত-শিবিরের রাজনীতি নিষিদ্ধের প্রক্রিয়া চলছে এবং যেকোনো মুহূর্তে এ বিষয়ে প্রজ্ঞাপন জারি হতে পারে।

"১৮ অনুচ্ছেদে (সন্ত্রাসবিরোধী আইনের) এটা সম্পর্কে বিস্তারিত দেওয়া আছে। পেছনের সন্ত্রাস, সুশীল সমাজের ডিমান্ড, ১৪ দলের ডিমান্ড, অতি সম্প্রতি যেসব ঘটনা ঘটছে, এগুলোর সঙ্গে জামায়াতের যোগসাজশ আছে। সব কিছু মিলিয়েই এটা করা হচ্ছে। সবকিছু এখুনি জানাতে পারব না। এটা প্রক্রিয়াধীন। প্রক্রিয়া শেষে জানতে পারবেন।"

গত সোমবার আওয়ামী লীগ নেতৃত্বাধীন ১৪ দলের বৈঠকে জামায়াতে ইসলামীকে নিষিদ্ধ করার বিষয়ে ঐকমত্য হয়।

এরপর মঙ্গলবার আইনমন্ত্রী আনিসুল হক বলেন, সরকারের নির্বাহী আদেশে জামায়াতকে নিষিদ্ধ করা হবে এবং কোন আইনি প্রক্রিয়ায় তা করা হবে, তা চূড়ান্ত করা হবে বুধবারের মধ্যে।

এরপর বুধবার স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জানালেন, কাজটি করা হবে সন্ত্রাসবিরোধী আইনের ১৮ অনুচ্ছেদের ক্ষমতাবলে।

আইনের ওই অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, "এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, কোনো ব্যক্তি বা সত্তা সন্ত্রাসী কার্যের সহিত জড়িত রহিয়াছে মর্মে যুক্তিসঙ্গত কারণের ভিত্তিতে, সরকারি গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, উক্ত ব্যক্তিকে তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে বা সত্তাকে নিষিদ্ধ ঘোষণা ও তফসিলে তালিকাভুক্ত করিতে পারিবে।"

আইনে সন্ত্রাসী কাজের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি, সত্তা বা বিদেশী নাগরিক বাংলাদেশের অখণ্ডতা, সংহতি, জননিরাপত্তা বা সার্বভৌমত্ব বিপন্ন করার জন্য জনসাধারণ বা জনসাধারণের কোনো অংশের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টির মাধ্যমে সরকার বা কোন সত্তা বা কোনো ব্যক্তিকে

কোনো কাজ করতে বা করা থেকে বিরত রাখতে বাধ্য করার জন্য অন্য কোনো ব্যক্তিকে হত্যা, গুরুতর আঘাত, আটক বা অপহরণ করে বা করার চেষ্টা করে, এ ধরনের কাজের জন্য অন্য কারো সঙ্গে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা অন্য কোনো ব্যক্তি, সত্তা বা প্রজাতন্ত্রের কোনো সম্পত্তির ক্ষতি করে বা করার চেষ্টা করে; অথবা ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে ষড়যন্ত্র বা সহায়তা বা প্ররোচিত করে; অথবা এ ধরনের উদ্দেশ্য নিয়ে কোনো বিস্ফোরক দ্রব্য, দাহ্য পদার্থ ও আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করে বা নিজ দখলে রাখে, কোনো সশস্ত্র সংঘাতময় দ্বন্দ্বের বৈরি পরিস্থিতিতে অংশ নেয়, তাহলে তা 'সন্ত্রাসী কাজ' বলে গণ্য হবে।

এ আইনে কোনো অপরাধ প্রমাণিত হলে সর্বোচ্চ মৃত্যুদণ্ডের বিধান রয়েছে।

কোনোদিন ভাবতে পারিনি এতগুলো তাজা প্রাণ যাবে: প্রধানমন্ত্রী

ঢাকা, ৩১ জুলাই : প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বলেছেন, আন্দোলনের নামে ধ্বংসাত্মক ঘটনা ঘটেছে। অনেকগুলো প্রাণ শেষ হয়ে গেছে।

আমি কোনোদিন ভাবতে পারিনি, এই সময় এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হবে, আর সেখানে এতগুলো তাজা প্রাণ যাবে। আজ সকালে বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে জাতীয় মৎস্য সপ্তাহের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, আমি সম্পূর্ণভাবে কোটা বাতিল করে দিয়েছিলাম। হাইকোর্টের রায়ে সেটা আবার যখন পুনর্বার নিয়ে আসা হয়, সরকারের পক্ষ থেকে আমরা আপিল করি। আপিল বিভাগ হাইকোর্টের রায় স্থগিত করে দিয়ে পূর্ণাঙ্গ শুনানির তারিখ নির্দিষ্ট করে দেয়। আবার সেই কোটা ফিরে আসে। কোটা আর থাকবে না, আমার জারিকৃত প্রজ্ঞাপনটাই আবার কার্যকর হয়।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, স্বজনহারার বেদনা নিয়ে আমি বেঁচে আছি। আমি জানি একজন আপনজন হারালে কী কষ্ট হয়। মানুষ একটা শোক সইতে পারে না।

আমি আর রেহানা ১৫ই আগস্ট সব আপনজনকে হারিয়েছি। তারপরও স্বজন হারাবার বেদনা নিয়ে ফিরে এসেছিলাম বাংলাদেশে। যে বাংলাদেশে তখন আমার বাবার ঘাতকরা ক্ষমতায়। যুদ্ধাপরাধী, যারা আমাদের মা বোনকে ধরে নিয়ে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্পে তুলে দিয়েছে, গণহত্যা চালিয়েছে, অগ্নিসংযোগ করেছে, গ্রামের পর গ্রাম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছে, লুটপাট করেছে। তারাই তখন ক্ষমতায় ফিরে এসেছে। ১৫ই আগস্ট জাতির পিতাকে হত্যার পর ৬ বছর দেশে আসতে পারিনি। বিদেশে রিফিউজি হিসেবেই আমাদের থাকতে হয়েছে। আমার ছোট বোনের পাসপোর্টটাও যারা ক্ষমতায় ছিল রিনিউ করতে দেয়নি।

শেখ হাসিনা বলেন, আজকে আমরা যাদের হারিয়েছি, আমি তাদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করি। যারা আপনজন হারিয়েছে তাদের প্রতি আমার সহমর্মিতা জানাই। আমি নিজে দেখেছি কালকে একটা ছোট শিশুকে পর্যন্ত দেখলাম, এটা অত্যন্ত কষ্টকর। আমি জানি না অপরাধটা কী ছিল আমাদের। যে ইস্যুটা নেই, সেটা নিয়ে আন্দোলনে নামে।

তিনি বলেন, আমার কাছে ক্ষমতা তো ভোগের বস্তু না। আমি আয়েশ আরাম করার জন্য ক্ষমতায় আসিনি। আমি দিনরাত অক্লান্ত পরিশ্রম করেছি বাংলাদেশটাকে একটু উন্নত করতে এবং সেটা আমি সফলভাবে করতে পেরেছি। আজকে বাংলাদেশ বিশ্ব উন্নয়নের রোল মডেল। সে মর্যাদাকে কেন নষ্ট করা হলো, সেটা বিচারের ভার আমি দেশবাসীর কাছে দিচ্ছি।

ওবায়দুল কাদেরের বিরুদ্ধে ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান সংবাদ সম্মেলন শেষ না করেই সভাস্থল ত্যাগ

ঢাকা, ৩১ জুলাই : দলীয় কর্মী ও সাবেক ছাত্রলীগ নেতাদের তোপের মুখে পড়েছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের ও দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক।

সাবেক ছাত্রনেতাদের মতবিনিময় সভায় ডেকে কোনো আলোচনা না করেই সংবাদ সম্মেলন করায় হট্টগোল শুরু হয়। এ সময় পেছন থেকে অনেকেই ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেয়। পরে সংবাদ সম্মেলন শেষ না করেই সভাস্থল ত্যাগ করেন দলের এই শীর্ষ নেতা। তার সঙ্গে অন্য সিনিয়র নেতারাও বেরিয়ে যান। বের হওয়ার সময় হট্টগোলে পড়েন দলের প্রেসিডিয়াম সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাক।

বুধবার বেলা ১১টায় রাজধানীর বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউয়ে আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদেরের সঙ্গে সাবেক ছাত্রনেতাদের মতবিনিময় সভা হওয়ার কথা ছিল। সেখানে সাবেক নেতারা উপস্থিত থাকলেও সংবাদ সম্মেলনে কথা বলার কারণে তোপের মুখে পড়তে হয়েছে বলে একাধিক সূত্র নিশ্চিত করেছে।

বৈঠক সূত্র মতে, সাবেক ছাত্রনেতাদের মতবিনিময় সভার জন্য ডেকে গণমাধ্যমের সামনে কথা বলা শুরু করেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের। এসময় ছাত্রলীগের সাবেক নেতারা হট্টগোল শুরু করেন। সাবেক নেতারা ওবায়দুল

কাদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, আমাদের ডেকেছেন, আগে তো আমাদের কথা শুনবেন। আলোচনা করবেন। সেটা না করেই আপনি মিডিয়ার সামনে কথা বলা শুরু করেছেন। আমাদের ডেকে এনে কেন সংবাদ সম্মেলন করছেন?

তার আগে আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য ড. আব্দুর রাজ্জাককে সভাস্থলে দেখে সাবেক ছাত্রলীগ নেতারা চিৎকার দিয়ে ওঠেন, তিনি এখানে কেন? তার ছেলে কেন সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুকে সরকারবিরোধী পোস্ট করেছেন, সেটিও জানতে চান সাবেক নেতারা।

অন্যদিকে সাবেক নেতাদের হট্টগোলের কারণে সংবাদ সম্মেলন শেষ না করেই তার অফিসে চলে যান ওবায়দুল কাদের। তখন সাবেক নেতারা বিভিন্ন স্লোগান দিতে থাকেন। এসময় আওয়ামী লীগের কার্যালয়ের নিচ তলায় ‘ভুয়া ভুয়া’ স্লোগান দেন তারা।

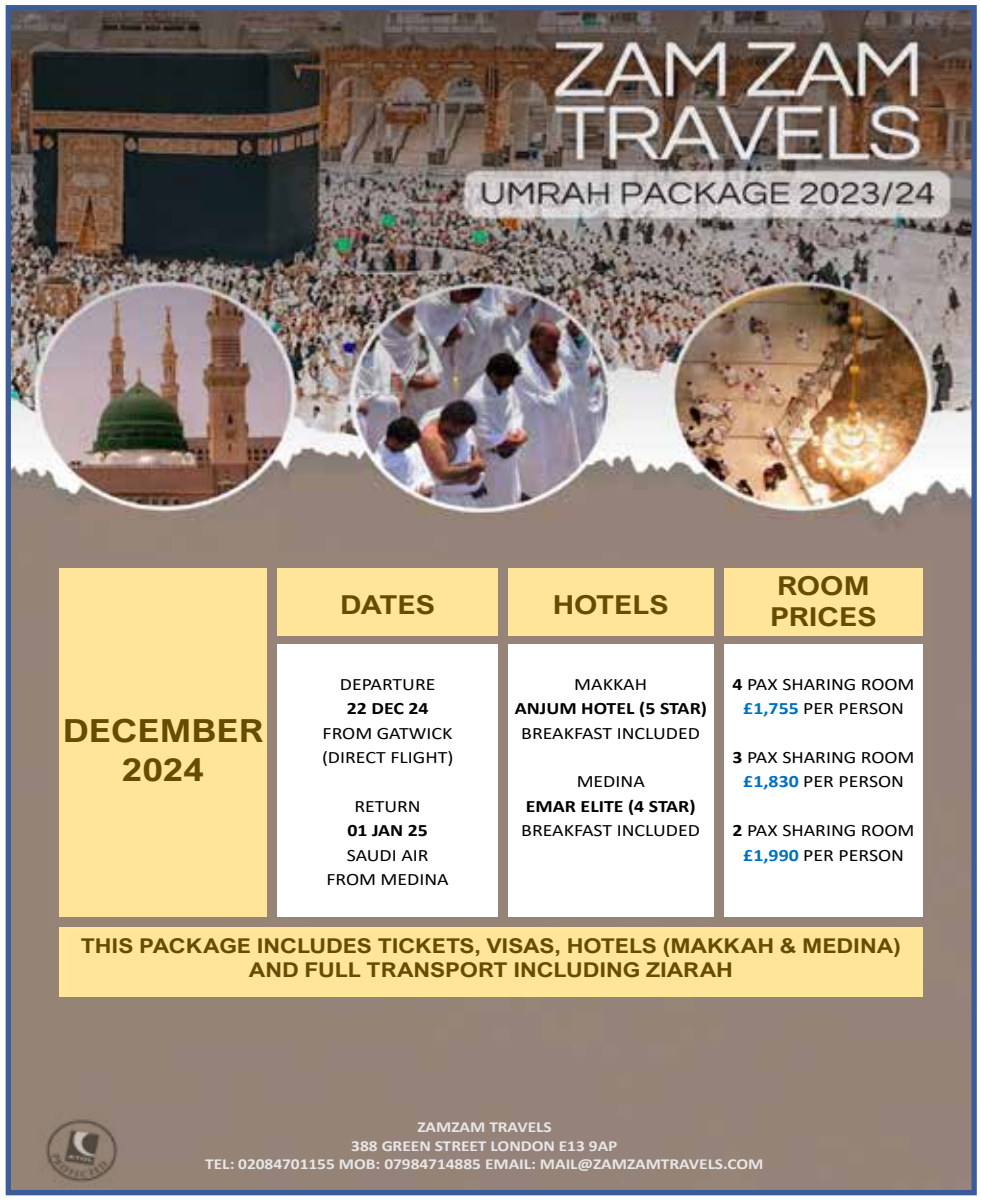

১৩দিন পর ফেসবুক-হোয়াটসঅ্যাপ-টিকটক চালু

ঢাকা, ৩১ জুলাই : সারাদেশে ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপসহ সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের কার্যক্রম চালু হয়েছে।

বুধবার (৩১ জুলাই) দুপুর ২টার পর থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো সচল হতে শুরু করে।

এর আগে, বিকেল থেকে সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমগুলো খুলে দেওয়া হবে বলে জানান ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি (আইসিটি) প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহমেদ পলক।

বুধবার রাজধানীর বিটিআরসি মিলনায়তনে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, ইনস্টাগ্রাম, টিকটক ও ইউটিউব প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক শেষে এক ব্রিফিংয়ে তিনি এ তথ্য জানান।

জুনাইদ আহমেদ পলক বলেন, আমরা বিভিন্ন অ্যাপের ওপর সাময়িকভাবে বিধি নিষেধ আরোপ করেছিলাম। আজ সেই বিধিনিষেধ উঠে যাচ্ছে।। দেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি বিবেচনা ও ফ্রিল্যান্সার এবং উদ্যোক্তাদের কথা বিবেচনা করে এই বিধিনিষেধ উঠিয়ে দেওয়া হচ্ছে।

এর আগে, কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সহিংসতার মধ্যে গত ১৮ জুলাই রাতে মোবাইল ইন্টারনেট ও ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট বন্ধ করা হয়। এরপর থেকেই দেশে ফেসবুকসহ অন্যান্য সামাজিকমাধ্যমও বন্ধ হয়। তবে ২৩ জুলাই রাতে পরীক্ষামূলকভাবে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবা এবং ২৮ জুলাই মোবাইল ইন্টারনেট চালু হলেও বন্ধ ছিল ফেসবুক, টিকটক, ইউটিউব ও হোয়াটসঅ্যাপসহ সব সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম।

আমার কলিজার টুকরাকে কে গুলি মারলো?

ঢাকা, ৩১ জুলাই : আমার কলিজার টুকরা ছেলেটা কই, আমার নিমাই চানরে কে গুলি করে মারলো! আমার বুকটা খালি করলো কারা? তাদের কি একটুও বুক কাঁপলো না! আমার ছেলেরে কেউ আইন্না দাও, আমি জড়াই ধরি। না জানি আমার সোনার চানের কতো কষ্টে দম গেছে, আহারে কোন পাষণ্ড আমার নিরীহ ছেলেরে গুলি করলো, আমার চিকিৎসার খরচ আর কে দিবে। আমার তো সব শেষ হয়ে গেছে।

গণমাধ্যমকর্মীদের দেখে এভাবেই হাউমাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বলছিলেন ঢাকায় গুলিতে নিহত কাদির হোসেন সোহাগের মা নাছিমা বেগম। গত ২০শে জুলাই শনিবার রাজধানীর গোপীবাগ এলাকায় সংঘর্ষ ও গোলাগুলির সময় রাত ৮টার দিকে গুলিবিদ্ধ হয় সোহাগ (২৪)। কয়েকজন তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে গেলে রাত ৩টার পর তার মৃত্যু হয়। নিহত সোহাগ দেবিদ্বার উপজেলার ভানী ইউনিয়নের সূর্যপুর গ্রামের মৃত মোহাম্মদ আলীর ছেলে। সে ঢাকার গোপীবাগ এলাকায় একটি মেসে থাকতো। পরদিন রোববার সকাল ১১টার দিকে তার মরদেহ গ্রামের বাড়ি সূর্যপুরে নিয়ে আসে। পরে দুপুরে জানাজা শেষে তাকে বাড়ির পাশে একটি কবরস্থানে দাফন করা হয়।

মা নাছিমা বেগম ছেলে সোহাগের ছবি দেখিয়ে কাঁদতে কাঁদতে বলেন, ২২ বছর ধরে স্বামী নেই, সোহাগের যখন তিন বছর তখন আমার স্বামী ঢাকা থেকে নিখোঁজ হয়, আর ফিরে আসেনি।

সে এখনও বেঁচে আছে না মরে গেছে আমরা কেউ জানি না। তবুও আমরা ধরে নিছি তিনি আর বেঁচে নেই। স্বামী নিখোঁজের পর সংসারের হাল ধরতে সোহাগ ও দেড় বছরের সহিদুল ইসলামকে নিয়ে ঢাকায় মানুষের বাসায় বাসায় কাজ করেছি। পাঁচ বছর আগে অসুস্থ হয়ে পড়লে আমি গ্রামের বাড়িতে চলে আসি। সোহাগ লেখাপড়া বন্ধ করে সংসারের হাল ধরে। ছোট ছেলে সহিদুল মাদ্রাসায় ৪র্থ শ্রেণি পর্যন্ত পড়েছে। অভাব অনটনে তার লেখাপড়াও বন্ধ হয়ে যায়, সে এখন এক বই বাঁধাই কোম্পানিতে কাজ করে। আমার চিকিৎসা ও সংসারের হাল ধরতে সোহাগ একটি কুরিয়ার সার্ভিস কোম্পানিতে ডেলিভারি ম্যান হিসেবে কাজ করতো। গত ১০/১২ দিন আগে তার চাকরিটা চলে যায়। পরে নতুন আরেকটি কোম্পানিতে চাকরির কথা হয়। ১৫ই জুলাই বাড়িতে এসে কাগজপত্র নিয়ে নতুন কোম্পানিতে জমা দেয়। এরপর ৪/৫দিনের মধ্যে নতুন চাকরিতে যোগ দেয়ার কথা ছিল। কিন্তু রোববার আমার ছেলের বুকে গুলি লাগে। আমি এখন

কি নিয়ে বাঁচবো? আমার ছেলে শেষবার আমাকে ফোন করে বলেছিল, 'মা ঢাকায় অনেক গোলাগুলি হচ্ছে, অনেক মানুষ মারা যাচ্ছে' এ কথা শুনে আমার বুক কেঁপে ওঠে, আমি বলি বাবারে তুই রুম থেকে বের হইস না, না মা আমরা সব রুমমেট এক সাথে আছি বের হইনি। তবে মা মেসে কোনো খাবার নেই, আমার কাছেও কোনো টাকা নেই, তুমি যদি পারো আমার বিকাশে ৫০০ টাকা দিও। আর তুমি ঠিকমতো ওষুধগুলো খাইও। পরে আমি আমার ছেলের নম্বরে ৫০০ টাকা পাঠাই। ওই টাকা নিয়ে সন্ধ্যায় নাস্তা আনতে বের হয়। আমি আমার ছেলের হত্যার বিচার কার কাছে চাইবো। কেউ কি আমার ছেলেকে ফিরায়ে দিতে পারবে বলে হাউমাউ করে কাঁদতে থাকেন মা নাছিমা বেগম।

সোহাগের ছোট ভাই সহিদুল ইসলাম বলেন, ভাই গুলি খাওয়ার পর তার বন্ধুরা আমাকে ফোনে জানায়। আমি রাত ৩টার দিকে ঢাকা মেডিকেলে পৌঁছাই, গিয়ে দেখি ভাইয়ের বুকে ব্যান্ডেজ করা। আমাকে দেখে ভাই বলে, তুই এত রাতে এখানে কেন আসছিস। তুই মা'কে দেখে রাখিস। এই কথা বলে রাত ৩টা ১৫ মিনিটের দিকে ভাই মারা যায়। ভাই একমাত্র আমাদের সংসার চালাতো। বাবা ও ভাই হারিয়ে আমরা আজ নিঃস্ব হয়ে গেলাম।

নিহত সোহাগের চাচা এখলাছুর রহমান শানিক বলেন, ২২ বছর আগে সোহগের বাবা হারিয়ে যাওয়ার পর তার মা বিভিন্ন বাসা বাড়িতে কাজ করে সন্তানদের বড় করেছেন। তার মা অসুস্থ হয়ে গেলে তার চিকিৎসার খরচ ও সংসারের হাল ধরে সোহাগ। নতুন একটি কোম্পানিতে চাকরির কথা চলছিল তার। দুই একদিনের মধ্যে সেখানে যোগ দেয়ার কথা ছিল। সেটা আর হলো না। ছোটবেলা থেকে বাবার আদর পায়নি ছেলেটা, অভাব-অনটনে বড় হইছে। ধরতে গেলে ওরা এতিম ছিল। একটা গুলি এই পরিবারটাকে একেবারে পথে বসিয়ে দিলো।

ভানী ইউপি চেয়ারম্যান হাজী জালাল উদ্দিন ভূঁইয়া বলেন, ছেলেটা কোনো রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিল না। সংসারটা সেই চালাত। ঢাকায় গুলিবিদ্ধ হয়ে সে মারা যায়। এটি অত্যন্ত হৃদয়বিদারক। আমি পরিষদ থেকে তার মা'কে বিধবা ভাতার কার্ড করে দেবো।

দেবিদ্বার উপজেলা নির্বাহী অফিসার ইউএনও নিগার সুলতানা বলেন, এটি একটি মর্মান্তিক মৃত্যু। তার পুরো পরিবার সম্পর্কে আমি খোঁজ-খবর রাখছি। সরকারিভাবে সোহাগের মা'কে সাহায্য- সহযোগিতা করা হবে।

KUSHIARA

Travels • Cargo • Money Transfer • Courier Service

বিমান ও অন্যান্য এয়ারলাইন্সের সুলভমূল্যে টিকিটের জন্য আমরা বিশ্বস্ত

IATA Biman BRITISH AIRWAYS TURKISH AIRLINES QATAR KUWAIT Emirates

Hotline
0207 790 1234
0207 790 9888
Mobile
07956 304 824

We Buy & Sell BDT Taka, USD,Euro

Worldwide Money Transfer

Bureau De Exchange

Cargo Services

আমরা সুলভমূল্যে বিশ্বের বিভিন্ন শহরে কার্গো করে থাকি।

আমরা ডিএইচএল- এ লেটার ও পার্সেল করে থাকি।

ঢাকা ও সিলেট সহ বাংলাদেশের যে কোন এলাকায় আপনার মূল্যবান জিনিসপত্র যত্নসহকারে পৌঁছে দিয়ে থাকি।

আমরা হোটেল বুকিং ও ট্রান্সপোর্টের ব্যবস্থা করে থাকি।

Address:
319 Commercial Road,
London, E1 2PS
Tel: 020 7790 9888,
020 7790 1234
Cell: 07956304824
Whatsapp Only:
07424 670198,07908 854321
For Bangladesh
Phone & Whatsapp:
+880 1313 088 876,
+880 1313 088 877

We are Open 7 Days a Week
10 am to 8 pm

For More Information
kushiaratravel@hotmail.com
St> is-04-cont

LAWMATIC
SOLICITORS

আপনি কি
IMMIGRATION FAMILY PERSONAL INJURY
CONVEYANCING CRIMINAL LITIGATION
সংক্রান্ত সমস্যায় আছেন ?
দীর্ঘ এক দশকের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আইনজীবীদের সহযোগিতা নিন

ASADUZZAMAN

FAKHRUL ISLAM

SAYED HASAN

SALAH UDDIN SUMON

Immigration and Nationality	ইমিগ্রেশন ও ন্যাশনালিটি
Family and Children	ফ্যামিলি ও চিলড্রেন
Personal Injury	পার্সোনাল ইনজুরি
Litigation	লিটিগেশন
Property, Commercial & Employment	প্রপার্টি, কমার্শিয়াল ও এমপ্লয়মেন্ট
Housing and Homelessness	হাউজিং ও হোমলেসনেস
Landlord and Tenant	ল্যান্ডলর্ড ও টেনেন্ট
Welfare Benefits	ওয়েলফেয়ার বেনিফিটস
Money Claim & Debt Recovery	মানি ক্লেইম ও ডেট রিকভারি
Wills and Probate	উইলস ও প্রবেট
Mediation	মিডিয়েশন
Road Traffic Offence	রোড ট্রাফিক অফেনস্
Flight Delay Compensation	ফ্লাইট ডিলে কমপেনসেশন
Crime	ক্রাইম
Conveyancing	কনভেয়েনসিং

132 Cavell Street
London E1 2JA
T : 0208 077 5079
F : 0208 077 3016
www.lawmaticsolicitors.com
info@lawmaticsolicitors.com

কোটা সংস্কার আন্দোলনে
নিহতের তালিকা
সমকাল
বৃহস্পতিবার । ১ আগস্ট ২০২৪ । ১৭ শ্রাবণ ১৪৩১
আবু সাঈদ (২২)
বাবনপুর, পীরগঞ্জ, রংপুর
ছাত্র, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

(Weekly Desh is a Leading Bengali newspaper in the UK which distributes FREE in the Mosques every Friday. Also, it's available through the week at grocery shops and Cash and Carry in our designated paper stands. The newspaper is published by Reflect Media Ltd Company number 08613257 and. VAT registration number: 410900349)

Editor:
Taysir Mahmud

31 Pepper Street
Tayside House
Canary Wharf
London E14 9RP
Tel: 0203 540 0942
M: 07940 782 876
info@weeklydesh.co.uk (News)
advert@weeklydesh.co.uk (Advertisement)
editor@weeklydesh.co.uk (Editorial inquiry)

বাংলাদেশকে ইন্টারনেট বিচ্ছিন্ন করে দেওয়ার ভয়াবহ প্রভাব

সাম্প্রতিক কোটা সংস্কার আন্দোলনের কারণে দেশের অর্থনীতিতে যে নানামুখী বিরূপ প্রভাব পড়েছে, তা ক্রমেই স্পষ্ট হচ্ছে। বিশেষ করে ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় ভাটা পড়েছে ডিজিটাল লেনদেনে। সোমবার জাতীয় দৈনিক পত্রিকার খবরে প্রকাশ, ইন্টারনেট বন্ধ থাকায় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে লেনদেন প্রায় ৭০ শতাংশ কমে গেছে। এছাড়া ইন্টারনেটভিত্তিক অন্যান্য লেনদেনও কমেছে প্রায় ৬৫ শতাংশ। তবে ১০ দিন পর রোববার বিকালে মোবাইল ফোনে ফোরজি ইন্টারনেট সংযোগ পুনরায় চালু হওয়ার বিষয়টি আশাব্যঞ্জক।

উল্লেখ্য, কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন শুরু হলে গত ১৭ জুলাই মোবাইল ইন্টারনেট এবং ১৮ জুলাই রাত ৮টার দিকে সব ধরনের ইন্টারনেট সেবা বন্ধ হয়ে যায়। এতে দেশের ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ের লেনদেনে ভয়াবহ পতন ঘটে। পাশাপাশি কমে যায় এটিএম বুথ লেনদেন, পিওএস, কিউআর কোড এবং ই-কমার্স লেনদেনও। বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, গত ১৮ থেকে ২৩ জুলাই ৬দিন দেশে ইন্টারনেট ব্যাংকিংয়ে মোট ১ লাখ ৪ হাজার ২২৬ বার ট্রানজেকশন করেছেন গ্রাহকরা। এসব ট্রানজেকশনে ৬৭৪ কোটি ৭৫ লাখ টাকা লেনদেন হয়েছে। যেখানে আগের সপ্তাহের ৩ দিনেই অর্থাৎ ১১ থেকে ১৩ জুলাই এই লেনদেনের অঙ্ক ছিল ১ হাজার ৯৩৯ কোটি টাকা। অর্থাৎ গড় লেনদেন ছিল ৬৪৬ কোটি ৩৩ লাখ টাকা। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় ব্যবসায়ীরা ক্রেতা-বিক্রেতাদের সঙ্গে ই-মেইলে যোগাযোগ করতে পারেননি। ইন্টারনেটের পাশাপাশি সড়ক যোগাযোগও বন্ধ হয়ে যাওয়ায় স্থবিরতা নেমে আসে সব ধরনের ব্যবসায়িক কার্যক্রমে। শিল্পের কাঁচামাল না পাওয়ায় শত শত মিলকারখানায় বন্ধ ছিল উৎপাদন, পণ্য ডেলিভারিও হয়নি। যোগাযোগহীনতার কারণে সব মিলিয়ে বহির্বিশ্বের ক্রেতাদের সঙ্গে আস্থার কিছুটা হলেও যে সংকট তৈরি হয়েছে, তা অস্বীকার করার উপায় নেই।

পরিতাপের বিষয়, ইন্টারনেট চালু হলেও সংযোগ এখনো পুরোপুরি স্থাপিত হয়নি। ফলে সংকট পুরোপুরি কেটেছে, তা বলা যাবে না। এমন অবস্থায় ইন্টারনেট সংযোগ নিরবচ্ছিন্ন রাখার ব্যাপারে যত দ্রুত সম্ভব, কার্যকর উদ্যোগ নিতে হবে। ভুলে গেলে চলবে না, তথ্যপ্রযুক্তির এ যুগে ব্যবসায়ীরা ক্রেতাদের সঙ্গে যোগাযোগ বজায় রাখতে না পারলে আমদানি-রপ্তানিভিত্তিক আন্তর্জাতিক বাজার হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে। সেটি হলে শুধু ব্যবসায়ীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবেন না, রাজস্ব আদায়ে ঘাটতির জের দেশের অর্থনীতিতেও পড়বে। সরকার তাই দ্রুত ইন্টারনেট সংযোগ পুরোপুরি চালুর বিষয়ে কার্যকর পদক্ষেপ নেবে, এটাই প্রত্যাশা।

সাংবাদিকদের মধ্যে এত ক্ষমতার ক্ষুধা আগে দেখা যায়নি

খান মোঃ রবিউল আলম

কথাসাহিত্যিক হাসান আজিজুল হক 'নিরপেক্ষ সাংবাদিকতা: মায়া-প্রপঞ্চ' শিরোনামে একটি প্রবন্ধ লিখেছিলেন। যাঁরা সাংবাদিকতাকে নিরপেক্ষ বা বস্তুনিষ্ঠ পেশা হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত, তাঁদের জন্য প্রবন্ধটি চোখ খুলে দেওয়ার মতো। সাংবাদিকদের ক্ষমতার সখ্য দেখে হাসান আজিজুল হকের প্রবন্ধের হীরকোজ্জ্বল শব্দরাশি চোখের সামনে ভেসে উঠছে। তিনি লিখেছেন–

'সমাজে সর্বস্তরের মানুষ নির্লজ্জ আপস করবে, জীবিকার জন্য, চাকরির ভয়ে প্রতিমুহূর্তে হেঁটমস্তক করে, আর সাংবাদিকরাই নির্ভীক, সৎ এবং সত্যনিষ্ঠ থাকবে, এ রকম দাবি অন্যায় আবদার ছাড়া আর কিছুই নয়।...নির্ভীক সাংবাদিকতা বিচ্ছিন্নভাবে চর্চার বিষয় নয়। সমাজ সংগঠনের গাঁটে গাঁটে দুর্নীতি, স্বজনতোষণ, কর্মহীনতা, হিংস্র দারিদ্র্য এবং তামসিক শোষণের ব্যবস্থা থাকলে...সাংবাদিকও স্বধর্মচ্যুত হয়ে...কোনো রকমে দিন গুজরানোর চেষ্টা করেন।' অমোঘ উচ্চারণ। অত্যন্ত রূঢ় বাস্তবতা।

কেবল জীবন-জীবিকার তাগিদে সাংবাদিকেরা স্বধর্মচ্যুত, এমনটি নয়। ক্ষমতার সঙ্গে সখ্যপ্রিয়তা সাংবাদিকদের স্বধর্মচ্যুত করে। সাংবাদিকেরা রাখঢাক না রেখে ক্ষমতা ও এস্টাবলিশমেন্টের সঙ্গে পারস্পরিক স্বার্থের সম্পর্ক গড়ে তুলতে তৎপর হয়ে উঠছেন, যা রুগ্‌ণ বাস্তবতা তৈরি করছে।

২৪ জুলাই প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দেশের শীর্ষস্থানীয় সাংবাদিকদের মতবিনিময় সভায় দেশের একজন প্রবীণ সাংবাদিক বলেন, 'শেখ হাসিনার সঙ্গে আছেন, প্রয়োজনে যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত' (সূত্র: প্রথম আলো, ২৪ জুলাই ২০২৪)। এ বক্তব্য সাংবাদিকদের সঙ্গে ক্ষমতার পারস্পরিক স্বার্থের সম্পর্ক আরও স্পষ্ট করে তুলেছে। এডিটরস গিলডের উদ্যোগে এ আয়োজনে বিভিন্ন গণমাধ্যমের সম্পাদক, জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক ও হেড অব নিউজ উপস্থিত ছিলেন।

একইভাবে ২৭ জুলাই ২০২৪ মুক্তিযুদ্ধের চেতনার সাংবাদিক ফোরাম কোটা সংস্কার আন্দোলনকালে হত্যাকাণ্ড ও অগ্নিসংযোগের তীব্র নিন্দা জানিয়ে দেশের স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানিয়েছেন (সূত্র: প্রথম আলো, ২৮ জুলাই ২০২৪)।

ক্ষমতাপ্রীতি সাংবাদিকতায় একটি রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাংবাদিকেরা যদি 'প্রয়োজনে যেকোনো কিছু করতে প্রস্তুত' থাকেন অথবা 'গৃহীত পদক্ষেপের প্রতি পূর্ণ সমর্থন' দেন, তবে ক্ষমতা ও সাংবাদিকতার মধ্যে বিভেদরেখা টানা কঠিন হয়। সাংবাদিকতা হলো নির্মোহ বিশ্লেষণ, বস্তুনিষ্ঠ ও নিরপেক্ষ উপস্থাপনা।

সাংবাদিকতা পেশার অভিমুখীনতা হলো কোনো বিষয় অনুপুঙ্খভাবে দেখা; সত্য যাচাই (ফ্যাক্টচেক), সত্যকে কল্পকাহিনি (ফিকশন) থেকে আলাদা ও নির্মোহভাবে তা উপস্থাপন করা।

সংবাদমাধ্যমের কাজ বিশ্লেষণাত্মক, যুক্তিশীল, অন্তর্ভুক্তিমূলক সহনশীল সমাজ গড়ে তুলতে সহায়তা করা। কারণ, গণতন্ত্রের জন্য প্রয়োজন তথ্যসমৃদ্ধ জনসমাজ। একটি বিশ্লেষণাত্মক সমাজ গড়া না গেলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে কোথা থেকে? ক্ষমতা ও শাসন চোখে চোখে রাখা সাংবাদিকতার প্রধান কাজ। কারণ, ক্ষমতা ও কর্তৃত্বের ব্যবহার ও অপব্যবহার এক জনস্বার্থমূলক বিষয়।

অনেকের কাছে সাংবাদিকতা এখন একটি উপলক্ষমাত্র। বিত্তবৈভব, ক্ষমতা অবস্থান ধরে রাখার বিশেষ কৌশল। সমকালীন সাংবাদিকতার ক্ষয়-ক্ষরণ কারও অদেখা বা অজানা নয়? অরুন্ধতী রায় যেমনটি বলেন, 'একবার কেউ কিছু দেখে ফেললে, তাকে অদেখা বানানো যায় না।' ঠিক একইভাবে একবার কেউ কিছু শুনে ফেললে, তাকেও না-শোনা করা যায় না। সাংবাদিকেরা ক্ষমতার কেন্দ্রে গিয়ে কী করেন, মানুষ তা দেখছে। বাংলাদেশের সাংবাদিকতা এক প্রশ্নহীন সময় পার করছে। এ প্রশ্ন হলো ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন, মানের প্রশ্ন। সাংবাদিকতায় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, প্রশ্ন করার সক্ষমতা ও সাহস। ক্ষমতার সঙ্গে সখ্যপ্রিয়তার কারণে মান প্রশ্ন আসছে না, বরং আসছে স্তুতি ও স্তুতির কোরাস।

সাংবাদিকতার জন্য প্রিসিশন সেন্স বা সূক্ষ্মবোধ থাকতে হয়। অল্পকথায় নির্ভুলভাবে মূল প্রশ্নটি বা ইস্যু উপস্থাপন করতে হয়। সাংবাদিকেরা প্রশ্ন করতে সময় বেশি ব্যয় করেন, অনেক ক্ষেত্রে প্রশ্ন গুলিয়ে ফেলেন, আগাম প্রস্তুতি থাকে না। ক্ষমতার কাছাকাছি গেলেই একশ্রেণির সাংবাদিকের মধ্যে বিগলিত ভাব চলে আসে। সাফাই গান। অথবা এমন প্রশ্ন করেন, যার ভেতর প্রত্যাশিত উত্তর থাকে। সাংবাদিকতার ধারণা যথেষ্ট পোক্ত না হলে ক্ষমতার তাপ সাংবাদিকদের নির্বিষ করবেই। অনেকে নির্বিষ হয়ে পড়ছেন।

প্রধানমন্ত্রীর প্রেস কনফারেন্স বা মতবিনিময় সভা বাংলাদেশের সাংবাদিকতার মান, নৈতিকতা ও ক্ষমতার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝার জন্য এক জুতসই উদাহরণ হয়ে উঠছে। এসব সভায় সেসব সাংবাদিক আমন্ত্রিত হন, তাঁরা সরকারের গুডবুকের সাংবাদিক বলে ধরে নেওয়া হয়। তাঁরা জটিল প্রশ্ন করেন না। তারপরও কিছু প্রশ্নে তির্যক মন্তব্য আসে, হাসাহাসি হয় ও তালি পড়ে।

সাংবাদিকদের মধ্যে এত ক্ষমতার ক্ষুধা আগে দেখা যায়নি। সাংবাদিকেরা যত ক্ষমতার কাছাকাছি যাচ্ছেন, তত চোরাবালিতে ঢুকে পড়ছেন, পথ হারাচ্ছেন। এটি হলো আচারসর্বস্ব সাংবাদিকতা বা আনুষ্ঠানিক সাংবাদিকতা। অন্যভাবে দেখলে, একে দৃষ্টি-আকর্ষণী সাংবাদিকতাও বলা যায়। প্রশ্নের চেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণের প্রচেষ্টাই এখানে প্রবল।

ক্ষমতার সঙ্গে অভিযোজনের এ প্রবণতা পেশাগত উৎকর্ষের জন্য নয়; বরং ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান বা গোষ্ঠীর স্বার্থে। কেবল রাষ্ট্রায়ত্ত গণমাধ্যম নয়, শাসকগোষ্ঠী খুব দক্ষতার সঙ্গে এক অনুগত বেসরকারি সংবাদমাধ্যম খাত গড়ে তুলেছে।

সাংবাদিকতার নীতি ও মান ধরে রাখাই আজ চ্যালেঞ্জ। মনজুরুল আহসান বুলবুল মন্তব্য করেছিলেন, দেশের সাংবাদিকতা হলো পুকুরে কুমির ছেড়ে সাঁতার কাটতে বলা। এমনকি নিবর্তনমূলক আইন, হুমকি, মামলা, হামলা দিয়ে তা সব সময় হয়, এমন নয়। অনেক সময় সরকার বা রাষ্ট্র সংবাদপ্রবাহ নিয়ন্ত্রণের ছাঁকনি সেট করে। ছাঁকনি মানে কতগুলো চাবিশব্দ, যা রাজনীতি, রাষ্ট্র ও জাতীয় আবেগের সঙ্গে যুক্ত। এসব ক্যাটাগরি শাসকগোষ্ঠীর রক্ষাকবচ হিসেবে কাজ করে। সংবাদ-ছাঁকনি সংবাদমাধ্যমের জন্য ভয়ের শাসন জারি করে, স্বাধীনতা সংকুচিত করে, সেলফ সেন্সরশিপের প্রবণতা বাড়িয়ে দেয়।

আমেরিকান তাত্ত্বিক এডওয়ার্ড এস হারম্যান ও নোয়াম চমস্কিও সংবাদ-ছাঁকনি নিয়ে গবেষণা করেছেন। তাঁদের ম্যানুফ্যাকচারিং কনসেন্ট: দ্য পলিটিক্যাল ইকোনমি অব ম্যাস মিডিয়া গ্রন্থে তা বিশেষভাবে উঠে এসেছে। জনগণের মতামত কীভাবে ভেঙেচুরে নিজেদের অনুকূলে আনতে হয়, সম্মতি উৎপাদন করতে হয়, সেই দীক্ষায়নের কৌশল এ গ্রন্থে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ দেশেও রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় আনুষ্ঠানিক-অনানুষ্ঠানিকভাবে সংবাদ-ছাঁকনি সেট করা হয়েছে। যেমন কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডকে ক্রিটিক্যালি বা ভিন্নভাবে দেখলে তকমা লাগানো হচ্ছে উন্নয়নবিরোধী হিসেবে। একজন দিনমজুরের উক্তিকে দেখা হচ্ছে স্বাধীনতাবিরোধী চেতনা হিসেবে। সরকারের সমালোচনাকে দেখা হচ্ছে রাষ্ট্রদ্রোহ হিসেবে।

এ ছাঁকনি ফসকে কোনো খবর বের হলে চোখরাঙানি শুরু হয়। সরকার হস্তক্ষেপ করে। রাষ্ট্রযন্ত্র দৌড়ে আসে। অনুগত সাংবাদিক ও রাজনৈতিক পক্ষকে সম্পৃক্ত করে। একটি ঘটনায় ভালোভাবে শাসানো গেলে তা বেশ কাজে লাগে। ছাঁকনীকরণ জনস্বার্থ-সংশ্লিষ্ট অনেক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন এড়িয়ে যেতে সহায়তা করছে। যাঁরা ক্ষমতার সঙ্গে থেকে সাংবাদিকতা করছেন, তাঁদের জন্য এটা সমস্যা নয়। তাঁদের জন্য সমস্যা, যাঁরা প্রশ্ন করতে চান, অনুসন্ধান করতে চান।

বাংলাদেশে দৈনিক কর্মসূচিভিত্তিক বা সচিবালয়কেন্দ্রিক সাংবাদিকতার রমরমা হাল এবং অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার পতনমুখিতার পেছনে এই ছাঁকনীকরণ প্রক্রিয়ার প্রভাব রয়েছে।

একটি দেশের সাংবাদিকতা কতটুকু উৎকর্ষ অর্জন করল, তার অন্যতম প্রধান মাপকাঠি হলো অনুসন্ধানী সাংবাদিকতার চালচিত্র। ছাঁকনীকরণ প্রক্রিয়া জারি থাকলে কেউ ঝুঁকি নিতে চান না, ঝামেলায় জড়াতে চান না।

বাংলাদেশের সাংবাদিকতায় রাজনৈতিক লেজুড়বৃত্তি প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। ক্ষমতাবানেরা যে ফাঁদ পেতেছেন, সাংবাদিকেরা তাতে ধরা দিচ্ছেন। সাংবাদিকতা এক নতুন ছদ্মাবরণ ধারণ করল। পদ-পদবি, সমিতি সবকিছু সাংবাদিকতার আদলে, কিন্তু এর মাধ্যমে রাজনৈতিক, ব্যবসায়িক বা গোষ্ঠীর স্বার্থ রক্ষা করা হচ্ছে।

এ নকল আবহ আপাতদৃষ্টে বৈধ বলে মনে হয়। কারণ, এর সঙ্গে যুক্ত আছেন সাংবাদিক, সম্পাদক ও অধ্যাপক! এসব পরিচয় কম গুরুত্বপূর্ণ নয়, মুখগুলোও অচেনা নয়। এরা মূলত শাসকশ্রেণির বয়ানের ব্যাপারী। নিজেদের বিশেষ অনুসন্ধান নেই, নেই বিশ্লেষণ। এ কারণে ক্ষমতাঘনিষ্ঠ সাংবাদিকতা হয়ে উঠছে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বৈধকরণের এক বিশেষ উপায়।

মূলধারার সংবাদমাধ্যম, যারা মান সাংবাদিকতার চেষ্টা করছে, এই চক্র তাদের বিরুদ্ধে কারণে-অকারণে উঠেপড়ে লাগছে। সাংবাদিকদের মধ্যে গোষ্ঠীপ্রিয়তার নতুন বিন্যাস দেখা যাচ্ছে। এ চক্র বিভ্রান্তিকর ও পক্ষপাতদুষ্ট অপ্রয়োজনীয় দীর্ঘ ভাষ্য, কণ্ঠের জোর, আবেগপ্রবণ কাঠামো, গ্ল্যামার ও হম্বিতম্বি প্রকাশ করছে ক্ষমতার কাছাকাছি থেকে।

এমবেডেড (অবরুদ্ধ) সাংবাদিকতা কেবল যুদ্ধক্ষেত্রে হয় না, জনতুষ্টিবাদী শাসনের ছায়ার নিচেও এমন সাংবাদিকতা হয়। মিডিয়াভিত্তিক বেসরকারি সংস্থা ম্যাসলাইন মিডিয়া সেন্টার কর্তৃক ২০০৪ সালে আয়োজিত মুক্ত গণমাধ্যম ?দিবসের আলোচনায় একজন প্রবীণ আলোচক জানতে চেয়েছিলেন এমবেডেড সাংবাদিকতার বাংলা কী করা যাবে।

দর্শকের গ্যালারি থেকে একজন হাত উঁচিয়ে বলেছিলেন, 'শয্যাশায়ী সাংবাদিকতা'। হলরুমজুড়ে হাসির রোল পড়েছিল। হালে এমবেডেড সাংবাদিকতার অনেক ধরন দেখা যাচ্ছে। এর মধ্যে রয়েছে উচ্চপদস্থদের সঙ্গে বিদেশ ও হজযাত্রা এবং প্রেস কনফারেন্সে জমকালো উপস্থিতি।

একটি রাষ্ট্র, যেখানে গণতন্ত্র ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ বিকশিত হয়নি, ন্যায্যতা, স্বচ্ছতা ও জবাবদিহির চর্চা সীমিত, সেখানে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা সংকুচিত হবে। এটি অস্বাভাবিক নয়। তবে সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কোনো অলীক ধারণা নয়।

সংবাদমাধ্যমের স্বাধীনতা কারও দয়ার ওপর নির্ভর করে না। সাংবাদিকতা মানুষকেন্দ্রিক একটি পেশা। যত দিন মানুষ আছে, তত দিন এ পেশার অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে। সাংবাদিকতার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সবার দায়িত্ব হলো পেশাটি পরিচ্ছন্ন রাখা, পরিশীলিত রাখা। স্বকীয় ধারায় এগিয়ে নেওয়া। ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে লেজুড়বৃত্তি বন্ধ করা।

সাংবাদিক ও নোবেলজয়ী লেখক গ্যাব্রিয়েল গার্সিয়া মার্কেস লিখেছেন, 'জার্নালিজম ইজ দ্য বেস্ট প্রফেশন ইন দ্য ওয়ার্লড।' এ শ্রেষ্ঠত্ব ধরে রাখতে পেশাদারি উৎকর্ষ নিশ্চিত করতেই হবে।

খান মোঃ রবিউল আলম : যোগাযোগ বিশেষজ্ঞ ও শিক্ষক

বাংলাদেশে নির্বিচারে মানুষ হত্যার প্রতিবাদ

ট্রাফালগার স্কয়ারে হাজার হাজার প্রবাসীর বিক্ষোভ

'আগ্রাসন ও বৈষম্য প্রতিরোধ আন্দোলন' এর আহবানে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে স্বৈরাচারী শেখ হাসিনা'র নির্দেশে আইন শৃঙ্খলাবাহিনী ও সরকার দলীয় নেতা-কর্মী কর্তৃক প্রায় পাঁচ শতাধিক নিরীহ শিক্ষার্থীদের নির্মম ও পৈশাচিকভাবে গণহত্যা ও কয়েক হাজার শিক্ষার্থীকে গুরুতর আহত, বিরোধী মতের নেতা-কর্মীদের নিপীড়ন, নির্যাতনের প্রতিবাদে লন্ডনের ঐতিহাসিক ট্রাফালগার স্কয়ারে এক বিক্ষোভ সমাবেশ ও র‍্যালি অনুষ্ঠিত হয়। পরে প্রায় ১০ হাজার সর্বস্তরের প্রবাসী বাংলাদেশীরা ওয়েস্ট লন্ডনের পুরো রাস্তা দিয়ে বিক্ষোভ মিছিলসহকারে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চত্বরে গিয়ে মিলিত হন।

বিক্ষোভ মিছিলটি পার্লামেন্ট চত্বরে গিয়ে পৌঁছালে ব্রিটিশ এমপি আইয়ুব খান বিক্ষোভকারীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে ব্রিটিশ পার্লামেন্টে উত্থাপিত একটি আর্লি ডে মোশন পড়ে শোনান।

আর্লি ডে মোশনে বলা হয়েছে যে, এই হাউস বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে বেআইনি বলপ্রয়োগ করে এ পর্যন্ত শত শত মানুষ হত্যা এবং প্রতিবাদ ও ভিন্নমতের অধিকারে প্রদর্শিত অসহিষ্ণুতার তীব্র নিন্দা করে। এছাড়াও এই হাউস আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদের প্রতিক্রিয়ায় সারাদেশে ইন্টারনেট প্রত্যাহারের নিন্দা জানায় এবং বাংলাদেশ সরকারকে ইন্টারনেট পুনরুদ্ধার করার জন্য, বিক্ষোভের উপর সহিংস দমন-পীড়ন বন্ধ করার এবং দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় মানবাধিকার আইনের অধীনে তাদের বাধ্যবাধকতা বজায় রাখার আহ্বান জানায়।

সমাবেশে বক্তারা বলেন, ১৯৭১ সালে মহান মুক্তিযুদ্ধে যুক্তরাজ্য প্রবাসীরা লন্ডনের ঐতিহাসিক ট্রাফালগার স্কয়ার থেকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে সর্বাত্মক সহযোগিতার ঘোষণা দিয়ে মুক্তিযুদ্ধকে ত্বরান্বিত করেছিলেন। আজ আবারো ফ্যাসিস্ট হাসিনার স্বৈরাচারী শাসন থেকে মুক্তির লক্ষ্যে প্রবাসীরা ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন। আন্দোলনকারীদের হত্যা ও বিরোধীমতের নেতা-কর্মীদের হত্যা, নির্যাতনের প্রতিবাদে প্রায় ১০ হাজার প্রবাসীর বিক্ষোভ মিছিলটি ওয়েস্ট লন্ডনের পুরো রাস্তা দিয়ে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট চত্বরে এসে সমাপ্ত হয়। বিভিন্ন রকম, ব্যানার, পেস্টুন, প্ল্যাকার্ড নিয়ে হাজার হাজার প্রতিবাদী কণ্ঠে কিলার হাসিনা, স্টেপ ডাউন, স্টেপ ডাউন স্লোগানে ওয়েস্ট লন্ডনের আকাশ প্রকম্পিত হয়ে উঠে। বিভিন্ন রাজনৈতিক সংগঠনের নেতা-কর্মীর পাশাপাশি বিলেতের মানবাধিকার, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতা-কর্মী এবং যুক্তরাজ্যের বিভিন্ন শহর থেকে প্রবাসীরা রং বেরংয়ের প্ল্যাকার্ড, গেঞ্জি, ক্যাপ নিয়ে বিক্ষোভ মিছিলে যোগদান করে অনতিবিলম্বে বাংলাদেশে গণহত্যার নির্দেশদাতা মাফিয়া সরকারের প্রধান শেখ হাসিনার পদত্যাগ দাবি করেন।

হাজার হাজার নেতা-কর্মীর বিশাল গণ-বিক্ষোভে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন, স্বনামধন্য সাংবাদিক শফিক রেহমান, বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব শিক্ষাবিদ ড. হাসনাত এম হোসাইন এমবিই, তালেয়া রেহমান, বিশিষ্ট রাজনীতিবিদ ও মানবাধিকার কর্মী মাহিদুর রহমান, ব্যারিস্টার এম এ সালাম, এম এ মালিক, কয়সর এম আহমদ, সাংবাদিক শামসুল আলম লিটন, সৈয়দ মঈন উদ্দিন, মোঃ ইকবাল হোসেন, ড. সাবের শাহ, আবুল কালাম আজাদ, মুজিবুর রহমান মুজিব, হাজী তৈমুছ আলী, আব্দুল হামিদ চৌধুরী, ভিপি মিজানুর রহমান, গোলাম রাব্বানী সোহেল, তাজুল ইসলাম, শহিদুল ইসলাম, আব্দুস সাত্তার, আতিকুর রহমান চৌধুরী পাপ্পু, আশরাফুল ইসলাম হীরা, আবেদ রাজা, আব্দুল মুকিত, পারভেজ মল্লিক, নসরুল্লাহ খান জোনায়েদ, সাংবাদিক মাহবুবা জেবিন, ব্যারিস্টার মওদুদ আহমদ খান, খসরুজ্জামান খসরু, মিসবাহুজ্জামান সোহেল, ড. মুজিবুর রহমান প্রমুখ। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

নেবট্রার নতুন কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত

নর্থ ইংল্যান্ড বাংলাদেশী টিভি রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (নেবট্রা) নতুন কার্যকরী কমিটির প্রথম সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩ জুলাই মঙ্গলবার ওলডহ্যামের দি গ্রিল রেস্টুরেন্টে এই সভা হয়।

নেবট্রা সভাপতি এম জি কিবরিয়ার সভাপতিত্বে এবং সাধারণ সম্পাদক মওদুদ আহমেদের পরিচালনায় সভায় পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত করেন প্রচার সম্পাদক খালেদ আহমেদ। বক্তব্য রাখেন উপদেষ্টা আফজাল রব্বানী ও জুনেদ আহমেদ, কোষাধ্যক্ষ দিলওয়ার হোসাইন শিবলী, সাংগঠনিক সম্পাদক শাহ মোবাশ্বির আলী, দপ্তর সম্পাদক আবুল হোসেন মামুন, সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক মিজানুর রহমান লিটু, সহ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্পাদক তখলিছ মিয়া এবং নির্বাহী সদস্য আলী নেওয়াজ, নাজিরুল ইসলাম খান, বশীর আহমদ প্রমুখ।

সভায় বক্তারা নেবট্রা কর্তৃক আগামী এক বছরে বাস্তবায়নের জন্য বিভিন্ন পরিকল্পনা প্রস্তাব করেন। পরে উপস্থিত সবার সম্মতিতে কয়েকটি পরিকল্পনা গৃহীত হয়। সভায় বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনে বিপুল সংখ্যক ছাত্র জনতা, সাংবাদিক ও পুলিশ নিহতের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করে নিহতদের আত্মার মাগফিরাত করা হয়। সভাপতির সমাপনী বক্তব্য ও নৈশভোজের মাধ্যমে সভার সমাপ্তি হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ZAMAN BROTHERS (CASH & CARRY)

SERVING THE COMMUNITY OVER 24 YEARS

কারি ক্যাপিটেল খ্যাত ব্রিকলেনে অবস্থিত আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে বাংলাদেশের যাবতীয় স্পাইস, লাউ, জালি, কুমড়া, ঝিংগা, শিম ও লতিসহ রকমারি তরি-তরকারী, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়। যে কোনো পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।

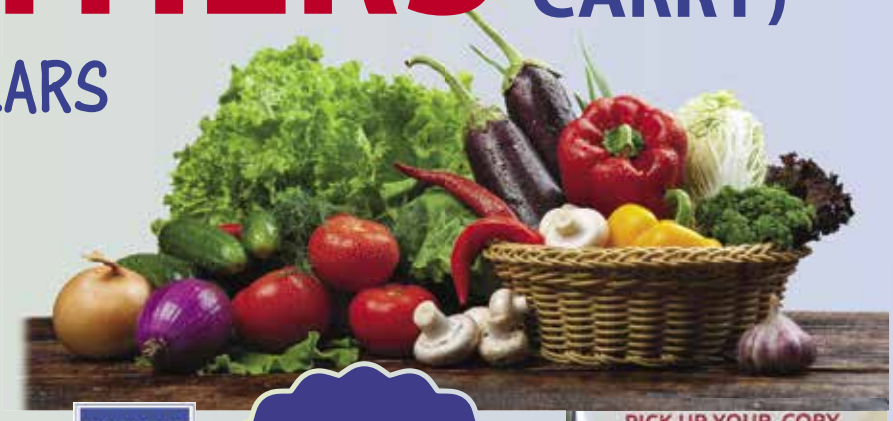

এখানে আক্বিকার অর্ডার নেয়া হয়

VISA Maestro MasterCard

WE ACCEPT ALL MAJOR CREDIT CARDS

Open 7 days: 9am-till late

17-19 Brick Lane
London E1 6PU
T: 020 7247 1009
M: 07983 760 908

17 ZAMAN BROTHERS 19 BRICK LANE FISH & MEAT BAZAAR

মুসলিম ভয়েসেস -এর প্রেস ব্রিফিং

টাওয়ার হ্যামলেটসে টমি রবিনসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহবান

উগ্র ডানপন্থী ইসলামবিরোধী ব্রিটিশ রাজনীতিক টমি রবিনসনকে টাওয়ার হ্যামলেটসে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়েছে। ২৪ জুলাই বুধবার সন্ধ্যায় হোয়াইটচ্যাপেলের একটি রেস্টুরেন্টে মুসলিম ভয়েসেস ও স্ট্যান্ড আপ-টু-রেইসিজম সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে

আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে তাকে অবাঞ্ছিত ঘোষণা করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন মুসলিম ভয়েসেস-এর কনভেনার মাহফুজ নাহিদ। এসময় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন টাওয়ার হ্যামলেটস স্ট্যান্ড আপ-টু রেসিজমের কনভেনার শিলা ম্যাকগ্রেগার, ইস্ট লন্ডন সেন্ট্রাল সিনাগগের রাবাই লিয়ন সিলভার, বর্ণবাদবিরোধী নেতা ওয়েম্যান বেনেট, গ্লিন রবিন্স, গ্রেটার সিলেট কাউন্সিলের কেন্দ্রীয় চেয়ারপারসন ব্যারিস্টার আতাউর রহমান, বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা কে এম আবু তাহের চৌধুরী, ইস্ট লন্ডন মসজিদের সাবেক নির্বাহী পরিচালক দেলওয়ার খান, কাউন্সিল অব মস্ক টাওয়ার হ্যামলেটসের সদস্য মোহাম্মদ প্রামানিক, কমিউনিটি নেতা মোহাম্মদ মোহিত, এম এ আজিজ, ইসলাম উদ্দিন, সামির আলী খান প্রমুখ।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, গত পয়লা জুন টমি রবিনসন ও তার সমর্থকেরা সেন্ট্রাল লন্ডনে যে পাঁচ হাজার সমর্থক নিয়ে মহড়া দিয়েছিল সেখানকার ব্যানারে লেখা ছিল 'দিস ইজ লন্ডন, নট লন্ডনিস্থান'। শুধুমাত্র সাদা ব্রিটিশদের উপস্থিতিতে ওই মহড়ায় ছিল ইমিগ্রান্ট ও মুসলিম বিরোধী নানা ধরনের অত্যন্ত আপত্তিকর স্লোগান। টমি রবিনসন এবং তার সমর্থকরা আবারও ইস্ট লন্ডন মসজিদ এলাকা এবং টাওয়ার হ্যামলেটস প্রদক্ষিণ করার পরিকল্পনা করছে। তারা যেকোনো সময় টাওয়ার হ্যামলেটসে হানা দিতে পারে।

আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসবাসী ঘৃণাভরে এই ফ্যাসিস্টদেরকে প্রত্যাখ্যান করি উল্লেখ করে বলা হয়, আপনাদের স্মরণ করিয়ে দিতে চাই যে বিগত ২০১৩ সালে এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিটি ইংলিশ ডিফেন্স লীগ নামে টাওয়ার হ্যামলেটসে এসেছিল। আমরা জাগ্রত টাওয়ার হ্যামলেটসবাসী এই প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিকে সফলভাবে প্রতিহত করেছিলাম। আমরা শান্তিপূর্ণ টাওয়ার হ্যামলেটসবাসী এই প্রতিক্রিয়াশীল ফ্যাসিস্টদেরকে টাওয়ার হ্যামলেটসে আর দেখতে চাই না। সম্প্রতি ইউরোপের একটি দেশে এই ফ্যাসিস্ট ইউরোপীয় দোসরদের নির্বাচনী জয়লাভে লন্ডনের টমি রবিনসগোষ্ঠী একই সুরে অ্যান্টি ইসলামিক, অ্যান্টি সেমেটিক, ইসলামোফোবিক ও হেট ক্রাইম ছড়ানোসহ নানা ধরনের অসামাজিক স্লোগান নিয়ে আমাদের শান্তিপূর্ণ কমিউনিটিতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে।

সংবাদ সম্মেলনে বলা হয়, আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসের সকল শান্তিপূর্ণ নাগরিকের কাছে উদ্বাত্ত আহ্বান জানাই-আসুন সবাই ঐক্যবদ্ধ হয়ে এই ফ্যাসিস্ট টমি রবিনসন ও তার সমর্থকদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলি। বজ্রকণ্ঠে আওয়াজ তুলি টমি রবিনসগোষ্ঠী টাওয়ার হ্যামলেটসে অবাঞ্ছিত। টাওয়ার হ্যামলেটসে তাদের কোনো স্থান নেই। সকল ফ্যাসিস্ট শক্তি টাওয়ার হ্যামলেটসে অবাঞ্ছিত।

বাংলাদেশে 'গণহত্যার' প্রতিবাদে লন্ডনে খেলাফত মজলিসের প্রতিবাদ সভা

সারাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলনকারী ছাত্রদের ওপর হামলা চালিয়ে পরিকল্পিত শিক্ষার্থী গণহত্যার প্রতিবাদে লন্ডনে প্রতিবাদ সভা করেছে বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস যুক্তরাজ্য শাখা।

গত ২০ জুলাই শনিবার পূর্ব লন্ডনে অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতিত্ব করেন সংগঠনের কেন্দ্রীয় নির্বাহী পরিষদ সদস্য ও যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি আলহাজ্ব মাওলানা আতাউর রহমান।

যুক্তরাজ্য শাখার সাধারণ সম্পাদক মুফতী ছালেহ আহমদের পরিচালনায় এতে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিসের কেন্দ্রীয় আন্তর্জাতিক বিষয়ক সম্পাদক শায়খ মাওলানা ফয়েজ আহমদ। অন্যান্যদের বক্তব্য রাখেন যুক্তরাজ্য শাখার সহ সভাপতি মাওলানা মুহাম্মদ শাহনূর মিয়া,সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা আজিজুর রহমান, প্রশিক্ষণ সম্পাদক মুফতী সালাতুর রহমান মাহবুব,নির্বাহী সদস্য মাওলানা মুহিউদ্দীন খান, লন্ডন মহানগর শাখার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক হাফিজ মাওলানা লিয়াকত হোসাইন, বায়তুলমাল সম্পাদক হাফিজ শরিফ আহমদ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক আলহাজ্ব মুহাম্মদ শাহজাহান সিরাজ প্রমুখ।

প্রতিবাদ সভায় নেতৃবৃন্দ বলেন,কোটা সংস্কারের দাবি ছাত্রদের অত্যন্ত ন্যায়সঙ্গত একটি দাবি। কোটার নামে মেধাবী শিক্ষার্থীদের বঞ্চিত করা জুলুম। যৌক্তিক দাবীতে সারা দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের ওপর হামলা চালিয়ে তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে।এ গণহত্যা সরকারের পরিকল্পিত। যৌক্তিক দাবীতে আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর চালানো এই গণহত্যা মানবতা বিরোধী অপরাধ।শিক্ষার্থীদের রক্তে রক্তাক্ত হয়েছে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পবিত্র অঙ্গন। এমনকি হাসপাতালে ঢুকেও আহতদের ওপর হামলা করা হয়েছে। যা জাতি হিসেবে আমাদের সকলের জন্য অত্যন্ত লজ্জাজনক। নেতৃবৃন্দ বলেন এই হত্যা ও নির্যাতন আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনেরও চরম লঙ্ঘন। সকল জুলুম নির্যাতনের বিরুদ্ধে আমাদের সবাই কে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আন্দোলন গড়ে তোলার বিকল্প নেই। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

feast & Mishti
Restaurant & Sweetmeat
ফিস্ট : হোয়াইটচ্যাপেল মার্কেট
যত খুশি তত খান
বাফেট
£15.99
৩০+ আইটেম
Under 7's £7.99
৬০ ও ৩৫ জনের ২টি প্রাইভেট রুমসহ ২০০ সিট
For Party Booking: 020 7377 6112
245-247, Whitechapel Road, London E1 1DB

Community Development Initiative
আপনার সংগঠন অথবা মসজিদ কি চ্যারিটি রেজিস্ট্রি করতে চান?
Would you like to register your organisation or Masjid as a charity.
We can help you with charity registration and other charity related services.
- Charity Registration
- Developing Constitutions
- Charity Administration
- Gift Aid
- Trainings
- And much more!
- Bank account opening
- Submitting Annual Return
- Project Management
- Just Giving Campaign
- Policy Development
Contact: Community development initiative
Arif Ahmad, Mobile: 07462 069 736
E: kdp@tilcangroup.com, W: www.ukcdi.com
WD: 27/08C

বাংলা টাউন
ক্যাশ এন্ড ক্যারি
বিলেতে বাঙালি কমিউনিটির পরিচায়ক

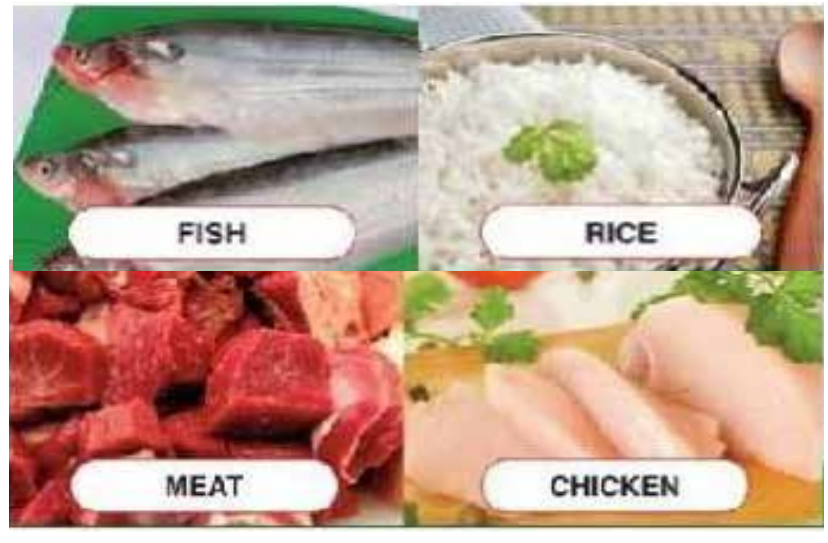

রয়েছে ফ্রি কার পার্কিং সুবিআ
Tel: 020 7377 1770
Open: Mon-Sun: 8am-9.30pm
67-69 Hanbury Street, Brick Lane, London E1 5JP

ধূমপান নিরোধক সার্ভিসেস দেখতে টাওয়ার হ্যামলেটস পরিদর্শনে মন্ত্রী

নবনিযুক্ত জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী, অ্যান্ড্রু গুয়েন, গত ১১ জুলাই বৃহস্পতিবার টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের ধূমপান নিরোধক পরিষেবা, 'কুইট রাইট টাওয়ার হ্যামলেটস' এর কার্যক্রম দেখতে তার প্রথম অফিসিয়াল সফর করেন।

মন্ত্রীর এই সফরের মধ্য দিয়ে নতুন সরকারের ধূমপানমুক্ত ২০৩০-র লক্ষ্য অর্জনের জন্য কমিউনিটির ধূমপান বন্ধ করার সার্ভিসের গুরুত্ব তুলে ধরে।

যারা ধূমপান নিরোধক সার্ভিসেস এর সহযোগিতা নিয়ে সফলভাবে ধূমপান পরিত্যাগ করতে যারা সক্ষম হয়েছেন, টাওয়ার হ্যামলেটসের সেই সকল বাসিন্দাদের সাথেও কথা বলেন জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী অ্যান্ড্রু গুইন।

তিনি 'কুইট রাইট টাওয়ার হ্যামলেটস' এর কর্মীদের সাথে তাদের কাজ সম্পর্কে কথা বলেন এবং ব্যক্তিগত পরামর্শ পর্যবেক্ষণ করেন।

মন্ত্রীর পরিদর্শনটি কাউন্সিলের জনস্বাস্থ্য দলকে বৃহত্তর জনস্বাস্থ্য উদ্যোগের পাশাপাশি ধূমপান বন্ধে বরার কাজের একটি ওভারভিউ প্রদান করার সুযোগও দিয়েছে।

টাওয়ার হ্যামলেটসকে এই পরিদর্শনের জন্য বেছে নেওয়া হয়েছিল কারণ এটি ধারাবাহিকভাবে ধূমপান বন্ধ করার জন্য ইতিবাচক ফলাফল অর্জন করে আসছে।

টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিলের হেলথ, ওয়েলবিয়িং এন্ড সোশ্যাল কেয়ার বিষয়ক কেবিনেট সদস্য, কাউন্সিলর গোলাম কিবরিয়া চৌধুরী বলেছেন, "মন্ত্রী হিসেবে জনস্বাস্থ্য মন্ত্রী তার ভূমিকায় প্রথম সফর হিসেবে কুইট রাইট টাওয়ার হ্যামলেটস বেছে নেয়ায় আমরা সম্মানিত বোধ করছি। তাঁর এই পরিদর্শন আমাদের কাজের গুরুত্ব এবং আমাদের কমিউনিটিতে আমাদের কাজের প্রভাবের একটি প্রমাণ।"

তিনি বলেন, "ধূমপান ত্যাগ করা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গুলোর মধ্যে একটি যা কেবল তাদের নিজের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে না, তবে তাদের আশেপাশের লোকদের স্বাস্থ্যের উন্নতি করতে পারে। আমরা দেখেছি গত ছয় বছরে ধূমপানের মাত্রা তীব্রভাবে কমে গেছে, এবং আমরা টাওয়ার হ্যামলেটসচ্চএ যে কেউ ধূমপান ছাড়তে চায় তাদের সাহায্যের প্রস্তাব চালিয়ে যেতে চাই। আমরা আরও সহযোগিতা করার জন্য যেকোন সুযোগের অপেক্ষায় আছি যাতে আমরা আমাদের পরিষেবাগুলিকে উন্নত করতে পারি এবং আরও বেশি লোককে ভালোর জন্য ধূমপান বন্ধ করতে সহায়তা করতে পারি।"

সরকারের জনস্বাস্থ্য ও প্রতিরোধ মন্ত্রী, অ্যান্ড্রু গুয়েন, এমপি বলেছেন, "আমরা শুধুমাত্র জীবন বাঁচাতেই নয়, একটি স্বাস্থ্যকর সমাজ গড়তে সাহায্য করার জন্য একটি ধূমপানমুক্ত দেশ তৈরি করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই আমি সঠিকভাবে ধূমপান ত্যাগ করার পরিষেবার কিছু দুর্দান্ত কর্মীদের সাথে দেখা করে আনন্দিত হয়েছি যারা ধূমপান পরিত্যাগে ইচ্ছুকদের সহায়তা করছে।"

মন্ত্রী বলেন, "একটি স্বাস্থ্যকর অর্থনীতি তৈরি করা এবং এই ধরনের পরিষেবাগুলির মাধ্যমে এনএইচএস এর উপর চাপ কমিয়ে আমাদের ওয়েটিং লিস্টকে কমিয়ে আনতে আমাদের প্রতিশ্রুতি পূরণ করতে সহায়তা করবে।"

ধূমপায়ীরা যদি 'কুইট রাইট টাওয়ার হ্যামলেটস্' এর মত একটি সার্ভিস ব্যবহার করেন তাহলে তাদের ধুমপানের অভ্যাস পরিত্যাগের সম্ভাবনা থাকে চারগুণ বেশি। স্টেপনি গ্রীন-এ অবস্থিত এই সার্ভিসেস, প্যাচ, চুইংগাম, বা ই-সিগারেট সহ, সেইসাথে ওয়ান-টু-ওয়ান সমর্থন সহ বাসিন্দাদের ধুমপান পরিত্যাগ করার জন্য প্রমাণ-ভিত্তিক সহায়তা প্রদান করে।

গত আর্থিক বছরে, সার্ভিসটি টাওয়ার হ্যামলেটসে ১,৫০০ জনেরও বেশি লোককে ধূমপান ত্যাগ করতে সহায়তা করেছিল। কাউন্সিলের ধূমপান বন্ধ করার সহায়তা পরিষেবা সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য টাওয়ার হ্যামলেটসের ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

আল-কুরআন একাডেমির প্রস্তুতিসভা অনুষ্ঠিত

লন্ডনে ইসলামিক বই মেলা ২১, ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর

আল-কুরআন একাডেমি লন্ডনের উদ্যাগে গত ২৬ জুলাই শুক্রবার ১১তম ইসলামী বই মেলার এক প্রস্তুতি ও পরামর্শ সভা পূর্ব লন্ডনে সংগঠনের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত হয়েছে।

সংগঠনের চেয়ারম্যান ডঃ হাফেজ মুনির উদ্দিনের সভাপতিত্বে এবং জুম্মাবার পত্রিকার সম্পাদক এম এ মামুনের পরিচালনায় অনুষ্ঠিত পরামর্শ সভায় আগামী ২১, ২২ ও ২৩ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিতব্য বই মেলাকে সফল করতে বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা ও পরামর্শ গ্রহণ করা হয়।

পরামর্শ সভায় উপস্থিত ছিলেন, সময় পত্রিকার সম্পাদক সাংবাদিক সাঈদ চৌধুরী, বিশিষ্ট ব্যবসায়ী কাজী শাহীন, লেখক মোহাম্মদ আব্দুল লতিফ, রেনেসাঁ সাহিত্য মজলিশ ইউকের সাধারণ সম্পাদক কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, আল-কুরআন একাডেমি সংস্থার ম্যানেজার ইকবাল আহমদ, কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব আব্দুল হামিদ প্রমুখ।

এবারও বই মেলায় ছোট বড় সবার জন্য থাকছে বিভিন্ন আকর্ষণীয় প্রোগ্রামের সম্ভার। প্রতি বছরের মত এবার ও পেন্সিল ম্যাগাজিন প্রকাশিত হবে। বই মেলায় স্টল দিতে এবং ম্যাগাজিনে বিজ্ঞান দিতে আগ্রহীরা এম এ মামুন ০৭৪০৪ ১৫২ ৩০০ নাম্বারে যোগাযোগ করতে পারবেন। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

কুশিয়ারা ক্যাশ এণ্ড ক্যারি
Tel: 020 7790 1123
কমিউনিটির সেবায় ২৫ বছর
পূর্ব লন্ডনে বাংলাদেশী কমিউনিটির প্রাণকেন্দ্র কমার্শিয়াল রোডে আমাদের ক্যাশ এন্ড ক্যারিতে রকমারি তরি-তারকারি, তরতাজা মাছ, হালাল মাংস ও মোরগ পাওয়া যায়।
যেকোনা ধরনের পণ্য অত্যন্ত সুলভ মুল্যে পাইকারি ও খুচরা কিনতে পারেন।
313-317 Commercial Road, London E1 2PS
WD: 27/08C

KOWAJ JEWELLERS
310 Bethnal Green Rd, London E2 0AG
Tel: 020 7729 2277 Mob: 07463 942 002
গহনার জগতে অত্যন্ত সুপরিচিত সুপ্রতিষ্ঠিত ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের নাম হচ্ছে খোঁয়াজ জুয়েলার্স। অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সাথে বাংলাদেশী স্বর্ণসহ সবধরণের স্বর্ণের মূল্যায়ন করা হয় ইনশাল্লাহ।

Mohammad Kowaj Ali Khan
Owner of Kowaj Jewellers
পাত্র এবং পাত্রীর সন্ধ্যান দেওয়া হয়
তাছাড়া, স্বাস্থ্য বিষয়ক উপদেশও দেওয়া হয়।

Fast Removal

■ House, Flat & Office Removals ■ Surprisingly affordable prices ■ Fast, reliable and efficient service ■ Short-term notice bookings ■ Packing materials available.
For instant Online Quote visit www.fastremoval.com
Mob: 07957 191 134

অল সিজন ফুডস
(নির্ভরযোগ্য ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট কোম্পানী)
حلال
আপনার যেকোনো অনুষ্ঠানের খাবার সরবরাহের দায়িত্ব আমাদের উপর ছেড়ে দিয়ে নিশ্চিত থাকুন।
দীর্ঘ এক যুগেরও বেশি সময় যাবত আপনাদের সেবায় নিয়োজিত।
ALL SEASON FOODS
WEDDING PLANNER
SCHOOL MEAL CATERER
SANDWICH SUPPLIER
88 Mile End Road, London E1 4UN
Phone : 020 7423 9366
www.allseasonfoods.com

অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক টিচার্স ইউকের শিক্ষা সফর

অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক টিচার্স ইউকের উদ্যোগে আলেম উলামা ও সুধীজনের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে ইংল্যান্ডের ড্রিমল্যান্ড মার্গেট সফর গত ২৪ জুলাই বুধবার সম্পন্ন হয়েছে।

অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক টিচার্স ইউকের সদ্য নির্বাচিত সভাপতি মাওলানা সালেহ আহমদ ভূঁইয়া, সেক্রেটারি মাওলানা আবদুল খালেক শাহেদ, ও ট্রেজারার শেখ মনোয়ার হোসেনের নেতৃত্বে দুটি বড় কোচ যোগে উক্ত আনন্দ ভ্রমণের আয়োজন করা হয়।

এ শিক্ষা সফর ও আনন্দ ভ্রমণে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ইষ্ট লন্ডন মসজিদের ইমাম ও খতীব মাওলানা আবুল হুসাইন খান, বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব মাওলানা মুফতি আব্দুল মুত্তাকিম, অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক টিচার্স ইউকের সাবেক সভাপতি মাওলানা হেলাল উদ্দীন আহমদ ও মাওলানা হাফেজ আব্দুল করীম মামরখানী।

আনন্দ ভ্রমণটি সর্বস্তরের ওলামায়ে কেরাম, ইমাম সাহেবান ও মুআল্লিমগণের অংশগ্রহণে রীতিমতো মিলন মেলায় পরিণত হয়েছে। অনেকে ফ্যামেলি সংঙ্গে নিয়ে আসায় পরিবারের সদস্যদের জন্য ও সফরটি আরো বেশি উপভোগ্য হয়ে ওঠে। সফর চলাকালীন সময়ে গাড়িতে বসে উপস্থিতির উদ্দেশ্যে দারসুল কোরআন পেশ করেন বিশিষ্ট আলেম ইমাম আবুল হুসাইন খান ও বিশিষ্ট মিডিয়া ভাষ্যকার মুফতি আব্দুল মুত্তাকিম। নসীহা মূলক গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা পেশ করেন মাওলানা আব্দুল করীম মামরখানী, মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ ও মাওলানা হেলাল উদ্দীন আহমদ।

গাড়িতে সুললিত কণ্ঠে নাশীদ, না'ত ও ইসলামী সংগীত উপস্থাপন করেন মুফতি আব্দুল মুত্তাকিম,মাওলানা গোলাম আম্বিয়া, হাফিজ মাওলানা সালেহ আহমদ ও মুখতার আহমদ মীযান। শেখ মনোয়ার হোসেন সাহেবের সুন্দর উপস্থাপনা ছিল অত্যন্ত আকর্ষণীয়।

ভ্রমণ থেকে ফেরত আসার সময় সকলের পরিচিতি পর্ব থাকায় একে অপরের সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির সুযোগ তৈরি হয়। এ সময় সবাই ব্যবস্থাপকদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতাও প্রকাশ করেন।

আনন্দ ভ্রমণের অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে আরো যারা সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, তাঁদের মধ্যে এসোসিয়েশন অব ইসলামিক টিচার্স ইউকের সহ-সভাপতি হাফিজ হোসাইন আহমদ বিশ্বনাথী, সহ-সভাপতি মাওলানা ফজলুর রহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সৈয়দ নাঈম আহমদ,সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা আবু সুফিয়ান,প্রচার সম্পাদক মাওলানা দেলোয়ার হুসাইন,সহ প্রচার সম্পাদক মাওলানা সুহেল আহমদ,সহ অফিস সম্পাদক হাফিজ মাওলানা কামরুজ্জামান,ইসি মেম্বার হাফিজ সালেহ আহমদ।

আগামীতে অ্যাসোসিয়েশন অব ইসলামিক টিচার্স ইউকের পক্ষ থেকে আরো গঠনমূলক, শিক্ষণীয় ও আনন্দদায়ক ভ্রমণ ও প্রোগ্রাম আয়োজনের দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

দারুল উম্মাহ মসজিদে আব্দুল হক হাবিব স্মরণে সভা ও দোওয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত

চ্যারিটি সংস্থা ইকরা ইন্টারন্যাশনালের সাবেক চেয়ারম্যান ও লন্ডন ট্রেণিং সেন্টারের ম্যানেজিং ডাইরেক্টর আব্দুল হক হাবিবের ইন্তেকালে দারুল উম্মাহ মসজিদে স্মরণ সভা ও দোওয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গত ২৪ জুলাই বুধবার দাওয়াতুল ইসলাম ইয়ুথ গ্রুপের উদ্যোগে আয়োজিত অনুষ্ঠানে আব্দুল হক হাবিবের জীবন ও কর্মের ওপর স্মৃতিচারণ করেন আন্তর্জাতিক চ্যারিটি সংস্থা ইকরা ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান, ইকরা প্রতিবন্ধী শিশু হাসপাতালের এমডি, সিলেট প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদক মুকতাবিস-উন-নুর, দাওয়াতুল ইসলাম ইউকে এন্ড আয়ারের সাবেক আমির শায়েখ মাওলানা হাফিজ আবু সাঈদ, বাংলাদেশ জার্নালিস্ট এসোসিয়েশন ইউকের সভাপতি বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা কে এম আবুতাহের চৌধুরী, দারুল উম্মাহ মসজিদের চেয়ারম্যান ব্যারিস্টার আহমদ এ মালিক, দাওয়াতুল ইসলামের সহ-সভাপতি হাসান মুয়ীন উদ্দিন, দাওয়াতুল ইসলামের সাবেক সেক্রেটারি সাব্বির আহমদ কাওসার, বায়তুল আমান মসজিদের খতিব মাওলানা আব্দুল মালিক, সাপ্তাহিক দেশ সম্পাদক ও লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ, দাওয়াতুল ইসলামের ভাইস প্রেসিডেন্ট আরমান আলী, দাওয়াতুল ইসলামের সাবেক ইয়থ সেক্রেটারি ব্যারিস্টার আবদুল্লাহ রফিকুল ইসলাম, ইকরার ইন্টারন্যাশনালের সেক্রেটারি মাওলানা শাহ রেদওয়ানুর রহমান ও মরহুমের বড় ভাই মুজিবুর রহমান।

ব্যারিস্টার আকসার হোসেনের পরিচালনায় অনুষ্ঠানে পবিত্র কুরআন তেলাওয়াত করেন দারুল উম্মাহ মসজিদের খতিব মাওলানা কাজী আশিকুর রহমান । সভায় সংগঠক রফিকুল হকের একটি লেখা পড়ে শোনানো হয়। অনুষ্ঠানে আরো উপস্থিত ছিলেন লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক নজরুল ইসলাম বাসন, ইকরার সাবেক সেক্রেটারি ও ট্রাস্টি সাংবাদিক বদরুজ্জামান বাবুল, ইকরার ট্রাস্টি, লেখক ও সংগঠক আব্দুল লতিফ, সাংবাদিক সাদিকুল আমিন-সহ কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ এবং মরহুমের ছেলে-মেয়ে ও আত্মীয় স্বজন।

সভায় উপস্থিত সকলে মরহুম আব্দুল হক হাবিবের জীবনের মহৎ কর্মসমূহ তুলে ধরে বলেন, তিনি একজন বিনয়ী ও সদালাপী এবং সমাজসেবায় নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। চ্যারিটি সংস্থা ইকরা ইন্টারন্যাশনালের চেয়ারম্যান হিসেবে দীর্ঘদিন কাজ করেছেন।

বিশ্বনাথ উপজেলার দশঘর ইউনিয়নের শাহবাজপুর গ্রাম নিবাসী লন্ডন প্রবাসী আব্দুল হক হাবিব ব্রিকলেন মসজিদের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাফেজ আব্দুল মান্নান রাহিমাহুল্লার পুত্র। তিনি শাহবাজপুর উইমেন এডুকেশন ট্রাস্ট, বিশ্বনাথ প্রবাসী এডুকেশন ট্রাস্ট, দশঘর ইউনিয়ন প্রগতি ট্রাস্ট-সহ বিভিন্ন সেবামূলক সংগঠনের সাথে জড়িত ছিলেন। শনিবার (২০ জুলাই ২০২৪) মহান মাবুদের ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেছেন আব্দুল হক হাবিব। সভায় মরহুমের রুহের মাগফিরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

লোন, ক্রেডিট কার্ড চান?
'E3 DEBT MANAGEMENT'
■ STUDENT LOAN/BIG LIMIT CREDIT CARDS পেতে আমাদের সাহায্য নিন
■ CREDIT SCORE IMPROVES/HIGH করতে আমাদের সাহায্য নিন
■ ক্রেডিট কার্ড বিল / লোন পরিশোধ করতে পারছেন না? INTEREST FREEZE +আপনার টোটাল ঋণের UP TO 75% মাফ করে ৬০ মাসে AFFORDABLE MONTHLY পেমেন্ট এ ঋণ মুক্ত হতে পারেন।
Whattsapp only :MON-SAT:10 am-8pm (Please do not call from withheld number)
Mr Ali:07354483336 (Whattsapp message only) Tel:02081230430
Fax:02078060776 Email:debtsolutions@hotmail.co.uk
Suite10, 219 Bow Road London E3 2SJ
www.sites.Google.com/site/E3DEBTMANAGEMENT

Why visit a branch to Send money to Bangladesh?
Get registered & Send money online from anywhere within the UK
SAVE Time & Travel Cost Enjoy better rate
www.baexchange.co.uk
Contact us : 0203 005 4845 - 6
B A Exchange Company (UK) Ltd.
(Fully owned by Bank Asia Ltd, Bangladesh)
131 Whitechapel Road, (First Floor) London E1 1DT

Tareq Chowdhury
Principal
Kingdom Solicitors
Commissioner for OATHS
ইমিগ্রেশন ও ফ্যামেলী বিষয়ে যে কোন আইনগত পরামর্শের জন্য যোগাযোগ করুন
Mobile: 07961 960 650
Phone : 020 7650 7970
102 Cranbrook Road, Wellesley House, 2nd Floor, Ilford, IG1 4NH
www.kingdomsolicitors.com

MQ HASSAN SOLICITORS
& COMMISSIONERS FOR OATHS
helping people through the law

Practicing Areas of law:
* Immigration
* Asylum
* Divorce
* Adult dependent visa
* Human Rights under Medical grounds
* Lease matter - from £700 +
* Sponsorship License (No win no fees)
* Islamic Will
* Will & Probate
* Visitor Visa
*Competitive fees
*Excellent service
MQ Hassan Solicitors is managed and supervised by renowned and experienced Barrister & Solicitor MQ Hassan. He has been practicing Law for 30 years and possesses excellent communication skills and maintains excellent working relationships.
37 New Road, Ground Floor
Whitechapel, London E1 1HE
Tel-020 7426 0858
Mob: 07495 488 514 (Appointment only)
E: info@mqhassansolicitors.co.uk

ইস্টহ্যান্ডস-এর ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্টে আর্ত মানবতার কল্যাণে অর্থ সংগ্রহ

মানবতার কল্যাণে, বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশু কিশোরদের জন্য বিশেষ করে যারা অন্ধ, বোবা, কানে শুনে না, তাদের কল্যাণে অর্থ সংগ্রহর লক্ষ্যে বিলেতের স্বনামধন্য চ্যারেটি সংস্থা ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির ৩য় ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট গত ২১ জুলাই রবিবার রেডব্রিজ স্পোর্টস সেন্টারে অনুষ্ঠিত হতে হয়েছে। লন্ডন ছাড়াও বৃটেনের বিভিন্ন শহর থেকে প্রায় ২২০ জন খেলোয়াড় এই খেলায় অংশ গ্রহণ করেন ।

বিলেতের ইতিহাসে অন্যতম এই

বৃহত্তর টুর্নামেন্ট সকাল সাড়ে ১১টায় অনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয়। ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির চেয়ারম্যান বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও সমাজসেবক সাংবাদিক নবাব উদ্দিন টুর্নামেন্ট উদ্বোধন করেন । তিনি বলেন বিশ্বব্যাপী আর্ত মানবতার সেবা ও ব্রিটেনের লোকাল কমিউনিটি ডেভেলপমেন্টের উদ্দেশ্যে ২০২০ সালে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি যাত্রা শুরু করে । সবার সহযোগিতায় অল্পদিনের ব্যবধানে ইতিমধ্যে অনেকগুলো প্রজেক্ট বাস্তবায়ন করা সম্ভব হয়েছে ।আগামিতে সিলেটে একটি মালটিপারপাস সেন্টার তৈরির লক্ষ্যে বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে, তার মধ্যে অন্যতম একটি আজকের ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট। এই টুর্নামেন্টের মাধ্যমে অর্থ সংগ্রহ করা হবে । কমিউনিটির সর্বস্তরের মানুষের সহযোগিতায় স্পেশাল নিডস বাচ্চাদের জন্য ইতোমধ্যে বাংলাদেশে বড় পরিসরে একটি স্থায়ী প্রকল্প হাতে নেয়া হয়েছে, তা বাস্তবায়নে সবার আর্থিক সহযোগিতার প্রয়োজন।

এই প্রজেক্টের সামনে থেকে নেতৃত্ব দিচ্ছেন বিলেতের সবার পরিচিত মুখ সাংবাদিক ও ক্রীড়া পৃষ্ঠপোষক মো: আব্দুল মুনিম জাহেদী ক্যারল ও বিশিষ্ট ব্যবসায়ী ও ক্রীড়ামোদী মাহিদ চৌধুরী, বাবলুল হক, আ স ম মাসুম ও সাবেক কাউন্সিলর আতাউর রহমান। তাদের নেতৃত্বেই ব্যাডমিন্টন প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সংগৃহীত অর্থ বাংলাদেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশু কিশোরদের জন্য বিশেষ করে যারাঅন্ধ, বোবা, কানে শুনে না তাদের কল্যাণে এই অর্থ এই প্রকল্পে ব্যয় করা হবে।

যারা ইষ্টহ্যান্ডস ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট বিজয়ী হয়েছেন তারা হলেন- ক্যাটাগরি এ : শামীম ও উইলিয়াম, রানার-আপ: জুয়েল ও আবিদ এবং তৃতীয় স্থান: মাকবুল ও ওলি। ক্যাটাগরি সি : রিবু ও রিয়াদ। রানার-আপ: জুবায়ের ও আলিম এবং তৃতীয় স্থান: আল-আমিন ও জেইন

ক্যাটাগরি ডি : আলি ও সুমন, রানার-আপ: ইমতিয়াজ ও ইলিয়াস এবং তৃতীয় স্থান: মুকিত ও রাহাত বিশেষ ক্যাটাগরি-উইনার: এহিয়া ও নুমান, রানার-আপ: জামাল খান ও বেলাল এবং তৃতীয় স্থান: বাবলুল হক ও মো. জাহেদি ক্যারল।

বিজয়ীদের হাতে ট্রফি ও নগদ অর্থ তুলে দেন অতিথিবৃন্দ। অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সামি সানাউল্লাহ, সিইও ট্রাভেলিঙ্ক ওয়ার্লডয়াইড, তোফাজ্জল মিয়া, এন্টারপ্রোনার এবং ডিরেক্টর অব কারপ্ল্যানেট, এম এ মুনিম সালিক, শেফ অনলাইন, কাউন্সিলর হারুন, সাবেক মেয়র ও কাউন্সিলর জুৎসনা ইসলাম, মো. দেলোয়ার হুসেন, জেনারেল সেক্রেটারি, বাংলাদেশ সেন্টার, মুনিম জাহেদী ক্যারল, ব্যাডমিন্টন টুর্নামেন্ট ইনচার্জ সাবেক কাউন্সিলর আতাউর রহমান, ব্যাডমিন্টন কো-অর্ডিনেটর ফখরুল ইসলাম, লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবের ট্রেজারার সালেহ আহমদ, সাংবাদিক বিশ্বজিৎ, ফুটবল কো-অর্ডিনেটর সাংবাদিক আহাদ চৌধুরি বাবু, নাছির উদ্দীন, টুর্নামেন্ট ইনচার্জ মাহিদ চৌধুরী সিনিয়র ব্যাডমিন্টন কো-অর্ডিনেটর ফকরুল ইসলাম, ব্যাডমিন্টন কো-অর্ডিনেটর হাবিব রহমান। স্বেচ্ছাসেবক জামাল খান, মো. ইমন, শামসুল হক এহিয়া, ব্যাডমিন্টন কোচ সুহান খান, মো. নাসির, স্বেচ্ছাসেবক ও ফটোগ্রাফার নাহিদ জাইগিরদার, আব্দুস শাহিদ মহসিন, গোলাম মোহাম্মদ কিনু, জুনিয়র কিনু প্রমুখ।

উল্লেখ্য, ২০২০ সালে আর্ত মানবতার সেবায় ও মানবতার কল্যাণে বিশ্বব্যাপী কাজ করার লক্ষে ইস্টহ্যান্ডস চ্যারিটি সংস্থা যাত্রা শুরু করেছে । এই চ্যারিটির যাত্রা শুরুর পরই বিশ্বব্যাপী করোনা মহামারী ছড়িয়ে পড়ে । ইস্টহ্যান্ডস এই বৈশ্বিক সমস্যার মধ্যেও তাদের কার্যক্রম চালিয়েছে ইমামুল ইসলাম, বিশ্ববিদ্যালয় লেকচারার, আলি মো. জাকারিয়া, চেয়ারম্যান, গ্র্যান্ড সিলেট হোটেল, এম এ রহিম, ব্যাংক অব এশিয়া আব্দুর রহমান, মো. আখতার মো. বদরুজ্জামান, ড. রুহাব উদ্দিন প্রমুখ।

আয়োজকদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ ও সমাজসেবক, ইস্টহ্যান্ডস ইন্টারন্যাশনাল চ্যারিটির চেয়ারম্যান সাংবাদিক নবাব উদ্দিন, সিইও আ স ম মাসুম, ট্রাস্টি ও উপদেষ্টা বাবলুল হক, ট্রাস্টি ও উপদেষ্টা সাংবাদিক মো: আব্দুল

পোর্টসমাউথ বাংলা মেলায় দর্শনার্থীদের মিলন মেলা

পোর্টসমাউথ বাংলাদেশ ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের আয়োজনে অনুষ্ঠিত হলো বাংলা মেলা ২০২৪। গত ১৪ জুলাই বেলা ২টায় শুরু হয়ে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত মেলায় লন্ডন, বার্মিংহাম, ব্রাইটন, সাউথহ্যাম্পটন, গিলফোর্ড, সারে, কেন্ট, সাসেক্সসহ বিভিন্ন শহর থেকে বিপুল সংখ্যক বাঙালি নারী পুরুষ ও ছেলেমেয়েরা আনন্দে মেতে উঠেন। মেলায় ছিলো অনেক ফুড স্টল, বাচ্চাদের রাইডস ও অন্যান্য উপভোগ্যসামগ্রী।

বিশিষ্ট মিডিয়া ব্যক্তিত্ব স্পেকট্রাম বাংলা রেডিও ও অনলাইন টিভির পরিচালক মিছবাহ জামাল ও উপস্থাপিকা কান্তা রেজার সাবলীল উপস্থাপনায় শুরুতে সবাইকে স্বাগত জানান অ্যাসোসিয়েশনের প্রেসিডেন্ট সালিকুর রহমান। বক্তব্য রাখেন সিটি কাউন্সিল লিডার মিস্টার স্টিভ ও স্থানীয় এমপি, কাউন্সিলার, কমিউনিটি নেতৃবৃন্দ।

জেনারেল সেক্রেটারি আমির আহমেদ মিজান, ট্রেজারার খায়রুল হোসেন ও অ্যাসোসিয়েশনের এক্সিকিউটিভ কমিটি সদস্যদের মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট কাজী আবু তাহের চৌধুরী, জয়েন্ট সেক্রেটারি মাহবুব চৌধুরী, অ্যাসিস্ট্যান্ট ট্রেজারার মোহাম্মদ জাকির হোসেন, অর্গানাইজেশন সেক্রেটারি এম জি ফারুক, স্পোর্টস সেক্রেটারি মুজিব খান, ডেভেলপমেন্ট অফিসার লায়েক মুহিত, ইসি মেম্বার মাসুদ আহমেদ, মাসুম আহমদ, বদরুজ্জামান, মুজাহিদ মিয়া, ইকবাল মিয়া, লিয়াকত আলী জামান, ফজলুল মিয়া, আলমগীর হোসেন, মুসলিম খান, সাচ্চু আহমেদ, আবিদুর রহমান চৌধুরী, মামুন আহমেদ, দেলোয়ার হোসেন আহাদ, আব্দুল রহিম সেলিম সরদার, আবু সোয়েব তানজাম, আমিরুন নেছা, রেদোয়ান আহমেদ উপস্থিত ছিলেন। উপদেষ্টা কমিটির আজিজুর রহমান, আব্দুল জলিল, শেখ ফরমুজ আলী, ফখরুজ্জামান খান প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

মেলায় লন্ডন থেকে বিশিষ্ট সংগীতশিল্পীরা যোগ দেন। সংগীত পরিবেশন করেন বিশিষ্ট কণ্ঠশিল্পী শতাব্দী কর, অপূর্ব কুমার শর্মা, বিজয়া ঘোষ, জান্নাত ইলতুত, সিমরন ঘোষ, ক্লোজ আপ তারকা রানা খান, বিটিভি সংগীতশিল্পী হুমায়ুন ইলতুত, মেহেদী হাসান চোটন, নৃত্যশিল্পী চুমকি মিথরা, সুমন ঘোষ, আখি সাহা, উর্মিলা। শিল্পী শতাব্দীর গানে সাগর তীরে শত শত নারী পুরুষ নেচে উঠেন গানের তালে তালে।

অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট কমিউনিটি নেতা এনায়েত খান, ফখর আহমেদ, জুয়েল চৌধুরী, আব্দুল কাদির চৌধুরী মুরাদ, বিশিষ্ট রেডিও টিভি প্রেজেন্টার শাহাব আহমেদ বাচ্চু, এটিএন বাংলার আসাদুজ্জামান মুকুল, গোলাপগঞ্জ কালচারাল ট্রাস্টের সভাপতি দিলওয়ার হোসেন, সেক্রেটারি মাসুদ আহমেদ, উপদেষ্টা আলতাফ হোসেন বাইস, কবি আবু তাহের, সাংবাদিক আব্দুল মুনিম ক্যারল, মারুফ আহমেদ, নোমান আহমেদ, সাবেক স্পিকার রাজিব আহমেদ, ফারুক আলীসহ সোশ্যাল ট্রাস্টের অনেক সদস্য। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

SKILLED WORKERS UK
International Visa Consultants
We Specialise in Sponsor Licence Applications and Self Sponsorship.
Also, We process Visas for Schengen countries and all other countries for all nationalities in the UK.
• Competitive fees • Excellent services
SKILLED WORKERS UK
First Floor
East London Business Centre
93-101 Greenfield Road
London E1 1EJ
Visit our website: skilledworkersuk.com
Email: info@skilledworkersuk.com
Tel: 033 3335 6013 Mob: 07907 851 560

STANDARD EXCHANGE COMPANY (UK) LTD
(Fully owned by Standard Bank Limited, Bangladesh)
দ্রুত ও নিরাপদে টাকা পাঠানোর বিশ্বস্ত মাধ্যম
স্ট্যান্ডার্ড এক্সচেঞ্জ ইউকে
M: 07365 998 422 T: 020 7377 0009
info@standardexchangeuk.com
www.standardexchangeuk.com
101 Whitechapel Road, London E1 1DT
■ আকর্ষণীয় রেট
■ একাউন্ট ট্রান্সফার
■ বিকাশ সার্ভিস
■ ঘরে বসে আলাইনে ট্রান্সফার
■ ইন্সটেন্ট ট্রান্সফার
■ ব্যুারো ডি চেঞ্জ

আইডিয়া স্টোরের লার্নিং অ্যাওয়ার্ডসবিতরণ

সাফল্য অর্জনের পথে বাধা অতিক্রম করেছেন প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীরা

এই বছরের আইডিয়া স্টোর লার্নিং অ্যাওয়ার্ডের বিজয়ীরা আত্মবিশ্বাস নিয়ে সংখ্যা এবং সাক্ষরতার দক্ষতার সাথে লড়াই করে সাফল্য অর্জনের পথে কোনো কিছুকে বাধা হতে দেননি। টাওয়ার হ্যামলেটস কাউন্সিল দ্বারা পরিচালিত আইডিয়া স্টোর লার্নিং, সৃজনশীল এবং পারফর্মিং আর্টস, আইটি, গণিত, ভাষা, সঙ্গীত, স্বাস্থ্য ও

সুস্থতা সহ বিভিন্ন বিষয়ে ৯০০ টিরও বেশি কোর্সের আয়োজন করে থাকে। আপনি কার্যত আপনার নিজের ঘরে বসে অথবা বরাজুড়ে বিভিন্ন ভেন্যুতে ব্যক্তিগতভাবে উপস্থিত হয়ে পছন্দের যে কোনও কোর্স বেছে নিতে পারেন। বিভিন্ন কোর্সে অংশ গ্রহণকারী প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক হিসেবে হিসেবে দায়িত্ব পালনকারীদের মধ্যে যারা বিশেষ ভূমিকা রেখেছিলেন, তাদেরকে সম্মানিত করতে গত ১২ জুলাই টাউন হলে অনুষ্ঠিত একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান।

ডেপুটি মেয়র এবং ইয়ুথ, এডুকেশন এবং লাইফ লং লার্নিং বিষয়ক কেবিনেট মেম্বার, কাউন্সিলর মাইয়ুম তালুকদার পুরস্কার প্রদান করেন।

কাউন্সিলর তালুকদার বলেন, "আইডিয়া স্টোর লার্নিং - এ আমাদের প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের অর্জন উদযাপন করতে পারাটা সৌভাগ্যের বিষয়। তাদের মধ্যে অনেকেই তাদের শিক্ষাকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য তাদের যাত্রায় চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়েছেন কিন্তু তারা তাদের পড়াশোনা শেষ করার জন্য ছিলেন দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।"

টাওয়ার হ্যামলেটস-এর নির্বাহী মেয়র লুৎফুর রহমান বলেছেন, "আপনার জীবনকে উন্নত করার জন্য শিক্ষা এবং ভাল মানের শিক্ষার সুযোগ পাওয়াটা কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা আমরা ভালোভাবে অনুধাবন করি। "আইডিয়া স্টোর লার্নিং প্রাপ্তবয়স্ক শিক্ষার্থীদের তাদের দিগন্ত প্রসারিত করতে এবং জীবনের জন্য দক্ষতা শেখার জন্য একটি প্ল্যাটফর্ম প্রদান করে। আমরা আমাদের বাসিন্দাদের চাহিদা মেটাতে ৯০০ টিরও বেশি কোর্স প্রদানের জন্য কঠোর পরিশ্রম করেছি।"

২০২৪ সালের অনুপ্রেরণামূলক শিক্ষার জন্য পুরস্কার পেয়েছেন শামীম আক্তার এবং জেন রবার্টস । শামীম যখন ২০২০ সালে আইডিয়া স্টোর হোয়াইটচ্যাপেলে একটি গণিত কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন, তখন তার সাক্ষরতা এবং সংখ্যার দক্ষতা খুব সীমিত ছিল। তিনি তার গণিত এবং ইংরেজি দক্ষতা উন্নত করার জন্য দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যাতে তিনি চাকরির বাজারে প্রবেশ করতে পারেন। শামীম সফলভাবে ১০-সপ্তাহের নিবিড় গণিত কোর্স, আইসিটি যোগ্যতা এবং বছরব্যাপী ইংরেজি কোর্স সম্পন্ন করেছেন।

শামীম এখন একজন নার্স হওয়ার আকাঙ্ক্ষা পোষণ করছেন এবং এনএইচএস-এর জন্য কাজ করার স্বপ্ন দেখলেও এখন একটি খ–কালীন বেকারি ব্যবসা শুরু করার জন্য তার নতুন দক্ষতা ব্যবহার করেছেন।

শামীম আকতার বলেন, "আমি কখনই ভাবিনি যে আমি আমার ইংরেজি এবং গণিতের দক্ষতা বাড়াতে পারব এবং একজন নার্স হওয়ার স্বপ্ন পূরণ করতে পারব। কিন্তু কঠোর পরিশ্রম এবং দৃঢ়? সংকল্পের সাথে আমার এখন নার্সিং যোগ্যতার জন্য আবেদন করার ভিত্তি দক্ষতা রয়েছে।"

তিনি বলেন, "আমি আইডিয়া স্টোর লার্নিং এর সাথে আমার ক্লাস গুলো সত্যিই উপভোগ করেছি। আমাকে বিশ্বাস করার জন্য এবং আমাকে বিভিন্ন স্তরে অগ্রগতির দিকে ঠেলে দেওয়ার জন্য টিউটরদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তাদের অনুপ্রেরণা আমাকে নিজের প্রতি বিশ্বাসী করেছে এবং আমাকে আমার পড়াশোনা চালিয়ে যেতে অনুপ্রাণিত করছে।"

জেন ইতিমধ্যে একজন দক্ষ শিল্পী ছিলেন যখন তিনি আইডিয়া স্টোর লার্নিং এর সাথে একটি অঙ্কন ক্লাস নেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

তিনি কর্মজীবনের এমন এক পর্যায়ে এসেছিলেন যেখানে তিনি আটকে পড়েছিলেন এবং হতাশ বোধ করেছিলেন। ক্লাস এবং অ্যাসাইনমেন্টের মাধ্যমে, জেন শিল্প চর্চার জন্য তার উৎসাহ জাগিয়ে তুলতে এবং অতীতের আত্মবিশ্বাসের সমস্যাগুলো কাটিয়ে উঠতে সক্ষম হয়েছিলেন।

জেন এখন তার নিজের অধিকারে একজন আত্মবিশ্বাসী শিল্পী হিসাবে কাজ করছেন এবং উচ্চাভিলাষী প্রকল্পগুলির সাথে নিজেকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। তিনি তার স্থানীয় কমিউনিটির জন্য প্রদর্শনীর আয়োজন করছেন এবং তার কাজের একটি বই তৈরি করছেন।

জেনের টিউটর, মার্ক ব্যাটলি বলেছেন, "জেনের মধ্যে আমি যে উল্লেখযোগ্য জিনিসটি দেখেছি তা হল তার আরও আত্মনিশ্চিত হওয়ার যাত্রা, অনুপ্রাণিত এবং বিচ্ছিন্ন বোধ করার পর তার শিল্পের সাথে পুনরায় সংযোগ স্থাপন করা। তিনি ক্লাসে প্রতিটি কাজ গুরুত্ব সহকারে গ্রহণ করেছিলেন, সৃজনশীল সম্ভাবনাগুলো অন্বেষণ করেছিলেন এবং গভীর এবং অতিরিক্ত গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন।

তিনি আরওযোগ করেন: "জেন প্রায়শই উল্লেখ করেছেন যে তিনি যখন আর্ট স্কুলে ছিলেন তখন তার কিছু নেতিবাচক অভিজ্ঞতা ছিল যা তাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল এবং তার অগ্রগতিতে কোনো আত্মবিশ্বাসকে বাধাগ্রস্ত করেছিল। আইডিয়া স্টোর লার্নিং ক্লাসে যোগদান তাকে এই অভিজ্ঞতাগুলিকে ভিন্ন আলোতে দেখার সুযোগ দিয়েছে।"

এছাড়াও বছরের অনুপ্রেরণামূলক টিউটর হিসেবে যারা সম্মাণনা পেয়েছেন, তারা হলেন-সিলভিয়া অ্যাপারলি-গৃহসজ্জার সামগ্রী, নরম গৃহসজ্জার সামগ্রী, পুঁতির কারুকাজ এবং কাঠের কাজের প্রশিক্ষক সিলভিয়া টাওয়ার প্রজেক্টের সাথে অংশীদারিত্বে কাজ করে অত্যন্ত গর্বিত হয়েছেন। লার্নিং ডিজেবিলিটি এবং অক্ষমতা রয়েছে এমন শিক্ষার্থীদের কাঠের কাজ এবং পুঁতির নৈপুণ্যে জিনিস তৈরি করতে শিখিয়েছেন তিনি।

গত কয়েক বছরে, শিক্ষার্থীরা অসামান্য, রঙিন এবং কল্পনাপ্রসূত কাজ তৈরি করেছে যা শ্যাডওয়েল সেন্টারে প্রদর্শিত হয়েছে।

২০০২ সালে, সিলভিয়াকে স্পিকারের আনুষ্ঠানিক চেয়ারটি সংস্কার করতে বলা হয়েছিল। তিনি প্রকল্পটি গ্রহণ করেন এবং ২০২৩ সালের মার্চের মধ্যে মেরামত সম্পন্ন করেন। চেয়ারটি এখন টাউন হলে তার সম্পূর্ণ মহিমাতে প্রদর্শিত হচ্ছে।

রাচেল বেট-ইসল টিউটর শিক্ষকতার প্রতি র‍্যাচেলের আবেগ এবং উৎসর্গ তার মনোনয়নে হাইলাইট করা হয়েছিল। কারণ তিনি ধারাবাহিকভাবে আকর্ষণীয় এবং প্রাসঙ্গিক পাঠ তৈরি কেক থাকেন, যা তার শিক্ষার্থীদের সাথে অনুরণিত হয় এবং আমাদের চারপাশের বিশ্বকে প্রতিফলিত করে। তার চাকরির দাবি এবং তার নিজের ব্যক্তিগত চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, র‍্যাচেল তার শিক্ষার্থীদের প্রয়োজনের সময় সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেন।

ইন্সপিরেশনাল সাপোর্ট টিম/ ইনডিভিজুয়াল অফ দ্য ইয়ার এওয়ার্ড পেয়েছে বিজনেস সাপোর্ট ট্রানজ্যাকশন টিম। এই দলটি একটি চমৎকার সহায়তা পরিষেবা প্রদানের জন্য অর্ডার প্রসেস করে এবং নিশ্চিত করে যে সেগুলি সময়মতো এবং সঠিক জায়গায় খুব বন্ধুত্বপূর্ণ পদ্ধতিতে বিতরণ করা হয়। আইডিয়া স্টোর লার্নিং সম্পর্কে আরও জানতে ওয়েবসাইট ভিজিট করুন। সংবাদ

সাংবাদিক এটিএম তুরাবকে হত্যার প্রতিবাদে সভা ও দোয়া মাহফিল

বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি

সিলেটের তরুণ সাংবাদিক, দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার এটিএম তুরাবকে পুলিশ কর্তৃক গুলি করে নৃশংসভাবে হত্যার প্রতিবাদে বাংলাদেশ জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন ইউকে প্রতিবাদ সভা ও দোয়া মাহফিল করেছে। গত ২৩ জুলাই মঙ্গলবার সন্ধ্যায়

পূর্ব লণ্ডনের ভ্যালেন্স রোডস্থ কমিউনিটি সেন্টারে এই সভা ও দোয়া মাহফিল অনুষ্ঠিত হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি কে এম আবু তাহের চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক খান জামাল নুরুল ইসলামের পরিচালনায় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সিলেট প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদক মুকতাবিস-উন-নূর।

সভায় অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন ড. এম এ আজিজ, সাংবাদিক সাঈদ চৌধুরী, ব্যারিস্টার নাজির আহমদ, ব্যারিস্টার আব্দুস শহীদ ,বীর মুক্তিযোদ্ধা মোহাম্মদ মোস্তফা, সাংবাদিক এনাম চৌধুরী, হাজী মোহাম্মদ হাবিব, জামান আহমদ সিদ্দিকী, অধ্যাপক আব্দুল হাই, কবি শিহাবুজ্জামান কামাল, মাওলানা আব্দুল কুদ্দুছ, মুফতি সালেহ আহমদ, আনোয়ার হোসেন, সাংবাদিক জয়নাল আবেদীন, হাজী ফারুক মিয়া, মোহাম্মদ শফিক খান, আলহাজ্ব নুর বক্স, এম এ লতিফ, এডভোকেট আমিরুল ইসলাম নাজমুল প্রমুখ।

সভায় বক্তারা সিলেট শহরে দায়িত্ব পালনরত অবস্থায় জাতীয়ভাবে স্বর্ণপদক প্রাপ্ত সাংবাদিক এটিএম তুরাবকে পুলিশ কর্তৃক নৃশংসভাবে গুলি চালিয়ে হত্যার তীব্র প্রতিবাদ ও নিন্দা জানিয়ে বলেন, যে সাংবাদিক তুরাবের মরদেহে ৯৮টি বুলেটের চিহ্ন পাওয়া গেছে। এমন নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ডের জন্য বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে দোষী পুলিশ কর্মকর্তাকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের আহ্বান জানানো হয়। তারা বলেন, সাংবাদিক তুরাবের পিতা মরহুম আব্দুর রহিম মাস্টার ছিলেন বিয়ানীবাজার প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি। সাংবাদিক তুরাব মাত্র দুইমাস আগে বিয়ে করেন। একজন দক্ষ সাংবাদিককে কেন নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করা হলো- তার জরুরী তদন্তের মাধ্যমে হত্যাকারীর শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। নিহত সাংবাদিক পরিবারকে ক্ষতিপূরণ প্রদানের দাবিও জানান তারা।

সভায় কোটাবিরোধী আন্দোলনের সময় আরো যত সাংবাদিক ও ছাত্র পুলিশ ও সন্ত্রাসী বাহিনীর গুলিতে শহীদ হয়েছেন তাদের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করা হয়। সভায় সাংবাদিক তুরাবসহ সকল শহীদের রুহের মাগফেরাত কামনায় দোয়া পরিচালনা করেন ইক্বরা বাংলা টিভির উপস্থাপক বিশিষ্ট আলেমে

মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ারের সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত

সিলেটের গোলাপগঞ্জ উপজেলার ভাদেশ্বর ইউনিয়নের প্রবাসীদের সংগঠন মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অরগেনাইজেশন এক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২২ জুলাই পূর্ব লন্ডনের একটি অভিজাত রেস্টুরেন্টের হলরুমে এই সভা হয়।

এতে সংগঠনের সভাপতি মোহাম্মদ আব্দুল মান্নান বাবুলের সভাপতিত্বে এবং সাংগঠনিক সম্পাদক মুঃ আব্দুল আলীর পরিচালনায় সভায় শুরুতেই পবিত্র কুরআন থেকে

তেলাওয়াত করেন সংগঠনের সদস্য নুরুল ইসলাম।

সভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অরগেনাইজেশনের উপদেষ্টা আব্দুল আহাদ হেলালী।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন বিশিষ্ট কমিউনিটি ব্যক্তিত্ব এহতেশামুল হক বাহার, মীরগন্জ ওয়েলফেয়ার অরগেনাইজেশন এর উপদেষ্টা ইসলাম উদ্দিন, আছলাম উদ্দিন, মিসবাহ উদ্দিন।

সভায় আরো বক্তব্য রাখেন সংগঠনের সহ সভাপতি জিল্লুল আল হক, সেক্রেটারী- মোহাম্মদ আব্দুল আহাদ, কোষাধ্যক্ষ মতছিন আলী, সহকারী সেক্রেটারী- সেলিম আহমেদ, মাহমুদ মিয়া, জসিম উদ্দিন, সহ কোষাধ্যক্ষ এনামুল হক এনাম, ফখরুল ইসলাম, সহ সাংগঠনিক সম্পাদক মস্তাক আহমেদ, ক্রিড়া সম্পাদক নুরুল ইসলাম, সহ ধর্ম বিষয়ক সম্পাদক আব্দুল মুকিত, সদস্য জাকারিয়া ইসলাম, জামিল আহমেদ প্রমুখ।

সভায় সংগঠনের বিভিন্ন প্রজেক্টের রিপোর্ট পেশ করা হয় এবং পরিশেষে মীরগঞ্জ ওয়েলফেয়ার অরগেনাইজেশ সদস্য মুজিবুর রহমান এর সুস্থতা কামনা এক বিশেষ মোনাজাতের মাধ্যমে সভার কার্যক্রম শেষ করা হয়। সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ড. জাফর ইকবালকে শাবিতে অবাঞ্ছিত ঘোষণা

সিলেট প্রতিনিধি, ২ আগষ্ট ২০২৪ : অধ্যাপক ও লেখক ড. মুহম্মদ জাফর ইকবালকে ক্যাম্পাসে 'অবাঞ্ছিত' ঘোষণা করেছেন সিলেটের শাহজালাল

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) শিক্ষার্থীরা। গত বুধবার (১৭ জুলাই) সাধারণ শিক্ষার্থীদের নামে বিবৃতি আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের ফেসবুক ওয়ালে ও বিভিন্ন ফেসবুক গ্রুপে পোস্ট করেন তারা। এর আগে কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে মঙ্গলবার (১৬ জুলাই) একটি নিবন্ধ লেখেন মুহম্মদ জাফর ইকবাল। ওই নিবন্ধনের একটি ছোট অংশ ফেসবুকে ভাইরাল হয়ে পড়ে। এ নিয়ে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের মধ্যে ব্যাপক ক্ষোভ দেখা দেয়। এরপরেই মুহম্মদ জাফর ইকবালকে শাবিতে 'আজীবন অবাঞ্ছিত' করা হলো উল্লেখ সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে পোস্ট করেন শিক্ষার্থীরা। লেখক মুহম্মদ জাফর ইকবাল শাবিপ্রবির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। তার স্ত্রী ড. ইয়াসমিন হকও শাবির অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক।

প্রসঙ্গত, কোটা সংস্কার আন্দোলন নিয়ে মুহম্মদ জাফর ইকবালের একটি নিবন্ধনে জাফর ইকবাল বলেছিলেন, 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমার বিশ্ববিদ্যালয়, আমার প্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়। তবে আমি মনে হয় আর কোনো দিন এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যেতে চাইব না। ছাত্রছাত্রীদের দেখলেই মনে হবে, এরাই হয়তো সেই রাজাকার। আর যে কয় দিন বেঁচে আছি, আমি কোনো রাজাকারের মুখ দেখতে চাই না। একটাই তো জীবন। সেই জীবনে আবার কেন নতুন করে রাজাকারদের দেখতে হবে?'

মৌলভীবাজারে গ্রেপ্তার আতঙ্ক ঘরছাড়া বিএনপি-জামায়াত

সিলেট প্রতিনিধি, ২ আগষ্ট ২০২৪ : গেল কদিন থেকে মৌলভীবাজার জেলার সবকটি সাংগঠনিক শাখার বিএনপি, জামায়াত ও তাদের অঙ্গসংগঠনের নেতাকর্মীরা নিজেদের ঘরবাড়ি ছাড়া। চলমান একাধিক মামলা ও গায়েবি মামলা হওয়ার ভয়ে এখন গ্রেপ্তার আতঙ্কে তারা অনেকটাই পালিয়ে বেড়াচ্ছেন। অতি প্রয়োজন ছাড়া পরিচিত নেতাকর্মীরা হাটবাজারেও বের হচ্ছেন না। জনসমাগম স্থলেও তাদের প্রকাশ্যে দেখা যাচ্ছে না। গ্রেপ্তার এড়াতে তারা সবকিছুই এড়িয়ে চলছেন। নতুন এই মামলায় ও গায়েবি মামলা হওয়া নিয়ে যেমন গ্রেপ্তার আতঙ্ক ও দুশ্চিন্তায় পড়েছেন নেতাকর্মীরা। তেমনি তাদের পরিবারের সদস্য ও স্বজনরাও এ নিয়ে চরম উদ্বেগ উৎকণ্ঠায়। এমনটি জানাচ্ছেন জেলার বিএনপি ও জামায়াতের নেতাকর্মীরা।

জানা যায়, দেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন, সহিংসতা ও নাশকতার অভিযোগে এ পর্যন্ত জেলার ৭টি উপজেলার মধ্যে ৩টি (কুলাউড়া, বড়লেখা ও মৌলভীবাজার সদর) বিএনপি-জামায়াত নেতাকর্মীদের নামে ৫টি মামলা হয়েছে। ওই ৫টি মামলায় এজাহারনামীয় ও অজ্ঞাত মিলে ২০৪ জনকে আসামি করা হয়েছে। এ পর্যন্ত ওই ৫টি মামলায় ১৫ জনকে গ্রেপ্তার করে জেলহাজতে প্রেরণ করা হয়েছে।

গ্রেপ্তারকৃতদের মধ্যে জেলা জামায়াতের আমীর ইঞ্জিনিয়ার শাহেদ আলীসহ বিএনপি, জামায়াতের পৌর ও ইউনিয়ন কমিটির নেতাকর্মীরা রয়েছেন। ৫টি মামলার মধ্যে মৌলভীবাজার সদর মডেল থানায় হয়েছে ৩টি মামলা। ওই ৩টি মামলায় এজাহারনামীয় ও

অজ্ঞাতসহ আসামি করা হয়েছে ৯২ জনকে। আর এপর্যন্ত গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৯ জনকে। ৩টি মামলার মধ্যে ১টি মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে শিক্ষার্থী মো. আব্দুস ছালামকে। এই মামলায় ৩ জন এজাহারনামীয়। আর অজ্ঞাত আসামি করা হয়েছে ৪০/৫০ জনকে। এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন প্রধান আসামিসহ ৩ জন। অপর দুটি মামলাল ১টিতে প্রধান আসামি করা হয়েছে জেলা জামায়াতের আমীর ইঞ্জিনিয়ার মো. সাহেদ আলীকে। এই মামলায় এজহারনামীয় আসামি ৫ জন ও অজ্ঞাত আরও ৮-৯ জন। এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ১ জন। অন্য আরও একটি মামলায় প্রধান আসামি করা হয়েছে বিএনপিকর্মী লোকমান আহমদকে। এই মামলায় এজহারনামীয় আসামি ৫ জন ও অজ্ঞাত ১৫/২০ জন। এই মামলায় গ্রেপ্তার হয়েছেন ৫ জন। অপর দুটি মামলা হয়েছে জেলার কুলাউড়া ও বড়লেখা থানায়। বড়লেখায় প্রধান আসামি করা হয়েছে আব্দুল কাদের পলাশকে। এই মামলায় এজহারনামীয় আসামি ২ জন ও অজ্ঞাত ১০/১৫ জন। গ্রেপ্তার করা হয়েছে ৩ জনকে। কুলাউড়ায় প্রধান আসামি করা হয়েছে শামীম আহমদকে। এই মামলায় এজহারনামীয় ৫ জন। অজ্ঞাত ৮০/৯০ জনকে আসামি করা হয়েছে। গ্রেপ্তার ৩ জন। এই ৩ উপজেলার মামলা ছাড়াও নতুন গায়েবি মামলা হওয়ার ভয়ে জেলা বিএনপি, জামায়াত ও তাদের অঙ্গ সংগঠনের নেতাকর্মীরা গ্রেপ্তার আতঙ্ক নিয়ে পুলিশি ধরপাকড় এড়াতে দিনে থাকছেন সর্তক। আর রাতে বাড়িঘর ছেড়ে অন্যত্র থাকছেন তারা। অভিযান অব্যাহত থাকায় আবার অনেকেই পুলিশের ভয়ে ঘরবাড়ি ছেড়ে অন্যত্র কয়েকদিনের জন্য অস্থায়ীভাবে আশ্রয় নিয়েছেন।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপি'র সিনিয়র সহ-সভাপতি ও সাবেক মেয়র ফয়জুল করিম ময়ুন বললেন, দেশে চলমান ঘটনাকে কেন্দ্র করে জেলার বিভিন্ন উপজেলায় কয়েকটি মামলা হয়েছে শুনেছি। কয়েকজনকে গ্রেপ্তারও করা হয়েছে। কে বা কারা মামলা করেছে কাদের আসামি করা হয়েছে এসব বিষয়ে এখনো কিছু জানা হয়নি। তবে মামলা ও গ্রেপ্তারের ভয়ে নেতাকর্মীরা বাড়িতে থাকতে পারছেন না। জেলা জুড়ে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা এমনটিই জানাচ্ছেন। তিনি দেশে চলমান ঘটনায় হত্যাকা-ের বিচার ও নেতাকর্মীদের ধরপাকড়ের তীব্র নিন্দা জানান।

জেলা জামায়াতের সেক্রেটারি অধ্যক্ষ মো. ইয়ামীর আলী বলেন, মিথ্যা অজুহাতে একেবারে অন্যায়ভাবে পুলিশ জেলা জামাতের আমীরকে গ্রেপ্তার ও হয়রানিমূলক মামলা দায়ের করেছে। বিনা ভোটের সরকার জনতাকে, গণতন্ত্রকে ভয় পায় বলেই বিরোধী মত দমনে মরিয়া। তারা একটি বাহিনীকে ব্যবহার করে অন্যায়ভাবে জুলুম নির্যাতন অব্যাহত রেখেছে। দেশ জুড়ে শিক্ষার্থীদের ন্যায্য দাবি কোটা সংস্কারের আন্দোলনের সঙ্গে জামায়াত-শিবির জড়িত না থাকলেও ওদের ন্যায্য দাবির প্রতি পূর্ণ সমর্থন রয়েছে। জামায়াত দেশ ও জনগণের স্বার্থে সকল গণতান্ত্রিক ন্যায্য দাবি আদায়ের ও শৃঙ্খলিত আন্দোলনের সঙ্গে সব সময়ই একমত পোষণ করে। দেশে এতগুলো মেধাবী শিক্ষার্থী ও সাধারণ নিরীহ জনগণকে হত্যা করে সরকার এখন বিরোধী দলের উপর দায় চাপিয়ে নিজেদের অপরাধ আড়াল করতে চাইছে।

এবিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার মো. মনজুর রহমান বিপিএম, পিপিএম (বার) মুঠোফোনে জানান, মামলা তো আর এমনি এমনি হয় না। জেলার যে যে উপজেলায় ঘটনা ঘটেছে ওই উপজেলায়ই মামলা হয়েছে। যারা ঘটনার সঙ্গে জড়িত তাদের ধরার চেষ্টা অব্যাহত আছে। ঘটনার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যারা আছে তাদের পেলেই গ্রেপ্তার করা

লিবিয়ায় বন্দী সিলেটের যুবকের বাঁচার আকুতি

সিলেট প্রতিনিধি, ২ আগষ্ট ২০২৪ : অভাবের সংসার। ইচ্ছা ছিল পরিবারে একটু আর্থিক সচ্ছলতা আনার। স্বপ দেখেছিলেন প্রবাসযাত্রার। টেনেটুনে-ধারদেনায় পাড়িও জমান সুদূর প্রবাসে। কিন্তু সেখানে গিয়ে দালাল আর মাফিয়া চক্রের খপ্পড়ে পড়ে ভেস্তে যায়

স্বপ্ন। সর্বস্ব খুইয়ে বন্দী হন লিবিয়ার কারাগারে। ভাগ্য ফেরাতে গিয়ে আজ সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার যুবক রবিউল ইসলামের (২৩) নিজের জীবনই বিপন্ন।

তিনি উপজেলার কারিকোনা গ্রামের সিরাজুল হকের ছেলে। বন্দিদশা থেকে বাঁচার আকুতি জানিয়ে বাবার মোবাইলে সম্প্রতি বার্তা পাঠান তিনি। রবিউলের ভাষ্যানুযায়ী তার সাথে আরও বন্দী রয়েছেন ৬০ জন বাংলাদেশি। তার এমন বার্তায় শঙ্কিত পরিবার। মা নাছিমা বেগম বন্দী ছেলেকে ফিরিয়ে আনতে ইতোমধ্যে প্রবাসীকল্যাণ মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে লিবিয়া দূতাবাসে চিঠি পাঠিয়েছেন।

নাছিমা বেগম জানান, 'টানাটানির সংসার। তাই আর্থিক সচ্ছলতা ফেরাতে, বড় ছেলে রবিউলকে ২০২৩ সালের ২৫ জুলাই দুবাই পাঠানো হয়। সেখানে মাফিয়া দালাল জনৈক আবদুর রহমানের প্ররোচণায় ১৫ আগস্ট লিবিয়া পাড়ি জমান তিনি। ৬ মাস চাকরির পর ইউরোপ পাঠানোর কথা বলে বাংলাদেশি দালাল আহসান খানের হাতে তুলে দেওয়া হয় তাকে। আহসান তাকে জিম্মি করে মুক্তিপণ চান ৩ লাখ টাকা। দেন হত্যার হুমকিও। রবিউল বিষয়টি জানালে পরিবার থেকে মুক্তিপণের দুই লাখ টাকা দেয়া হয়। টাকা পেয়েও আহসান রবিউলকে তুলে দেন মাফিয়া চক্রের হাতে। পরে গত ১২ জুন আরও ৬০ বাংলাদেশিসহ রবিউল ধরা পড়েন লিবিয়া পুলিশের হাতে। তাদের রাখা হয় ত্রিপোলির মাতার জেলে।

মা কান্নাজড়িত কণ্ঠে বলেন, 'আমি লিবিয়া জেল থেকে আমার ছেলেকে উদ্ধার করতে চাই।'

সেখান নির্যাতনের শিকার রবিউল মোবাইলে পাঠানো বার্তায় পরিবারকে জানান, 'বাবা আমি রবিউল, ত্রিপুলি মাতার জেলে আছি। আমার সাথে আরো ৬০ জন বাংলাদেশি আছে। সবাই কষ্টে আছি। বেশিদিন থাকলে মরে যাব। আমাদের দেশে নেওয়ার ব্যবস্থা করো। দেশে নিয়ে যেতে পারবে চুনারুঘাটের এমপি ব্যারিস্টার সুমন ভাই। যত তাড়াতাড়ি পারো সুমন ভাইয়ের সাথে যোগাযোগ করো। সুমন ভাই যদি চায় আমাদের ৬০টা প্রাণ বাঁচাতে পারে। আর তা নাহলে পুলিশ আমাদের মাফিয়ার কাছে বিক্রি করে দেবে।'

ফোন ও টাকা লুটের অভিযোগে ২ পুলিশ সদস্য প্রত্যাহার

সিলেট প্রতিনিধি, ২ আগষ্ট ২০২৪ : হবিগঞ্জের একটি দোকানে লুটের অভিযোগে দুই পুলিশ সদস্যকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে বৃহস্পতিবার মাধবপুর

উপজেলার জগদীশপুর বাজারে আলী আহমদ আলতাফের 'জান্নাত টেলিকম' থেকে ১৭টি মোবাইল ফোন ও এক লাখ টাকা লুটে নেওয়ার অভিযোগ ওঠে।

প্রত্যাহার হওয়া পুলিশ সদস্যরা হলেন- জেলার মাধবপুর থানায় কর্মরত উপপরিদর্শক (এসআই) দ্বীন মোহাম্মদ ও সহকারি উপপরিদর্শক (এএসআই) আব্দুল হাকিম। গত রবিবার (২৮ জুলাই) বিকেলে হবিগঞ্জের পুলিশ সুপার (এসপি) আক্তার হোসেন এ তথ্য নিশ্চিত করেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, ব্যবসায়ী আলী আহমদ আলতাফের নামে কোনো গ্রেপ্তারি পরোয়ানা নেই। তারপরও এসআই দ্বীন মোহাম্মদ ও এএসআই আব্দুল হাকিম সেদিন বিকেলে তার দোকানে গিয়ে তল্লাসী চালান। সেখান থেকে ১৭টি মোবাইল ফোন ও এক লাখ টাকা লুটে নেন। পরে ব্যবসায়ী নেতৃবৃন্দের মধ্যস্থতায় এ ঘটনা আপোষে মিমাংসার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

এরই মধ্যে শনিবার বিকেলে পুলিশ সুপারের কার্যালয়ের এক আদেশে অভিযুক্ত দুইজনকে মাধবপুর থানা থেকে প্রত্যাহার করে পুলিশ লাইন্সে সংযুক্ত করা হয়।

এ বিষয়ে পুলিশ সুপার আক্তার হোসেন বলেন, এসআই দ্বীন মোহাম্মদ ও এএসআই আব্দুল হাকিমের বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ আছে। তদন্তের প্রাথমিক পর্যায়ে তাদের কর্মস্থল থেকে প্রত্যাহার করা হয়েছে। তদন্ত শেষে পরবর্তী আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। পুলিশের নিকট এ ব্যাপারে কোনো লিখিত অভিযোগ আসেনি এবং মৌখিক অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতেই এই দুইজনকে প্রত্যাহার করা হয় বলে মাধবপুর সার্কেলের সহকারি পুলিশ সুপার (এএসপি) নির্মলেন্দু চক্রবর্তী জানান।

এসআই দ্বীন মোহাম্মদ কোটা সংস্কারের দাবিতে আন্দোলন চলাকালে হামলা ও ভাংচুরের অভিযোগে এক হাজার চার শতাধিক লোকের মামলার দায়িত্বপ্রাপ্ত

‘রক্ত লাল’ প্রতিবাদ

যোগাযোগ মাধ্যম ফেসবুক প্রোফাইলে দেয়ার জন্য অনুরোধ করা হয়। শিক্ষার্থীদের এ আহ্বানে সাড়া দিয়েছেন শিক্ষক, শিক্ষার্থী, রাজনীতিক, শিল্পী, সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিক, লেখক, আইনজীবী, মানবাধিকারকর্মী থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে ডিপি চেঞ্জ করা ছাড়াও অনেকে রাস্তায় নেমেও লাল কাপড় বেঁধে প্রতিবাদ করেছেন।

ওদিকে বুধবার সারাদেশের আদালত প্রাঙ্গণে ‘মার্চ ফর জাস্টিস’ কর্মসূচি পালনের ঘোষণা দিয়েছেন কোটা সংস্কারের আন্দোলনকারীরা। মঙ্গলবার সকাল থেকেই ফেসবুকে লাল রঙের ডিপিতে সয়লাব হয়ে পড়ে। অনেকে নিজেদের প্রোফাইল লাল রঙের ছবিতে পরিবর্তন করেছেন। একইসঙ্গে জুড়ে দিয়েছেন নানা মতও। লাল কাপড়ে মুখ বেঁধে রাস্তায় নেমে প্রতিবাদে অংশ নিয়েছেন বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। গানের মিছিল বের করেছে বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংগঠন। অভিভাবকরাও নেমেছেন লাল প্ল্যাকার্ড হাতে।

প্রোফাইল পিক পরিবর্তন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক সাইফুল আলম চৌধুরী লিখেছেন, এত মানুষের মৃত্যুর পরও কেন মানুষ কালোকে বেছে না নিয়ে লালকে বেছে নিলো? আপনাদের ধ্বংসযজ্ঞ, ষড়যন্ত্র, তৃতীয় শক্তি, পানি ছিটানো, গুজব রোধ, নিরাপত্তা হেফাজত এসব তত্ত্ব আর ন্যারেটিভের বিরুদ্ধে এটা যে কতো বড় শক্ত প্রতিবাদ, সেটা আপনাদের মতো বড় বড় ন্যারেটিভের জন্মদাতা ও প্রচারকের বোঝার ক্ষমতা নেই। কালো যেখানে শোকের প্রতীক, লাল সেখানে বিপ্লব আর ভালোবাসার রং। লাল শৌর্যবীর্য আর সাহসিকতার প্রতীক। শিক্ষার্থীদের এ ক্যাম্পেইনে সমর্থন দিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলও ফেসবুক প্রোফাইলে লাল ফ্রেম জুড়ে প্রতিবাদ জানিয়েছেন। নরওয়ের অসলো ইউনিভার্সিটিতে কর্মরত বাংলাদেশি গবেষক মুবাশ্বার হাসান নিজের প্রোফাইল পিকচার লাল রঙে পরিবর্তন করেছেন যার মধ্যে একটি প্রতীকী ছবি। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, গণতন্ত্র লেখা আকৃতির একটি মানবদেহকে হামলা করা হচ্ছে। মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী টিপুর লাল প্রোফাইল পিকচারে লেখা, আহারে মৃত্যু!! হায়রে স্বাধীনতা!! বিবিসি’র সাংবাদিক আকবর হোসেন লাল রঙে রাঙিয়ে লিখেছেন, পাঁচ বছর পর কাভার ফটো পরিবর্তন করলাম। লাকী ইসলাম লিখেছেন, তোমাদের শোক আর অভিনয় দুটোই ভাগাড়ে মিলাক। যুক্তরাষ্ট্রের ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটির রাজনীতি ও সরকার বিভাগের ডিস্টিংগুইশড প্রফেসর আলী রীয়াজও তার প্রোফাইল পিকচার লাল রঙে পরিবর্তন করেছেন। সাবেক তত্ত্বাবধায়ক সরকারের উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমানও তার কাভার ফটো লাল রঙে রাঙিয়েছেন। হ্যাশট্যাগ দিয়েছেন, রেড জুলাই। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর কামরুল হাসান মামুন লেখেছেন, ফুলগুলো সব লাল হলো ক্যান? লাল রঙের প্রোফাইল পরিবর্তনের এ স্রোতে যুক্ত হয়েছেন আইমান সাদিক, মুনজেরিন শহীদের মতো সোশ্যাল ইনফ্লুয়েন্সাররাও। এদিকে শিক্ষার্থীদের সমর্থন দিয়ে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়, নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা রাজপথে নেমেছেন। এ সময় তারা লাল রঙের কাপড়ে চোখ ও মুখ বেঁধে দেন। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান ফটকের সামনের মহাসড়কে ‘নিপীড়নবিরোধী শিক্ষক সমাজ’-এর ব্যানারে কর্মসূচি পালন করা হয়। এতে প্রায় ২০০ শিক্ষক অংশ নেন।

আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি

এদিকে বৃহস্পতিবারের (১ আগস্ট) জন্য নতুন কর্মসূচি ঘোষণা করেছে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন। এদিন ‘রিমেম্বারিং দ্য হিরোস বা নায়কদের স্মরণ’ কর্মসূচি পালন করা হবে বলে জানানো হয়েছে। সকল শ্রেণি পেশার মানুষের প্রতি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি পালনে সর্বাত্মক অংশ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

বুধবার সন্ধ্যায় গণমাধ্যমে পাঠানো এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানিয়েছেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সহ-সমন্বয়ক রিফাত রশিদ। বিজ্ঞপ্তিতে কর্মসূচি পালনে তিন দফা করণীয় উল্লেখ করা হয়েছে। সেগুলো হলো-

১. নির্যাতনের ভয়ংকর দিন-রাতগুলোর স্মৃতিচারণ;

২. শহীদ ও আহতদের নিয়ে পরিবার এবং সহপাঠীদের স্মৃতিচারণ

৩. বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনে চালানো নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে চিত্রাংকন/গ্রাফিতি, দেওয়াল লিখন, ফেস্টুন তৈরি, ডিজিটাল পোর্ট্রেট তৈরি প্রভৃতি।

শহীদদের স্মরণে উপরের যেকোনো কন্টেন্ট/লেখা লিখে নিম্নোক্ত হ্যাশট্যাগ ব্যবহার করে অনলাইনে ও অফলাইনে প্রচার করা।

বিজ্ঞপ্তিতে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, বুদ্ধিজীবী, পেশাজীবী, শ্রমজীবী, ব্যবসায়ীসহ সকল শ্রেণি পেশার মানুষের প্রতি বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নতুন কর্মসূচি পালনে সর্বাত্মক অংশ্রহণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা হয়েছে।

জাতিসংঘের সহযোগিতা চাইলেন প্রধানমন্ত্রী

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে দেশব্যাপী সংঘাত-সহিংসতার ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করতে জাতিসংঘসহ অন্যান্য আন্তর্জাতিক সংস্থার কাছে সহযোগিতা চেয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বুধবার সকালে রাজধানীর বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ‘জাতীয় মৎস্য সপ্তাহ-২০২৪’-এর উদ্বোধনকালে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এ কথা বলেন।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘আমরা জাতিসংঘের কাছেও আবেদন করেছি। আন্তর্জাতিকভাবেও বিভিন্ন সংস্থা রয়েছে দেশে-বিদেশে, তাদের কাছেও আমরা সহযোগিতা চাই যে এই ঘটনার যথাযথ সুষ্ঠু তদন্ত হোক এবং যারা এতে দোষী, তাদের সাজার ব্যবস্থা হোক। কারণ, আমি জানি এতে আমার কোনো ঘাটতি ছিল না।’

কোটা সংস্কার আন্দোলনকে কেন্দ্র করে প্রাণহানির ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন, ‘এই ঘটনার তদন্তে আমরা ইতিমধ্যেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি গঠন করে দিয়েছি। কারণ, দাবির অপেক্ষা আমি রাখিনি। তার আগেই বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিটি করে দিয়েছি। আগে একজন বিচারপতি দিয়ে তদন্ত কমিটি করে দিয়েছিলাম।’ এখন আরও দুজন লোকবল বৃদ্ধি করে তাদের তদন্তের পরিধি আরও বাড়ানোর জন্য নির্দেশ দেওয়ার কথা উল্লেখ করেন তিনি।

সরব তিন বৃটিশ-বাংলাদেশী এমপি

এদিকে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বিগ্ন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ৩ বৃটিশ এমপি। তারা হলেন রুশনারা আলী, আপসানা বেগম ও রুপা হক। ৩ জনই বর্তমান সরকার দলীয় এমপি, যার যার অবস্থান থেকে সরব রয়েছেন তারা। বাংলাদেশ প্রসঙ্গ তুলছেন পার্লামেন্টে। ১৯ জুলাই নিজ কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন করে বাংলাদেশের বর্তমান পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন রুশনারা আলী। সাংবাদিকদের তিনি বলেন, সম্প্রতি বাংলাদেশের বর্তমান যে পরিস্থিতি দেখছি এতে আমরা গভীরভাবে উদ্বিগ্ন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীসহ আমার সহকর্মীরা গণতান্ত্রিক মতপ্রকাশের স্বাধীনতা এবং প্রতিবাদ করার স্বাধীনতার অধিকারকে সম্মান করার গুরুত্ব দিতে একটি বিবৃতি দিয়েছেন। আমি জানি এরকম পরিস্থিতিতে পরিবারের সদস্যরা আক্রান্ত হয়ে থাকেন। এই আসনের এমপি হিসেবে আমি সবাইকে বলছি এখানের কোনো নাগরিকের বাংলাদেশে অবস্থানরত পরিবারের কোনো সদস্য যদি বর্তমান পরিস্থিতি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে থাকেন তাহলে আমাকে সঙ্গে সঙ্গে জানাবেন। অন্য আসনের নাগরিকদেরকেও বলছি- এরকম পরিস্থিতিতে আপনাদের এমপির সঙ্গে সরাসরি যোগাযোগ করুন।

এদিকে ২২শে জুলাই আরেক এমপি আপসানা বেগম বাংলাদেশে কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে সংঘাত, প্রাণহানির ঘটনায় যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে ‘আর্লি ডে মোশন’ উত্থাপন করেন। এতে এখন পর্যন্ত সাবেক লেবার নেতা ও বর্তমান স্বতন্ত্র এমপি জেরেমি করবিনসহ ২২ জন বৃটিশ এমপি স্বাক্ষর করেছেন।

বৃহস্পতিবার রুপা হক বৃটিশ পার্লামেন্টের অধিবেশনে বাংলাদেশ পরিস্থিতি নিয়ে যুক্তরাজ্য সরকারের অবস্থান জানতে চান। বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত রুপা হক বলেন, ‘বাংলাদেশে যা চলছে, তা নিয়ে সম্প্রতি রোম, প্যারিস, ম্যানচেস্টার ও লন্ডনের ট্রাফালগার স্কয়ারে বিক্ষোভ দেখা গেছে। বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক ছাত্র ও বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন।

গুলিতে প্রাণ গেলো অন্তত ৯ শিশুর

আহাদ, রিয়া, সামির, হোসাইন, মোবারক, তাহমিদ, ইফাত ও নাঈমা নামের ফুলের মতো শিশুগুলো সবে ফুটছিল। তবে আর বিকশিত হতে পারেনি। বুলেটের আঘাতে ছোট্ট জীবনগুলো ঝরে গেছে কুঁড়িতেই। বাবার কোলের মতো নিরাপদ আশ্রয়েও তাদের আঘাত করেছে ঘাতক বুলেট। আবার কারফিউ মেনে ঘরের কোণে থেকেও কারও জীবনসৌরভ মুছে গেছে বারুদের গন্ধে।

কোটা সংস্কার আন্দোলন ঘিরে কয়েক দিনের সংঘর্ষে অন্তত ৯ শিশু গুলিতে নিহত হয়েছে। তাদের বয়স ৪ থেকে ১৬ বছরের মধ্যে। ১৮, ১৯ ও ২০ জুলাই তারা গুলিবিদ্ধ হয়। নিহত চারজন মারা গেছে নিজ বাড়িতেই। চারজন গুলিবিদ্ধ হয় সড়কে। সব ঘটনায় প্রত্যক্ষদর্শীর ভাষ্য, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর গুলিতে প্রাণ গেছে এই শিশুদের। এখনও চিকিৎসাধীন গুলিবিদ্ধ এমন কিছু শিশু।

আন্দোলনে যোগ দেওয়া ১৮ বছরের কম বয়সের কয়েকজন নিহত হওয়ার তথ্যও পাওয়া গেছে। তাদের মধ্যে ১৬ বছরের ইফাত ২০ জুলাই যাত্রাবাড়ীতে নিহত হয়। তাকে পুলিশ হাসপাতাল থেকে নিয়ে বুকের বাঁ পাশে গুলি করেছে বলে প্রত্যক্ষদর্শীরা অভিযোগ করেছেন। ইফাত নবম শ্রেণির শিক্ষার্থী ছিল।

বাংলাদেশে বিপুলসংখ্যক শিক্ষার্থী ও সাংবাদিকের প্রাণহানির ঘটনায় লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাবের ক্ষোভ-নিন্দা

বাংলাদেশে সরকারি চাকরিতে কোটা পদ্ধতির সংস্কার দাবিতে শিক্ষার্থীদের আন্দোলন ঘিরে দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়া সহিংসতায় শতাধিক প্রাণহানি এবং সর্বশেষ কারফিউ জারির মতো ভয়াবহ পরিস্থিতিতে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব । ক্লাবের পক্ষ থেকে এই উদ্বেগের বিষয়টি লন্ডনস্থ বাংলাদেশ হাই কমিশনার সাইদা মুনা তাসনিমের মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকারকে অবগত করা হবে।

প্রেস ক্লাব সভাপতি মুহাম্মদ জুবায়ের, সাধারণ সম্পাদক তাইসির মাহমুদ ও কোষাধ্যক্ষ সালেহ আহমেদ এক যৌথ বিবৃতিতে বলেন, যে কোনো সাধারণ মানুষের মতো শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ করার গণতান্ত্রিক অধিকার রয়েছে । কিন্তু আমরা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করেছি, মতপ্রকাশের স্বাধীনতা হিসেবে সরকারের কোটানীতি সংস্কারের দাবীতে আন্দোলন করতে গিয়ে তারা ব্যাপক বাধার সম্মুখীন হওয়ার পাশাপাশি ন্যাক্কারজনক আক্রমণ ও অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হয়েছে । বিক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীদেরও মারমুখী হতে দেখা গেছে। সব মিলিয়ে সৃষ্ট অনাকাঙ্ক্ষিত সহিংসতা নিয়ে আমরা চরমভাবে উদ্বিগ্ন এবং এর বিরুদ্ধে তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। একই সাথে আমরা আশা করছি, সরকার দ্রুততার সাথে বিষয়টির সুষ্ঠু ও সন্তোষজনক সমাধানে উদ্যোগী হবে, যাতে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহতার দিকে ধাবিত হতে না পারে।

বিবৃতিতে বলা হয়, এই ঘটনায় ইতোমধ্যে শতাধিক প্রাণ ঝরে গেছে । শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের পাশাপাশি অন্তত দুজন সাংবাদিকের প্রাণহানি হয়েছে। শত শত মানুষ আহত হওয়াসহ ব্যাপক রাষ্ট্রীয় সম্পদেরও ক্ষতি সাধিত হয়েছে। একই সাথে ‘ইন্টারনেট ব্লাক আউট’-এর ঘটনা আমাদেরকে শঙ্কিত করেছে।

বিবৃতিতে আরো বলা হয়, এই পরিস্থিতিতে বিশ্ব মিডিয়ায় প্রকাশিত নেতিবাচক চিত্র যেমন রাষ্ট্রের ভাবমূর্তি ক্ষুন্নের কারণ হয়েছে একই সাথে জাতি হিসেবেও আমাদের লজ্জিত করেছে। শুধু তাই নয়, যুক্তরাজ্যের বাংলাদেশী কমিউনিটিতেও এর প্রভাব পড়েছে। অধিকার আদায়ের আন্দোলন যেমন দেশজুড়ে জাগরণ সৃষ্টি করেছে, তেমনি আক্রমণ-পালটা আক্রমণ ও জানমালের ব্যাপক ক্ষতিসাধন চরম ভীতির সৃষ্টি করেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতির সংবাদ করতে গিয়ে বিলেতে বাংলা মিডিয়ার সাংবাদিকরাও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছেন।

লন্ডন বাংলা প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ আরো বলেন, ১৯৭১ সালে মহান স্বাধীনতার মাধ্যমেই জাতি হিসেবে আমরা সর্বসাধারণের মত প্রকাশ, শান্তিপূর্ণ প্রতিবাদ ও মিছিল-সমাবেশের অধিকারসহ নানা সার্বজনীন মানবাধিকার নিশ্চিত করি। আমরা জোরালোভাবে আশা করি, রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানগুলো সবার মৌলিক গণতান্ত্রিক অধিকারে আর বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, সরকার, রাষ্ট্রের বিভিন্ন ফোর্স এবং দেশের আপামর মানুষ স্বাধীনতার মূল নীতিগুলোকে সত্যিকার অর্থে মর্যাদা দেবেন । সবার সহযোগিতা ও দায়িত্বশীল ভূমিকায় চলমান সংকট ও অস্থিরতার অবসান ঘটবে।

প্রেস ক্লাব নেতৃবৃন্দ সহিংস ঘটনায় নিহতদের আত্মার শান্তি কামনা করে তাঁদের শোকসন্তপ্ত পরিবার পরিজনের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেন। যারা আহত হয়ে বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন তাদের আশু সুস্থতা কামনা করেন। সংবাদ

ছাত্র আন্দোলনের পক্ষে বিক্ষোভের জের আমিরাতে ৫৭ বাংলাদেশির কারাদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪ : বাংলাদেশে সম্প্রতি কোটা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছিলেন উপসাগরীয় দেশ সংযুক্ত আরব আমিরাতে থাকা প্রবাসী বাংলাদেশিরা। এর ঘটনায় ৫৭ বাংলাদেশিকে দীর্ঘ মেয়াদে সাজা দিয়েছে দেশটির কর্তৃপক্ষ। এমন সাজার নিন্দা জানিয়েছে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক সংগঠন হিউম্যান রাইটস ওয়াচ (এইচআরডব্লিউ)।

সংগঠনটির ওয়েবসাইট সূত্রে এ তথ্য জানা গেছে। গত ২৪ জুলাই প্রকাশিত ‘আনজাস্ট কনভিকশন ফলো বাংলাদেশ প্রটেস্ট’ শীর্ষক বিবৃতিতে আমিরাত কর্তৃপক্ষের ওই বিচারিক কর্মকাণ্ডকে ‘বিচারিক উপহাস’ বলে মন্তব্য করা হয়েছে।

জানা যায়, দেশটিতে যেকোনো ধরনের বিক্ষোভ নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কোটা সংস্কারের পক্ষে বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের সঙ্গে সংহতি জানিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করায় গত ২১ জুলাই ৫৭ বাংলাদেশি নাগরিককে কারাদণ্ড দেয় আমিরাত কর্তৃপক্ষ। এদের মধ্যে তিন বাংলাদেশিকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অন্যদের ১০ থেকে ১১ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছে আবুধাবির একটি আদালত।

ওই বিচারিক কার্যক্রম নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে এইচআরডব্লিউ। সংগঠনটি বলছে, এভাবে বিচারিক কার্যক্রম ‘অপমানজনক’ এবং ওই বিচারিক কার্যক্রম নিয়ে ন্যায্যতা এবং যথাযথ প্রক্রিয়া সম্পর্কে গুরুতর উদ্বেগ রয়েছে। সংগঠনটির গবেষক জোই শিয়া এই বিচারিক কার্যক্রমকে ‘বিচারিক উপহাস’ বলে মন্তব্য করেছেন।

তিনি বলেছেন, তদন্ত শুরু করে এত অল্প সময়ের সধ্যে বিচার শুরু এবং মাত্র ৪৮ ঘণ্টারও কম সময়ের মধ্যে রায় প্রদান করা হলে আসামিদের ন্যায্য বিচার পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা থাকে না।

সংযুক্ত আরব আমিরাত কর্তৃপক্ষ বিক্ষোভ সম্পর্কে কিছু বিবরণ দিয়েছে। এইচআরডব্লিউ বলেছে, দেশটি বেশ কয়েকটি ভিডিও প্রকাশ করেছে যেখানে আমিরাতে বেশ কয়েকটি স্থানে বিক্ষোভের চিত্র দেখা গেছে। দুবাই মলের কাছে রেকর্ড করা একটি ভিডিওতে দেখা গেছে, কয়েক শত থেকে কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী সড়কে জড়ো হয়ে বাংলাদেশের শিক্ষার্থীদের পক্ষে স্লোগান দিয়েছে।

উল্লেখ্য, আরব আমিরাতে যেকোনো বিক্ষোভ বা সরকারের সমালোচনাকে কঠোরভাবে দমন করা হয়। দেশটিতে যেকোনো ধরণের অননুমোদিত প্রতিবাদ, সরকারের সমালোচনা করে সভা করা নিষিদ্ধ। এতে দেশটিতে সামাজিক অস্থিরতা তৈরি হতে পারে বলে মনে করে আরব আমিরাতে সরকার।

ধর্ষণ জঘন্যতম অপরাধ

মাওলানা কাওসার আহমদ যাকারিয়া

এক যুবক সরাসরি নবীজী সা:-এর কাছে এসে ব্যভিচারের মতো জঘন্য অপরাধের অনুমতি চেয়ে বসল। নবীজী সা: তাকে যেভাবে সংশোধন করলেন। তার অন্তর থেকে কীভাবে ব্যভিচারের মূলোৎপাটন করলেন।

যুবক এসে বলল, আমাকে জিনার অনুমতি দিন। অন্যরা ধমকাতে লাগল- এই তুমি কার সামনে কী বলছ? চুপ করো! নবীজী ধমক দিলেন না। কাছে ডেকে নিলেন। বললেন, 'তোমার মায়ের সাথে কারো ব্যভিচার করা কি তুমি পছন্দ করো?'

আল্লাহর কসম, আপনার ওপর আমার জান কোরবান হোক! কক্ষনো আমি এটি পছন্দ করব না, এটি হতে দেবো না।

'কোনো মানুষই তার মায়ের সাথে কারো ব্যভিচার করাকে পছন্দ করবে না। তোমার মেয়ের সাথে কারো ব্যভিচার করা কি তুমি পছন্দ করো?' আল্লাহর কসম, আপনার ওপর আমার জান কোরবান হোক! কখনো আমি এটি পছন্দ করব না, এটি হতে দেবো না। কোনো মানুষই তার মেয়ের সাথে কারো ব্যভিচার করাকে পছন্দ করবে না।

'তোমার বোনের সাথে কারো ব্যভিচার করা কি তুমি পছন্দ করো?' আল্লাহর কসম, আপনার ওপর আমার জান কোরবান হোক! কখনো আমি এটি পছন্দ করব না, এটি হতে দেবো না। কোনো মানুষই তার বোনের সাথে কারো ব্যভিচার করাকে পছন্দ করবে না।

'তোমার ফুফুর সাথে কারো ব্যভিচার করা কি তুমি পছন্দ করো?' আল্লাহর কসম, আপনার উপর আমার জান কোরবান হোক! কখনো আমি এটি পছন্দ করব না, এটি হতে দেবো না। কোনো মানুষই তার ফুফুর সাথে কারো ব্যভিচার করাকে পছন্দ করবে না।

'তোমার খালার সাথে কারো ব্যভিচার করা কি তুমি পছন্দ করো?' আল্লাহর কসম, আপনার উপর জান কোরবান হোক! কখনো আমি এটি পছন্দ করব না, এটি হতে দেবো না। কোনো মানুষই তার খালার সাথে কারো ব্যভিচার করাকে পছন্দ করবে না। নবীজী তাকে আরো কাছে টানলেন। তার গায়ে হাত রেখে দোয়া করে দিলেন- 'আল্লাহ! আপনি তার গুনাহ ক্ষমা করে দিন। হৃদয়টা পবিত্র করে দিন (অন্যায় কাজ থেকে) হিফাজতে রাখুন।' বর্ণনাকারী আবু উমামা রা: বলেন, এরপর সে আর কোনো দিন ব্যভিচারের দিকে ফিরেও তাকায়নি (মুসনাদে আহমাদ, হাদিস-২২২১১)।

অর্থাৎ, নবীজী সা: তার মানসিকতার পরিশোধন করলেন, 'নিজের মা-বোন, মেয়ে, খালা-ফুফুর জন্য যা তোমার পছন্দ নয়, অন্যের মা-বোন, মেয়ে, খালা-ফুফুর সাথে তা কীভাবে করবে?'

এই অনুভূতি যদি অন্তরে বদ্ধমূল হয়ে যায়, তাহলে কি কোনো নারী যৌন হয়রানি বা যৌন নির্যাতন কিংবা ধর্ষণের শিকার হতে পারে?

উপরিউক্ত হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা: যুবকের মানসিকতার পরিবর্তন করলেন নিজের রক্ত-সম্পর্কের নারীদের উদাহরণ টেনে, যাদের সামান্য ক্ষতিও কেউ চায় না। তার দৃষ্টি খুলে দিলেন, তোমার আপনজনদের যে ক্ষতি তুমি চাও না; সবাই নিজ নিজ আপনজনের এ ক্ষতি চায় না; নিজ মা-মেয়ে-বোন-খালা-ফুফুর সামান্য ক্ষতি চায় না। আর প্রতিটি নারীই কারো না কারো মা-মেয়ে-বোন-খালা-ফুফু।

জিনা-ধর্ষণের উল্লেখযোগ্য একটি ক্ষেত্র হলো- প্রতিবেশী নারী। এ অপরাধের পাপবোধ ও ভয়াবহতা যেন পুরুষের অন্তরে থাকে তাই একটি হাদিসে রাসূলুল্লাহ সা: প্রতিবেশীর সাথে ব্যভিচারকে জঘন্য অপরাধ সাব্যস্ত করেছেন।

এক সাহাবি রাসূলুল্লাহ সা:-কে জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহর কাছে সবচেয়ে বড় গোনাহ কোনটি? তিনি বললেন, 'আল্লাহর কোনো সমকক্ষ সাব্যস্ত করা অথচ তিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন।' জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? বললেন, 'সন্তান তোমার খাবারে ভাগ বসাবে এই ভয়ে তাকে হত্যা করা।' জিজ্ঞেস করলেন, তারপর কোনটি? বললেন, 'প্রতিবেশীর স্ত্রীর সাথে ব্যভিচার করা' (মুসলিম-১৪২)।

ইসলাম নারীর ব্যাপারে পুরুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও মানসিকতার সংশোধন করে, নারীকে সম্মান ও সহানুভূতির স্থানে অধিষ্ঠিত করে। পুরুষের মনে আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহির কথা বারবার স্মরণ করিয়ে দেয়। নারীর প্রতি যেকোনো ধরনের অন্যায় আচরণের ক্ষতি ও ভয়াবহতা তুলে ধরে পুরুষকে অন্যায় থেকে বিরত রাখে। পুরুষের অন্তরে এ কথা বদ্ধমূল করে- নারীর সাথে আচরণ হতে হবে তার সম্মান ও মর্যাদা বিবেচনায় রেখেই। তার প্রতি মানসিকতা থাকবে সম্মান ও সহানুভূতির। আর এর অনুকূল সব ব্যবস্থাই ইসলাম গ্রহণ করেছে।

জিনা (ব্যভিচার) একটি চরম অপরাধ। অনেক অপরাধের সমষ্টি। মানবসভ্যতার জন্য মারাত্মক হুমকি। নির্লজ্জতা ও বেহায়াপনার চূড়ান্ত রূপ। এতে আত্মিক, মানসিক, শারীরিক, চারিত্রিক, সামাজিক বহু রকমের বিপর্যয় ঘটে। এর কুফল কখনো কখনো গোটা সমাজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে।

ইসলাম জিনার কাছে যেতেও নিষেধ করে

'তোমরা ব্যভিচারের কাছেও যেও না। নিশ্চয় তা অশ্লীলতা ও বিপথগামিতা' (সূরা বনি ইসরাইল-১৭ : ৩২)। জিনা কত নিকৃষ্ট তা বোঝার জন্য এই একটি আয়াতই যথেষ্ট। এখানে 'জিনা করো না' এ কথা বলা হয়নি; বরং এর কাছে যেতেও নিষেধ করা হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায়, এটি কত জঘন্য অপরাধ।

ধর্ষণ কেন নিন্দনীয়? এর কারণ কি শুধু এটি যে, এতে নারীর সন্তুষ্টি বিদ্যমান থাকে না, নাকি এর কারণ এই যে, এতে মানসিক, শারীরিক, সামাজিক ইত্যাদি বিপর্যয় ঘটে? সর্বোপরি তা সুস্পষ্ট কবিরা গুনাহ। আমরা মনে করি, এগুলোই ধর্ষণ অন্যায় হওয়ার মূল কারণ। বলার অপেক্ষা রাখে না, এ বিষয়গুলো জিনা, স্বেচ্ছায় ধর্ষণ ও ট্র্যাপে পড়া ধর্ষণে আরো প্রকটভাবে বিদ্যমান। তো একে কেন অন্যায় মনে করা হয় না?

ইসলামে শুধু অবৈধ শারীরিক সম্পর্কের চূড়ান্ত রূপটিই জিনা নয়; বরং যেসব কাজ জিনার প্ররোচনা দেয় সেগুলোও কঠোরভাবে নিষিদ্ধ এবং তাও জিনা বলে গণ্য। হাদিস শরিফে বর্ণিত আছে, 'চোখের ব্যভিচার হলো দেখা। কানের ব্যভিচার শোনা। জিহ্বার ব্যভিচার বলা। হাতের ব্যভিচার ধরা। পায়ের ব্যভিচার হাঁটা। মন কামনা করে আর লজ্জাস্থান তা সত্য বা মিথ্যায় পরিণত করে' (মুসলিম-২৬৫৭)।

অর্থাৎ চোখ-কান-হাত-পা-জিহ্বা সবই জিনা করে, জিনার প্ররোচনা দেয়, যা পূর্ণতা পায় লজ্জাস্থানের মাধ্যমে। সুতরাং এসব অঙ্গের ব্যাপারে সতর্ক থাকতে হবে।

বিশেষত চোখের ব্যাপারে খুব সতর্ক থাকা চাই। যেসব জিনিস দেখা নাজায়েজ সেগুলো থেকে দৃষ্টিকে হিফাজত করতে হবে (যেমন- বেগানা নারী, পর-পুরুষ, অশ্লীল ছবি ইত্যাদি)। অবৈধ জিনিস দেখা অবৈধ কাজের প্ররোচণা দেয়, মনে কুচিন্তা আনে। পর্নোগ্রাফিতে আসক্তির কারণে বিকৃত যৌন ইচ্ছা জন্মাতে পারে, যা ধর্ষণের মানসিকতাকে উসকে দেয়। বস্তুত কুনজর হচ্ছে অনৈতিক কাজের 'ভূমিকা'। এ জন্য হাদিসে একে ব্যভিচার হিসেবে গণ্য করা হয়েছে।

জিহ্বার জিনা দ্বারা উদ্দেশ্য হলো মুখে এমন কিছু বলা, যার ফলে অন্তরে জিনার চিন্তা আসে। এ জাতীয় জিনিস সেবন করা ও ভক্ষণ করাও এতে অন্তর্ভুক্ত হবে। এ প্রসঙ্গে মাদকদ্রব্যের কথা উল্লেখ করা যায়। মাদকাসক্তি মানবসভ্যতার জন্য বিরাট হুমকি। মাদকদ্রব্যের নেশার ছোবল অত্যন্ত ভয়াবহ। এতে ব্যক্তি শুধু পরিবার ও সমাজ থেকেই বিচ্ছিন্ন হয় না; তার গোটা জীবন ধ্বংস হয়। মাদক কেবল সমাজ ও জাতির জন্যই ক্ষতিকর নয়; সভ্যতা ও সংস্কৃতিকেও বিপন্ন করে। মদ্যপান সব অশ্লীলতার মূল এবং অনেক বড় বড় পাপের পথ উন্মুক্ত করে। এতে মানুষের সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য বুদ্ধি-বিবেচনা বিলুপ্ত হয়ে যায়। যার ফলে সে অতি সহজেই চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, ধর্ষণসহ নানা রকম অসামাজিক কাজে লিপ্ত হয়।

মদকে কুরআনে শয়তানের 'গান্দা কর্ম' আর হাদিসে সব অশ্লীলতার মূল আখ্যা দেয়া হয়েছে।

কানের জিনা প্রসঙ্গে গানবাদ্যের কথা আলোচনা করা যায়। গানবাদ্য বহু অন্যায়ের সমষ্টি। এতে অন্তরে কপটতা, ব্যভিচারের প্রেরণা, কুরআনের প্রতি অনীহা সৃষ্টি এবং অন্তর থেকে আখিরাতের চিন্তা নির্মূল হয়। আর বর্তমানের গান তো অশ্লীলতা ও যৌনতার আকর্ষণে ঠাসা, যা মানুষকে অবৈধ সম্পর্কের প্ররোচনা দেয় এবং অনৈতিক কাজের প্রতি প্রলুব্ধ করে। বিখ্যাত মুহাদ্দিস ও বুজুর্গ ইমাম ফুজায়েল ইবনে ইয়াজ রহ: যথার্থই বলেছেন, 'গান ব্যভিচারের মন্ত্র'।

সার কথা, ধর্ষণ একটি ভয়াবহ ব্যাধি। এ কেবল যৌন নির্যাতনই নয়; বৃহত্তর সামাজিক অন্যায়ের বহিঃপ্রকাশ। দেশ ও জাতির জন্য কলঙ্ক। অনৈতিকতা ও পাশবিকতার চূড়ান্ত পর্যায়। এ থেকে আমাদের রক্ষা পেতেই হবে। তবে তা যেন শুধু মুখ পর্যন্ত সীমাবদ্ধ না থাকে; বরং কর্ম ও আচরণেও প্রকাশ পায়। যেসব জিনিস ধর্ষণের মনস্তত্ত্ব তৈরি করে, একে উসকে দেয় এবং যে পরিবেশ-পরিস্থিতি ও অবস্থানের সমন্বয়ে মানুষ এর প্রতি প্রলুব্ধ হয়, সেগুলো থেকে প্রত্যেককে নিজ নিজ শক্তি-সামর্থ্য অনুযায়ী বেঁচে থাকতে হবে।

জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তা বন্ধের জন্য দায়িত্বশীলদের কাছে দাবি জানাতে হবে। সুস্থ ও সুষ্ঠু সংস্কৃতি চর্চা করতে হবে। সর্বোপরি ইসলামী চেতনায় উজ্জীবিত হতে হবে; আল্লাহর ভয় ও আখিরাতের জবাবদিহির কথা অন্তরে সদা সর্বদা দৃঢ়ভাবে রাখতে হবে।

লেখক: ইসলামী কলামিস্ট, মজলিশপুর, ব্রাহ্মণবাড়িয়া

আখেরাতে নামাজের হিসাব আগে

মিজান ইবনে মোবারক

নামাজ ইসলামের পঞ্চম রোকনের দ্বিতীয় রোকন। দ্বীন ও ইসলামের ভিত্তি। কুরআনে আল্লাহতায়ালা অসংখ্য স্থানে নামাজের নির্দেশ দিয়েছেন। অসংখ্য হাদিসে নামাজের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। নামাজ এমন একটি ফরজ ইবাদত, যার কোনো বিকল্প নেই। একজন অসুস্থ বা মুসাফির ব্যক্তি রোজা না রেখে পরেও রাখতে পারে। একেবারে অক্ষম হলে ফিদিয়া বা কাফফারা দিতে পারে। কিন্তু নামাজের ক্ষেত্রে সে বিধান নেই। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর নামাজ ফরজ। কোনো ওজর না থাকলে পূর্ণ নিয়মানুযায়ী দাঁড়িয়ে নামাজ আদায় করতে হবে। তা না হলে বসে, তাও সম্ভব না হলে শুয়ে, তাও যদি সম্ভবপর না হয় তাহলে ইশারায় নামাজ আদায় করতে হবে। কাপড় না থাকলে বিবস্ত্র অবস্থায় নামাজ আদায় করতে হবে। কিন্তু তবুও নামাজ পরিত্যাগের সুযোগ নেই। হ্যাঁ, একান্ত ওজরের কারণে শরিয়তের পক্ষ থেকে ব্যক্তিবিশেষের প্রতি শিথিলতা প্রদর্শন করা হয়েছে। যেমন-মহিলাদের মাসিক ঋতুস্রাবের দিনগুলোতে এবং সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরবর্তী সর্বোচ্চ চল্লিশ দিন পর্যন্ত আল্লাহতায়ালা তাদেরকে নামাজ থেকে অব্যাহতি দিয়েছেন।

যে ব্যক্তি নামাজকে হেফাজত করে, এ নামাজ কিয়ামতের দিন তার জন্য নুর হবে, দলিল হবে এবং নাজাতের কারণ হবে। যে ব্যক্তি ঠিকভাবে নামাজ আদায় করে না, তার জন্য কিয়ামতের দিন নামাজ নুর হবে না, দলিল হবে না এবং নাজাতের উপায়ও হবে না। আল্লাহতায়ালা ইরশাদ করেন, 'তোমরা নামাজের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাজের প্রতি এবং আল্লাহর সামনে বিনীতভাবে দণ্ডায়মান হও' (সূরা বাকারা : ২৩৮)। নামাজ হলো আল্লাহতায়ালা ও বান্দার মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের বিশেষ মাধ্যম। বান্দা নামাজ আদায়ের মাধ্যমে আল্লাহতায়ালার সম্মান এবং তার আনুগত্য পালনার্থে স্বীয় সম্মানিত অঙ্গগুলো আল্লাহতায়ালার সামনে ঝুঁকায়। এর দ্বারা বান্দা মহামহীয়ান আল্লাহতায়ালার সামনে নিজেকে তুচ্ছ জ্ঞান করার পাশাপাশি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান প্রভুর দাসত্বের প্রকাশ ঘটে। নামাজ মুমিনের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ। নামাজের প্রতি রয়েছে তাদের অপরিসীম গুরুত্ব। নামাজের গুরুত্ব সম্পর্কে রাসূল (সা.) বলেছেন, 'ইমান ও কুফরের ব্যবধান হলো সালাত (নামাজ) পরিত্যাগ করা।' (তিরমিজি : ২৬১৯)। বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত; রাসূল (সা.) বলেছেন, '(মুনাফিকদের জান-মাল রক্ষার জন্য) তাদের ও আমাদের মাঝে চুক্তির শর্ত হলো সালাত (নামাজ)। যে ব্যক্তি সালাত (নামাজ) পরিত্যাগ করল সে কুফরি করল' (তিরমিজি : ২৬২২)।

অন্য এক হাদিসে এসেছে, কিয়ামতের দিন বান্দার আমলের মধ্যে প্রথম হিসাব নেওয়া হবে নামাজের। যদি তা সঠিক বলে গণ্য হয়, তবে সে হবে কল্যাণপ্রাপ্ত ও সফলকাম। আর যদি তা সঠিক বলে গণ্য না হয়, তবে সে হবে ব্যর্থ ও ক্ষতিগ্রস্ত। ফরজের মধ্যে যদি কোনো ত্রুটি দেখা যায়, তাহলে আল্লাহতায়ালা বলবেন, 'লক্ষ কর, আমার বান্দার কোনো নফল আমল আছে কিনা? তা দিয়ে তার ফরজের যতটুকু ত্রুটি আছে তা পূরণ করে দাও। অতঃপর এমনই হবে তার অন্যান্য আমলের অবস্থা' (তিরমিজি : ৪১৩)।

কেবল মুনাফিক, ফাসেক ব্যক্তিরাই নামাজে অলসতা করে এবং নামাজ ত্যাগ করার মতো দুঃসাহস করে। যে ব্যক্তি নামাজ নষ্ট করে, সে তার দ্বীন নষ্ট করে এবং নিজেকে ধ্বংসের মুখে পতিত করে। আল্লাহতায়ালা বলেন, 'নিশ্চয়ই মুনাফিকরা আল্লাহকে ধোঁকা দেয়। আর তিনি তাদের ধোঁকায় ফেলেন। আর যখন তারা নামাজে দাঁড়ায় তখন অলসভাবে দাঁড়ায়, তারা লোকদের দেখায় এবং তারা আল্লাহকে কমই স্মরণ করে' (সূরা নিসা : ১৪২)।

নামাজের সময়সূচী

দিন	তারিখ	ফজর	সানরাইজ	যোহর	আসর	মাগরিব	এশা
শুক্রবার	২	৩:৪২	৫:২৪	০১:১২	৬:২২	৮:৪৯	৯:৫৩
শনিবার	৩	৩:৪৪	৫:২৫	০১:১২	৬:২১	৮:৪৮	৯:৫২
রবিবার	৪	৩:৪৬	৫:২৭	০১:১২	৬:২০	৮:৪৬	৯:৫০
সোমবার	৫	৩:৪৮	৫:২৮	০১:১২	৬:১৯	৮:৪৪	৯:৪৮
মঙ্গলবার	৬	৩:৫০	৫:৩০	০১:১২	৬:১৮	৮:৪২	৯:৪৭
বুধবার	৭	৩:৫১	৫:৩১	০১:১১	৬:১৭	৮:৪১	৯:৪৬
বৃহস্পতিবার	৮	৩:৫৪	৫:৩২	০১:১১	৬:১৬	৮:৩৯	৯:৪৪

গাজায় পোলিও মহামারি ঘোষণা, দায়ী ইসরাইল

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪ : ফিলিস্তিনের অবরুদ্ধ গাজা উপত্যকায় পোলিও মহামারি ঘোষণা করা হয়েছে। ইসরাইলি বাহিনীর ধ্বংসাত্মক সামরিক আগ্রাসনকে এই স্বাস্থ্য সংকটের জন্য দায়ী করেছে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়।

সোমবার গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় টেলিগ্রামে দেওয়া এক বিবৃতিতে এসব কথা জানিয়েছে। খবর আলজাজিরার।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এই পরিস্থিতি গাজা ও প্রতিবেশী দেশগুলোর বাসিন্দাদের জন্য একটি বড় স্বাস্থ্য ঝুঁকি তৈরি করেছে।

হামাস পরিচালিত স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় জানিয়েছে, নতুন এই পোলিও মহামারি বিশ্বব্যাপী পোলিও নির্মূল কর্মসূচিতে বাধা সৃষ্টি করছে। খাবার পানি ও ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যবিধির অভাব, ক্ষতিগ্রস্ত পয়ঃনিষ্কাশন নেটওয়ার্ক এবং টনকে টন ময়লা অপসারণের জন্য ইসরায়েলি আগ্রাসন বন্ধ করতে অবিলম্বে হস্তক্ষেপের আহ্বান জানানো হয়েছে।

চলতি মাসের শুরুর দিকে গাজার স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় কম্পোনেন্ট পোলিওভাইরাস টাইপ ২ শনাক্তের ঘোষণা দিয়েছিল। এই ভাইরাসটি নর্দমায় পাওয়া গেছে, যা বাস্তুচ্যুত ফিলিস্তিনিদের আশ্রয় শিবিরের তাঁবু থেকে সংগ্রহ করা হয় এবং তাদের মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে।

জাতিসংঘের শিশু বিষয়ক সংস্থা ইউনিসেফের সঙ্গে সমন্বয় করে এই কার্যক্রম পরিচালিত হয়।

গত শুক্রবার, পয়ঃনিষ্কাশন ব্যবস্থায় ভাইরাস শনাক্ত হওয়ার পর, বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (ডব্লিউএইচও) গাজায় ১০ লাখের বেশি পোলিও টিকা পাঠানোর ঘোষণা দিয়েছে। শিশুদের এই ভাইরাস থেকে রক্ষা করার জন্য আসন্ন দিনগুলোতে এসব টিকা প্রদান করা হবে।

এই সংকট মোকাবিলায় দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য স্থানীয় ও আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলি একত্রে কাজ করছে, যাতে গাজার জনগণ স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিশ্চিত করতে পারে।

কেরালার ভয়াবহ ভূমিধসে নিহত ৪৩, আটকা পড়েছে কয়েকশ

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪ : ভারতের সর্বদক্ষিণের রাজ্য কেরালার ওয়ানাড়ে প্রবল বৃষ্টির পর ব্যাপক ধস নেমেছে। এতে প্রাণ হারিয়েছেন অন্তত ৪৩ জন। এ ছাড়া কয়েকশ মানুষ আটকে পড়েছেন।

মঙ্গলবার জার্মানভিত্তিক সংবাদমাধ্যম ডয়চে ভেলের এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়।

প্রতিবেদনে বলা হয়, রাত ২টা থেকে ৪টার মধ্যে এই ধস নামে। ওয়ানাড়ের মেপ্পাডির কাছে পাহাড়ি এলাকায় ধস নেমেছে। সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে মুন্ডাকাই ও চোরালমালা এলাকা। দুর্গত মানুষকে হেলিকপ্টারে করে উড়িয়ে নিয়ে আসার চেষ্টা হচ্ছে।

এনডিআরএফসহ একাধিক সংস্থা ঘটনাস্থলে কাজ শুরু করে দিয়েছে। বিমানবাহিনীর সাহায্য চাওয়া হয়েছে।

ইউডিএফ বিধায়ক টি সিদ্দিকী বার্তা সংস্থা পিটিআইকে জানিয়েছেন, কতজন মারা গেছেন, কতজন নিখোঁজ, সেই সংখ্যা আমাদের কাছে নেই। অনেক এলাকার সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। এনডিআরএফ কর্মীরা সেসব জায়গায় যাওয়ার চেষ্টা করছেন। জেতা প্রশাসন দুর্গত মানুষকে হেলিকপ্টারে করে নিয়ে আসার চেষ্টা করছে।

ভারতীয় সংবাদমাধ্যম এনডিটিভি জানিয়েছে, এ ঘটনায় অন্তত পক্ষে ৪৩ জন মারা গেছেন।

প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে– মুন্ডাক্কাই, চোরালমালা, আত্তারমালা, নুলপুঝার মতো এলাকাগুলোর অবস্থা সবচেয়ে খারাপ। সেখানে সেতু ভেঙে পড়েছে। রাস্তা ভেসে গেছে। অনেক জায়গায় যাওয়া যাচ্ছে না।

রাজ্যটির মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন জানিয়েছেন, রাজ্যের সব মন্ত্রী ওয়ানাড়ে ত্রাণকাজের সমন্বয় করছেন। রাজ্যের সব এজেন্সি ত্রাণকাজে নেমে পড়েছে। এসডিআরএফ, এনডিআরএফ, কুন্নুর ডিফেন্স সিকিউরিটি কোর ত্রাণের কাজে নেমে পড়েছে। বিমানবাহিনীর হেলিকপ্টার ত্রাণের কাজে ওয়ানাড়ে যাচ্ছে।

নিউইয়র্কে গোলাগুলিতে হতাহত ৭

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাষ্ট্রে গোলাগুলির ঘটনায় একজন নিহত এবং আরও ৬ জন আহত হয়েছে। নিউইয়র্ক অঙ্গরাজ্যের রোচেস্টার সিটির একটি পার্কে স্থানীয় সময় রোববার এই ঘটনা ঘটেছে। যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন সংবাদমাধ্যম এ তথ্য নিশ্চিত করেছে।

রচেস্টার পুলিশ জানিয়েছে, স্থানীয় সময় রোববার সন্ধ্যা ৬টা ২০ মিনিটের দিকে হামলার খবর পেয়ে তারা ম্যাপলউড পার্কে পৌঁছান। সেখানে এলোপাথাড়ি গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে। অনেকেই সেখানে গুলিবিদ্ধ হয়েছেন।

ক্যাপ্টেইন গ্রেগ বেলো বলেন, গোলাগুলিতে প্রাপ্তবয়স্ক একজন নিহত হয়েছেন। তার বয়স ২০য়ের কোঠায়। এছাড়া আরও একজন গুরুতর আহত হয়েছেন। তার অবস্থা আশঙ্কাজনক। অপর পাঁচজন সামান্য আঘাত পেয়েছেন। তাদের হাসপাতালে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে।

এই গোলাগুলির ঘটনায় নিহত ব্যক্তির পরিচয় এখনো প্রকাশ করেনি পুলিশ। যে স্থানে গোলাগুলির ঘটনা ঘটেছে ঠিক সেখানেই একটি পার্টি হচ্ছিল বলে জানা গেছে। বেশ কয়েকটি এলাকার পুলিশ সদস্যরা গোলাগুলির খবর পেয়ে সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছান।

বেলো বলেন, এই মুহূর্তে আমরা ঠিক জানি না যে কতজন ব্যক্তি গুলি চালিয়েছিল। এখানে প্রত্যক্ষদর্শীদের সঙ্গে আমরা কথা বলে ঘটনার তদন্ত করছি।

এখনো পর্যন্ত কোনো সন্দেহভাজনকে

বাংলাদেশ নিয়ে যা বলেছি, ঠিক বলেছি : মমতা ব্যানার্জি

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪ : বাংলাদেশীদের আশ্রয় দেয়া নিয়ে নিজের মন্তব্যে অনড় থাকলেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি। স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন, যা বলেছেন, ঠিকই বলেছেন, জেনেই বলেছেন। মমতার দাবি, তার বক্তব্য উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে বিকৃত করেছে বিজেপি। তিনি নিজের মন্তব্য থেকে কোনোভাবেই পিছু হটছেন না। মুখ্যমন্ত্রীর কথায়, 'যা বলেছি ঠিক বলেছি, আমাকে যেন শেখাতে না আসে।'

শুক্রবার (২৬ জুলাই) বাংলাদেশ প্রসঙ্গে মমতা ব্যানার্জি বলেন, 'আমি সে দেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে মন্তব্য করব না। কিন্তু আমি যেটা বলেছি, তা হলো, কেউ যদি আশ্রয় চাইতে আমার সীমান্তে আসে, আমি অবশ্যই সাহায্য করবো। আমাদের বহু মানুষ বাংলাদেশে কাজ করছেন। তাদের পাসপোর্ট-ভিসা রয়েছে। বাংলাদেশ থেকেও অনেক মানুষ পশ্চিমবঙ্গে আসেন, পড়াশোনা করতে, চিকিৎসা করাতে। আমি সেই জায়গা থেকেই বলেছি, সমস্যায় পড়ে কেউ আমাদের কাছে সাহায্য চাইতে এলে আমরা পাশে থাকব। এটি সোজা কথা, এর পেছনে অন্য কোনো অর্থ নেই।'

তিনি আরো বলেন, আমাদের দুই হাজারের বেশি ছাত্রছাত্রী বাংলাদেশ থেকে ফিরে এসেছেন। তারা আমাদের সহায়তার জন্য অপেক্ষা করছিলেন। আমরা সাহায্য করে তাদের বাড়ি পৌঁছে দিয়েছি। আবার বাংলাদেশের

অনেক মানুষও এখন এ রাজ্যে রয়েছেন চিকিৎসার জন্য। তারাও তো ফিরতে চান তাদের দেশে। আমি কি তাদের না বলব? তাদেরও পাসপোর্ট-ভিসা সব রয়েছে।

মুখ্যমন্ত্রীর দাবি, 'আমি খুব সাধারণ কথাই বলেছি। কিন্তু আমার বক্তব্য বিকৃত করেছে বিজেপি, বাংলাদেশেও ভুলভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে।' তার মন্তব্য ভারতের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পরিপন্থী কি না- প্রশ্ন করা হলে মমতা স্পষ্ট বলেন, 'আমি সাতবার সংসদ সদস্য ছিলাম, দুইবার কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ছিলাম। অন্য যে কারো চেয়ে পররাষ্ট্রনীতি ভালো জানি। আমাকে এসব শেখাতে হবে না।'

কী বলেছিলেন মমতা : গত ২১ জুলাই এক সভায় পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বলেছিলেন, 'আমি বাংলাদেশ নিয়ে কোনো কথা বলতে পারি না, যা বলার ভারত সরকার বলবে। তবে বাংলাদেশের কোনো অসহায় মানুষ যদি পশ্চিমবঙ্গের দরজায় কড়া নাড়ে, তা হলে আমি নিশ্চয় তাদের আশ্রয় দেবো। কারণ জাতিসঙ্ঘের নিয়ম রয়েছে, অস্থিরতার কারণে কেউ উদ্বাস্তু হলে পাশের এলাকা তাকে আশ্রয় দেবে।'

মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেন, শরণার্থীদের বিষয়ে জাতিসঙ্ঘের নির্দেশিকা মেনেই রাজ্য সরকার যা করার করবে। তবে বাংলাদেশের পরিস্থিতি নিয়ে কোনো ধরনের প্ররোচনা বা উত্তেজনা সৃষ্টি না করার আবেদন জানান তিনি। এ সময় বাংলাদেশের সহিংসতায় নিহতদের প্রতি সমবেদনাও জানান মমতা ব্যানার্জি। তবে মমতার ওই মন্তব্যকে সহজভাবে নেয়নি বাংলাদেশ। এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহমুদ স্থানীয় সংবাদমাধ্যমকে বলেন, মমতা ব্যানার্জির সাথে আমাদের খুবই ঘনিষ্ঠ ও উষ্ণ সম্পর্ক। তার প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, এ মন্তব্যে নতুন করে বিভ্রান্তি তৈরি হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে।

এ ব্যাপারে ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে লিখিতভাবে অভিযোগও জানায় বাংলাদেশ। অন্য দিকে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও মমতাকে মনে করিয়ে দেয়, পররাষ্ট্রনীতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়ার এখতিয়ার কেবল কেন্দ্রীয় সরকারের। তাই অন্য রাষ্ট্রের বিষয়ে কেন্দ্রীয় সরকার বাদে আর কেউ মন্তব্য করতে পারে না।

খ্রিস্টানদের উদ্দেশে ডোনালড ট্রাম্প

এবারই শুধু ভোটটা দিন, ৪ বছর পর আর দিতে হবে না

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪ : মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের আগে বাড়ছে উত্তাপ। একদম খোলাখুলি মেরুকরণের পথে হাঁটলেন সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনালড ট্রাম্প। সরাসরি খ্রিস্টানদের প্রতি বিশেষ আর্জি জানালেন, সেইসঙ্গে আক্রমণ শানালেন কমলা হ্যারিসকে।

আগামী নভেম্বরের নির্বাচনের আগে ফ্লোরিডার সভা থেকে খ্রিস্টানদের উদ্দেশ্যে ট্রাম্প বলেন, 'এবারই শুধু ভোটটা দিন। তাহলে তিনি সবকিছু এমনভাবে ঠিক করে দেবেন যে তাদের আর চার বছর পরে গিয়ে কোনওদিন ভোট দিতে হবে না।'

তিনি বলেন, 'আমার প্রিয় খ্রিস্টানরা, এবারই শুধু আপনাদের বাইরে বেরিয়ে ভোট দিতে হবে। এরপর আপনাদের আর ভোট দিতে হবে না। আমি আপনাদের ভালোবাসি খ্রিস্টানরা।'

এসময় কমলাকে আক্রমণ করে ট্রাম্প বলেছেন, 'এই নভেম্বরে কমলা হ্যারিসের উদারপন্থী চরমপন্থাকে নাকচ করে দেবেন আমেরিকার মানুষ। ভোটে ধরাশায়ী হয়ে যাবেন কমলা হ্যারিসরা।'

যদিও ট্রাম্পের এই মন্তব্য নিয়ে কমলা হ্যারিস আপাতত কোনও মন্তব্য করেননি। এমনকি সরাসরি কোনও মন্তব্য করেননি মার্কিন ভাইস-প্রেসিডেন্টের প্রচারের সঙ্গে যুক্ত কোনো কর্মকর্তাও। তবে সার্বিকভাবে ট্রাম্প যে ভাষণ দিয়েছেন, সেটাকে উদ্ভট এবং পশ্চাদমুখী বলে উল্লেখ করেছেন কমলার প্রচারের মুখপাত্র জেসন সিঙ্গার।

তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি

বঙ্গবীর কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম

বাংলাদেশ প্রতিদিনে লেখালেখি করি তা প্রায় দেড় দশক। পত্রিকাটির জন্মলগ্ন থেকেই লিখতে আরম্ভ করেছিলাম। মাঝেমধ্যে দুই-চার পর্ব বাদ পড়েছে। বয়স হয়েছে তাই যিনি বা যারা সম্পাদনা করেন তাদের কিছু কিছু কাটাকাটি ভালো লাগে না, বিরক্তি লাগে। সেজন্য এবং অন্যান্য কারণে দুই-চার বার লেখা হয়নি। এবারও দেখেছি জনাব ওবায়দুল কাদের চিবিয়ে চিবিয়ে কথা বলেন সাধারণ মানুষ সেটা পছন্দ করে না। সাধারণত বাংলার মানুষ চিবিয়ে চিবিয়ে খাবার খায়, কথা বলে না। সবই ছেপেছেন। কিন্তু ভদ্রলোক অসুস্থ হওয়ার পর এখন পুরোপুরি সুস্থ কি না একটা ডাক্তারি দল দিয়ে পরীক্ষার অনুরোধ করেছিলাম। লাইনটি বাদ দিয়ে দিয়েছেন। কেন এমন করেন তা যারা কাটাকাটি করেন তারাই জানেন। মঙ্গলবারের লেখার সব সময়ই কমবেশি প্রতিক্রিয়া পাই। কিন্তু গত পর্বের প্রতিক্রিয়া ছিল অস্বাভাবিক। দুটি প্রসঙ্গে সব থেকে বেশি মতামত এসেছে। একটি সর্বদলীয় সংলাপ, অন্যটি ওবায়দুল কাদের প্রসঙ্গে। অত মানুষ যে তার ওপর বিরক্ত বিষয়টা আমার জানা ছিল না। মানুষ বিরক্ত তা বুঝতাম, অশান্তির অনেকটাই তিনি এবং সাংগঠনিকভাবে সরকারি দল পিছিয়ে পড়ার জন্যও তিনি দায়ী। ওসব অনেকের কাছে শুনেছি, কিন্তু এতটা ভাবিনি। ছাত্রলীগের তিনি যখন নেতা ছিলেন তখন তার যে উদ্দীপনা ছিল এখন সেসবের লেশমাত্রও নাকি নেই। আর যেখানে '৫৭ সালে কাগমারী মহাসম্মেলনে দল এবং সরকারের দুই পদের মধ্যে বঙ্গবন্ধু শুধু দলীয় সাধারণ সম্পাদকের পদ বেছে নিয়েছিলেন। সেই দলে তার প্রিয় কন্যার নেতৃত্বে একই ব্যক্তি দলের এবং সরকারের দুই পদে বহাল এটা নেতা ও পিতাকে কতটা অনুসরণ ভাবতে হবে। ওবায়দুল কাদের অনেক সমস্যারই কেন্দ্রবিন্দু এ কথার জন্য আওয়ামী লীগের শতকরা ৯০ জন নেতা-কর্মী যোগাযোগ করেছে, খুশি হয়েছে। আমি খুবই বিরক্ত ছিলাম যখন ওবায়দুল কাদের বলেছিলেন, 'শেখ হাসিনা পালাবে না। তিনি পালাবার মতো নেতা নন।' আমার এত খারাপ লেগেছিল লিখতে গিয়েও গত পর্বে কথাটি লিখিনি। কারণ এখন আর ওবায়দুল কাদেরের কথায় দেশবাসী যেখানে তেমন গুরুত্ব দেয় না, সেখানে আমি গুরুত্ব দিয়ে কী করব? কিন্তু সে দিন কথাটি যখন বোন বললেন তখন সত্যিই খুব খারাপ লাগল। তাকে পালাতে হবে কেন? তার বাবা মৃত্যুর মুখেও পালাননি, তিনি পালাবেন কেন? কিন্তু ওবায়দুল কাদেরের কথায় মনে হচ্ছিল, 'মাচার তলে কে রে? গুড় খাই না।' কে বলেছেন নেত্রী পালাবেন? তিনি পালাতে যাবেন কেন? আমি তো চাই শুধু আমি কেন, মনে-প্রাণে যারা এ দেশের স্বাধীনতা লালন করে তারা সবাই চায় তিনি সবাইকে নিয়ে দেশ চালান, সম্মানে থাকুন, ভালো থাকুন। বিরোধীদের শত্রু না ভেবে প্রতিদ্বন্দ্বী ভাবার চেষ্টা করুন। কিন্তু কেন যেন তেমন হচ্ছে না।

কোটা সংস্কার দাবির মধ্য দিয়ে মূলত আন্দোলনের সূচনা। মেধা মেধা যারা করছে তারা ব্যাপারটা কতটা বুঝে করছে বলতে পারব না। স্বাধীনতার পর থেকেই মুক্তিযোদ্ধাদের তেমন কোনো মর্যাদা দেওয়া হয়নি। বরং তাদের সামাজিকভাবে নিচু দেখাবার চেষ্টা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু যতদিন বেঁচেছিলেন তিনি পিতার অবস্থান থেকে ব্যক্তিগতভাবে আদর-যত্ন সম্মান করার চেষ্টা করলেও দলীয়, সামাজিক এবং সরকারিভাবে প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের শুধু ছোট করার চেষ্টা হয়েছে, কোনো সম্মান করা হয়নি। বঙ্গবন্ধু নিহত হওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা ছিল সবচাইতে দুর্যোগে দুর্বিপাকে। একসময় মুক্তিযোদ্ধা হলেই জেল। এরপর জিয়াউর রহমানের সময় সব জাতীয়তাবাদী মুক্তিযোদ্ধা।

আবার এখন বোনের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে মুক্তিযুদ্ধের সময় মায়ের পেটে থাকারাও কেউ কেউ মুক্তিযোদ্ধা। অথচ এখনো প্রকৃত মুক্তিযোদ্ধাদের অনেকেই বাদ পড়ে আছে। আমি জোর দিয়ে বলতে পারি, দাড়িয়াপুরের শাজাহান শুধু মুক্তিযুদ্ধই করেনি, '৭৫-এ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিরোধ যুদ্ধেও শরিক হয়েছিল। প্রথম যুদ্ধাহতদের ৭৫ টাকা সম্মানি দিয়ে শুরু করা হয়েছিল। এরপর যখন মুক্তিযোদ্ধাদের সম্মানি দেওয়া শুরু হয় তখন থেকেই শাজাহান মুক্তিযোদ্ধা সম্মানি পেয়েছে, শাজাহান মারা গেলে উত্তরাধিকার হিসেবে তার স্ত্রী পেয়েছে। হঠাৎ ভাতা বন্ধ। হলুদ নাকি লাল বার্তায় তার নাম নেই। দুই-তিনবার মুক্তিযুদ্ধবিষয়ক মন্ত্রীকে বলেছি। কিন্তু কোনো প্রতিকার হয়নি। এমনই চলছে মন্ত্রণালয়। কিছুই করার নেই। এরকম সময়ে সারা দেশে একটি মারাত্মক কেয়ামত হয়ে গেল। সবকিছু নিয়ন্ত্রণের একটা পথ ও পদ্ধতি থাকে। তার বাইরে গেলে সংঘাত বাধে। আমাদের ক্ষেত্রে তেমনটাই হয়েছে। সময়ের কাজ সময়ে করলে এমনটা হতো না। ইদানীং পুরো প্রশাসন প্রধানমন্ত্রী নির্ভর। তিনি চীন থেকে এসে রাজাকারের নাতি-পুতি কথাটা যদি না বলতেন তাহলে অত কিছু হতো না। আমি জোর দিয়ে বলেছি, আবার বলছি প্রধানমন্ত্রীর সেদিনের কথায় কাউকে নির্দিষ্ট করে রাজাকার আলবদর বলা হয়নি। তিনি একটা দৃষ্টান্ত দেওয়ার চেষ্টা করছিলেন। কয়েক বছর আগে বড়ভাই লতিফ সিদ্দিকীর আমেরিকায় একটি বিবৃতি নিয়ে সারা দেশে যে তোলপাড় এবং ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল সে নিয়ে আমি পরিবারের পক্ষ থেকে দেশবাসী ও আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম। সে নিয়েও বড়ভাই আমাকে অনেক বকাঝকা করেছিলেন। পিতার মতো বড়ভাই বকাঝকা করতেই পারেন। সারা জীবন বঙ্গবন্ধুর জন্য উৎসর্গ করেছি। সেই দাবি এবং অধিকারে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর পক্ষে দেশবাসীর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করেছিলাম। আমি আমার বিশ্বাসের বাইরে যাই না। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বোন শেখ হাসিনাও দেশবাসীর কাছে দুঃখ প্রকাশ করলে আমার বিশ্বাস তিনি ছোট হতেন না। বরং শুধু এখনকার জন্য নয়, অতীত এবং ভবিষ্যতে সব নেতার চাইতে বাংলা এবং বাঙালির কাছে প্রিয় নেত্রী হিসেবে বিবেচিত হতেন। তা যাই হোক, দুঃখ প্রকাশের সময় পেরিয়ে যায়নি। তিনি দেশের প্রধানমন্ত্রী তিনি যখন যেটা উপযুক্ত মনে করবেন তখন সেটা করবেন। তার জ্ঞানবুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা আমাদের মতো লক্ষ নির্বোধকে একত্র করলে যতটুকু তার চাইতে নিশ্চয়ই অনেক বেশি। তবে যেভাবে পরিস্থিতি মোকাবিলা করা হয়েছে এবং হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রেই তা খুব বেশি প্রশংসা করার মতো নয়। যেমন সেনাবাহিনী নামানো হয়েছে। দেশে সেনাবাহিনী নামানো তো কোনো গণতান্ত্রিক সরকারের জন্যই সম্মানের নয়। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ট্যাংক। সেদিন হাই কোর্টে গিয়েছিলাম, গেটের সামনে ট্যাংক, এসব সভ্যতার পরিচয় নয়। আমি একসময় র‍্যাবকে পছন্দ করতাম না। কিন্তু তারা অনেক ভালো ভালো কাজ করেছে এবং করছে। তাদের হেলিকপ্টার দেওয়া হয়েছে বলে তারা তা আকাশে উড়াবে, সেখান থেকে স্মোক গ্রেনেড ছুড়বে, এটা কাম্য হতে পারে না। আজ কদিন ধরে শুনছি, কিছু কিছু তো দেখছি বিএনপি-জামায়াত বলে যাকে-তাকে গ্রেপ্তার করা হচ্ছে। সত্যিই যদি আওয়ামী নেতৃত্ব বিশ্বাস করে জামায়াত এবং বিএনপির অত শক্তি তাহলে তাদের ঘুমাবার কোনো পথ নেই। বিএনপি-জামায়াতের অত শক্তি নেই যে ঘটনা ঘটেছে শুধু তারাই তা ঘটাতে পারে।

নিশ্চয়ই দুষ্কৃতকারীদের হাত আছে, প্রভাব আছে, বাইরের অর্থ আছে। কিন্তু সরকার এবং প্রশাসনের কোনো ভুলই নেই তেমন নয়। সময়ের কাজ সময়ে করতে হয় তা মোটেই করা হয়নি। সাধারণ মানুষকে যতটা গুরুত্ব দেওয়া দরকার ছিল তার বিন্দুবিসর্গও দেওয়া হয়নি। যেখানে দেশের মানুষকে একেবারে নিঃস্ব রিক্ত করে রাখা হয়েছে সেখানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বোন শেখ হাসিনা এখন তাদের হাতে বিচারের ভার দিয়ে কী করবেন? গত অনেক বছরে দেশের জনগণকে তো কোনো ধর্তব্যের মধ্যেই রাখা হয়নি। জনশক্তি যে আণবিক বোমার চাইতে শক্তিশালী সে কথাটি তো অনেকেই ভুলে গেছেন। এখন তো বেনজীরের মতো কুলাঙ্গার দিয়েই চলে। মানুষ নানা ঘটনা থেকে শিখে। অথচ আমরা কোনো কিছুই শিখতে চাই না। কেন যেন আমরা সব সময় শুধু শেখাতে চাই।

মনে হয় প্রায় ৪০ বছর আগের কথা। এক দুপুরে হঠাৎই পাকিস্তানি এক ব্রিগেডিয়ারের মুক্তিযুদ্ধের সময়ের লেখা একটি বই পড়ছিলাম। সে বইয়ের কদিন আগে পাকিস্তানি কর্মকান্ড নিয়ে জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজির বই পড়েছিলাম। শত্রুপক্ষকে স্বীকার করা বা সম্মান দেওয়ার মতো বুকের পাটা কখনো পাকিস্তানিদের ছিল না। তবে কেন যেন এক জায়গায় আমার নাম নিয়েছিলেন যেমনি মেজর রফিকুল ইসলাম বীরউত্তম তাঁর 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' বইটিতে আমার বা আমাদের নাম নেওয়ার কথা ঘুণাক্ষরেও মনে করেননি। কত যুদ্ধ কত বিগ্রহ পাকিস্তানি জাহাজ দখল যা নিয়ে যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে আলোচনা, জাতিসংঘে কথা উঠেছে। কিন্তু মেজর রফিকের 'লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে' কাদের সিদ্দিকী বা কাদেরিয়া বাহিনী কোনো জায়গা পায়নি। শুধু তার বইয়ে খেতাবপ্রাপ্তদের নামের তালিকায় একবারই কাদের সিদ্দিকী বীরউত্তম লেখা হয়েছে। নিয়াজির বইয়েও তেমনি দয়া করে একবারই আমার নাম লিখেছেন। তবে আর কোনো বাঙালির নাম লিখেননি। যা হোক, ব্রিগেডিয়ার ভদ্রলোকের বইটির কেন যে নাম ভুলে গেছি জেনারেল আমির আবদুল্লাহ নিয়াজির বইয়ের চাইতে সুপাঠ্য মনে হয়েছে। সেখানে একটি কথা আমাকে বেশ আলোড়িত করেছিল। ভদ্রলোক লিখেছেন, 'আমি ক্যান্টনমেন্টে থাকি। আমার তিন-চার বছরের ছেলে সারা বাড়িময় জয়বাংলা জয়বাংলা আর জয় বঙ্গবন্ধু বলে বাড়ি মাথায় তোলে। নানাভাবে বারণ করেও তাকে থামাতে পারিনি। অনেক সময় এ নিয়ে বিব্রতকর অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।' সেদিন প্রায় তেমনই একটি ঘটনা ঘটেছে আমার বাড়িতে। ঢাকা থেকে টাঙ্গাইল এসে ছাদে বসেছিলাম। আমার বাড়িতে তিন বছরের ছোট্ট একটা বাচ্চা আছে। তারা এক বোন এক ভাই মা-বাবার সঙ্গে থাকে। তিন বছরের হলেও কথাবার্তা বেশ সাবলীল। হঠাৎই কেন যেন বাচ্চাটিকে তুই বলেছিলাম। ওর আগে কখনো কোনো প্রসঙ্গে তাকে তুই বলেছি কি না বলতে পারব না। তবে সেদিন হঠাৎ তুই শুনে মনে হয় সে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের মতো ফুঁসে ওঠে,

- দাদু, তুমি আমাকে তুই বললা কেন?
- তাহলে কি তোকে আপনি বলব?
- না, তুই বলবা না, আপনিও বলবা না। তুমি বলবা। বলেই, 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার' বলে স্লোগান দিতে লাগল।

তিন বছর হতে যার তখনো এক মাস বাকি। তার মুখে 'তুমি কে আমি কে রাজাকার রাজাকার' শুনে আসমান থেকে পড়েছিলাম। কী হলো দেশে? ওভাবে রাজাকার রাজাকার শোনা আমার জীবনে প্রথম। আমরা বলেছি, 'তুমি কে আমি কে বাঙালি বাঙালি'। কোনো দিন স্বাধীন বাংলাদেশে ওরকম একটি নিষপাপ শিশুর মুখে রাজাকার রাজাকার শোনার আগে আমার মৃত্যু হলেও সেটা অনেক ভালো হতো। জানি না এর শেষ কোথায়? জানি না এর প্রতিকার কী এবং কীভাবে?

আমি খুবই বিস্মিত ও হতাশ আন্দালিব রহমান পার্থকে গ্রেপ্তার করা নিয়ে। সেতু ভবনের ধ্বংসযজ্ঞের সঙ্গে তাকে জড়ানো হয়েছে। আন্দালিবকে আমি যতটুকু জানি বুঝি কুকাজ করার কোনো স্বভাব তার নেই। সত্যিকার একটি সাহসী যুবক। বিদ্যাবুদ্ধিতে অনেকের চেয়ে বহু এগিয়ে। মতের অমিল হলেই তাকে হয়রানি করতে হবে, এটা কোনো রাষ্ট্রনীতি হতে পারে না। আন্দালিবকে নিয়ে টানাটানি ভালোর চেয়ে অনেক বেশি খারাপ হবে। তাই পুলিশ ভাইয়েরা আন্দালিবকে ছেড়ে দিন, ভালো হবে। এই ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের একমাত্র পথ সবাই মিলে চিন্তা করা, সবাই মিলে চেষ্টা করা। তাই জাতীয় সংলাপের আহ্বান জানাতে নেত্রীকে বলেছি, বোনকে বলেছি, সরকারপ্রধানকে বলেছি। সত্যিই দেশটা শুধু আওয়ামী লীগের না, বিএনপির না, ১৪ দলেরও না। দেশটা ১৮ কোটি মানুষের। তাদের হাসি-কান্না, দুঃখ-বেদনা নিয়েই দেশ। একে উপলব্ধি করতে আবারও সবাইকে অনুরোধ জানাচ্ছি। প্রতিটি দেশের সইবার মতো একটি ক্ষমতা থাকে।

তাই আশা করব, এত রক্তের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা এত ত্যাগ-তিতিক্ষার মধ্য দিয়ে অর্জন করা একটি দেশ আমরা কেউ যেন খামখেয়ালি করে ক্ষতি করার চেষ্টা না করি। আমরা যেন জনগণের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি সম্মান দেখাতে পারি। তা না হলে আমাদের আরও কষ্ট করতে হবে। আরও ভয়াবহ পরিণতির জন্য অপেক্ষা করতে হবে। অল্প সময়েই সেসব দুর্ভাগ্য আমরা দেখতে পাব। আমরা কেউ দুর্ভাগ্যকে আলিঙ্গন করতে চাই না, আমরা সৌভাগ্যের প্রত্যাশা করি। লেখক : রাজনীতিক

ইসরায়েল-ইরান ছায়াযুদ্ধ সরাসরি সংঘাতে গড়াতে পারে

ড. মজিদ রফিজাদেহ

সম্প্রতি ইরানের প্রক্সি হিজবুল্লাহ ও ইসরায়েল একে অপরের ওপর হামলার মাত্রা বাড়িয়েছে। তেল আবিব ইসরায়েল অধিকৃত গোলান হাইটের একটি ফুটবল মাঠে মারাত্মক আক্রমণের জন্য হিজবুল্লাহকে অভিযুক্ত করার পরপরই শনিবার রাতে লেবাননে ইসরায়েল সিরিজ হামলা চালিয়েছে।

গত মাসে জাতিসংঘে ইরানি মিশন বলেছে, তেহরান লেবাননে ইসরায়েলের সামরিক পদক্ষেপের সতর্কতাকে 'মনস্তাত্ত্বিক যুদ্ধ' হিসেবে দেখে। তাদের মতে, 'এটি যদি পূর্ণ মাত্রায় সামরিক আগ্রাসন শুরু করে, তাহলে তা একে অপরকে নির্মূলের যুদ্ধে পরিণত হবে।'

ইসরায়েল ও ইরান সমর্থিত সশস্ত্র গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে রকেট ও ক্ষেপণাস্ত্র হামলা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। সংঘর্ষের এই তীব্রতা বড় রকমের প্রতিশোধ নেওয়ার আশঙ্কা ও বৃহত্তর আঞ্চলিক ঝুঁকি বৃদ্ধির উদ্বেগ বাড়িয়েছে। এ ছাড়া ইয়েমেনে ইসরায়েল ও হুতিদের মধ্যে উত্তেজনা বৃদ্ধি পাওয়ায় আক্রমণাত্মক কার্যকলাপ নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে। গত সপ্তাহে হুতিরা ইসরায়েলের তেল আবিবে হামলা চালিয়েছে। এতে ১ জন নিহত ও কমপক্ষে ১০ জন আহত হয়েছে। এটি ছিল ইসরায়েলি ভূখণ্ডে হুতিদের চালানো প্রথম গুরুতর হামলা। এর প্রতিক্রিয়ায় ইসরায়েল ইয়েমেনে ইরান সমর্থিত গোষ্ঠীর এলাকাগুলোতে বোমা বর্ষণ করেছে বলে জানা গেছে। এই উত্তেজনা অন্য দেশগুলোকেও প্রভাবিত করেছে। কারণ হুতিরা সামুদ্রিক জাহাজ চলাচল ব্যাহত করার লক্ষ্যে তাদের আক্রমণাত্মক কার্যক্রম বিস্তৃত করেছে। তারা নভেম্বর থেকে লোহিত সাগরে চলাচলকারী জাহাজগুলোতে ৬০টিরও বেশি হামলা চালিয়েছে এবং ইসরায়েলমুখী জাহাজগুলোর বিরুদ্ধে স্পষ্ট হুমকি জারি করেছে বলে জানা গেছে।

এটি এ অঞ্চলে উত্তেজনা বাড়িয়েছে এবং সমুদ্রে বাণিজ্যিক জাহাজ চলাচলে উল্লেখযোগ্য বাধার সৃষ্টি করেছে। জাহাজগুলো বীমা লাভে ব্যর্থ হয়ে আফ্রিকা মহাদেশের চারপাশ ঘুরে চলতে বাধ্য হচ্ছে। এদিকে ইরানি নেতারা স্পষ্ট করে দিচ্ছেন, তাদের প্রক্সিদের বিরুদ্ধে কোনো হামলা চালালে তারাও তার সমুচিত জবাব দেবেন।

এরই মধ্যে ইসরায়েলি নেতারা বিশ্বাস করেন, এ উত্তেজনার পেছনে ইরান এবং তেহরানের লক্ষ্য হলো এ অঞ্চলের অন্যান্য দেশেও নিজেদের প্রভাব বাড়িয়ে তোলা। কয়েক মাস আগে ইরান ও ইসরায়েলের মধ্যকার ছায়াযুদ্ধ দুই দেশের মধ্যে সীমিত ছিল, তবে তা মুখোমুখি সংঘর্ষে রূপ নিয়েছিল। ১ এপ্রিল ইসরায়েল সিরিয়ার দামেস্কে ইরানের একটি কূটনৈতিক ভবনে আকস্মিক হামলা চালায়। হামলার ফলে কুদস বাহিনীর বেশ কয়েকজন জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা মারা যান। এতে দুই দেশের শত্রুতা আরও তীব্র হয়ে ওঠে।

পা□া জবাব হিসেবে ইরান ও তার প্রক্সিরা ইসরায়েল-সংশ্লিষ্ট জাহাজ এমএসসি অ্যারিজ জব্দ করে। হামলা শুরুর প্রায় দুই সপ্তাহ পর তারা ইসরায়েলি ভূখণ্ডের অভ্যন্তরে কয়েকটি হামলা চালায়। ইসরায়েল প্রতিক্রিয়া হিসেবে ইস্পাহান শহর, পার্শ্ববর্তী এলাকা ও সিরিয়ায় একের পর এক হামলা চালাতে শুরু করে। চলমান এই সংকটে প্রতিটি পক্ষের পদক্ষেপ সহজেই অনাকাঙ্ক্ষিত ও আশঙ্কাজনক বিপর্যয়কর পরিস্থিতির দিকে নিয়ে যেতে পারে।

কৌশলগত ও রাজনৈতিক দিক থেকে ইসরায়েল কিংবা ইরান নিজেদের স্বার্থে কেউই পূর্ণাঙ্গ যুদ্ধে জড়াতে চায় না। ইসরায়েল তাদের পক্ষে যুক্তরাষ্ট্রের পুরোপুরি সমর্থন নিয়ে সন্দেহ পোষণ করে। কারণ বাইডেন প্রশাসন স্পষ্টভাবে জানিয়েছে, তারা যুদ্ধ কমিয়ে আনার পক্ষে। কিন্তু যখন উভয় দেশ সরাসরি সংঘর্ষের চেয়ে ছায়াযুদ্ধই পছন্দ করছে, তাহলে উত্তেজনা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে, যা সরাসরি যুদ্ধের দিকে চালিত করার আশঙ্কা রয়েছে।

এ ধরনের প্রক্সি সংঘর্ষে প্রতিটি পদক্ষেপ নিয়ন্ত্রণ কিংবা সীমিত রাখা যায় না। ইতিহাসেও অপ্রত্যাশিতভাবে বেড়ে যাওয়া এ রকম অনেক নজির রয়েছে। ভিয়েতনাম যুদ্ধ দক্ষিণ ভিয়েতনামের সমর্থনে প্রাথমিকভাবে সীমিত পরিসরে ছিল। কিন্তু প্রধান পরাশক্তিগুলোর সম্পৃক্ততায় তা পুরোদমে যুদ্ধে রূপান্তরিত হয়। ইসরায়েল ও ইরানের ছায়াযুদ্ধ যেভাবে এগিয়ে যাচ্ছে, তাতে তা শিগগির নিয়ন্ত্রণের বাইরে গিয়ে বড় ধরনের সংঘাতের সৃষ্টি করতে পারে। এতে পুরো মধ্যপ্রাচ্য সংকটে পড়বে।

ড. মজিদ রফিজাদেহ: হার্ভার্ডে পড়া ইরানি আমেরিকান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; আরব নিউজ থেকে ভাষান্তর ইফতেখারুল ইসলাম

আব্দুল হক হাবিব ভাইয়ের জানাজা-দাফন

সে এক অন্যরকম অনুভূতি

তাইসির মাহমুদ

গার্ডেন অব পিস গোরস্থানে শেষ বিদায় জানালাম প্রিয় হাবিব ভাইকে। ইতিপুর্বে যে ক'দিন কারো দাফনে গিয়েছি, দিনগুলোতে ছিলো গুড়িগুড়ি বৃষ্টি। আবহাওয়া ছিলো প্রচণ্ড ঠাণ্ডা। বেশিক্ষন সেখানে দাঁড়িয়ে থাকা সম্ভবই ছিলোনা । দ্রুত দাফন-কাফন শেষ করে কবরস্থান ত্যাগ করতে হয়েছে ।

কিন্তু আজকের দিনের অনুভূতি ছিলো সম্পুর্ণ ভিন্ন। দিনটি ছিলো রৌদ্রোজ্জ্বল । আবহাওয়া ছিলো নাতিশীতোষ্ণ । তাই দীর্ঘক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে দাফন-কাফনে অংশগ্রহণ করলাম। মনের মধ্যে খুব ভালো একটি অনুভূতি নিয়ে ফিরলাম । জানাজা দাফনে এতো মানুষ এসেছেন । সকলের মুখে কথা একটিই- "একজন ভালো মানুষকে হারালাম'। এমন মানুষ কমিউনিটিতে বিরল । বিনয়ী, অমায়িক আপাদমস্তক একজন ভদ্রলোক ছিলেন আব্দুল হক হাবিব ।"

জানাজা ও দাফনে প্রায় অর্ধদিন অতিবাহিত হলেও যেন কারো বাড়ি ফেরার তাড়া ছিলো না। আব্দুল হক হাবিব যেন মৃত্যুর পরও মানুষকে ভালোবাসায় আগলে রেখেছিলেন ।

এর আগে জোহরের জামাত শেষে ইস্ট লন্ডন মসজিদে জানাজা অনুষ্ঠিত হয় । জানাজার আগে সকাল ১১টা থেকে পৌনে ১টা পর্যন্ত আব্দুল হক হাবিবের লাশবাহী কফিন রাখা হয় ইস্ট লন্ডন মসজিদের বেইসমেন্ট । তাঁকে শেষবারের মতো দেখতে ছুটে এসেছিলেন কমিউনিটির বিভিন্নস্তরের মানুষ।

কফিনে শুয়ে থাকা চিরচেনা হাবিব ভাইর নির্বাক নিস্প্রাণ মুখখানি দেখে মনে হলো, একজন মানুষ যেন পরম শান্তিতে ঘুমাচ্ছেন। চেহারায় ঔজ্জ্বল্য। মনে হলো একজন জান্নাতি মানুষের প্রতিচ্ছবি দেখছি।

জানাজা পড়ালেন শরীয়াহ কাউন্সিল ইউকের চেয়ারম্যান মাওলানা হাফিজ আবু সাঈদ । নামাজ শেষে মারিয়াম

সেন্টারের সামনে বেরিয়ে দেখি তাঁর কফিন ঘিরে শতশত মানুষ । কমিউনিটির বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষ ছুটে এসেছেন । প্রত্যেকের মুখেই একই আক্ষেপ। "আব্দুল হক হাবিব এত তাড়াতাড়ি চলে গেলেন । সাথে নিজেদের মৃত্যুকেও স্মরণ । আর ক'দিন বাঁচবো ।"

আসলে জানাজা ও দাফনে অংশগ্রহণ না করলে বুঝতে পারতামনা, হাবিব ভাই এতো জনপ্রিয় ছিলেন। তিনি এভাবে মানুষকে ভালোবাসায় মুগ্ধ করেছিলেন।

হাবিব ভাইর সাথে পরিচয় প্রায় দুই দশকের । যুক্তরাজ্যে আসার পর থেকেই। চ্যারিটি সংস্থা 'ইক্বরা ইন্টান্যাশনাল' এর চেয়ারম্যান ছিলেন । ছিলেন লন্ডন ট্রেনিং সেন্টারের ডাইরেক্টর। সম্ভবত ২০১০ সালে সিলেটে ক্যান্সার আক্রান্ত একজন যুবকের চিকিৎসা সহায়তার জন্য ফান্ডরেইজ করতে গিয়ে তাঁর সাথে ঘনিষ্টতা । ইক্বরা ইন্টারন্যাশনাল ও চ্যানেল এস-এর মাধ্যমে প্রায় ১০ হাজার পাউন্ড ফাউন্ডরেইজ করে দিতে পেরেছিলাম।

দীর্ঘ চলার পথে তাঁকে কোনোদিন অপ্রয়োজনীয় বাক্য বলতে শুনিনি । বলার চেয়ে শুনতেন বেশি । উত্তর দিতেন মেপে-ঝোঁকে । ভালো কাজে কখনো 'না' বলতে পারতেন না । কোনো একটি বিষয় তাঁর পছন্দ নয়, কিন্তু 'না' বললে কেউ অখুশি হবে- এমন বিষয়গুলো কৌশলে এড়িয়ে যেতেন । যেকোনো চ্যারিটি কাজে সহযোগিতার চেষ্টা করতেন।

গত বছরের শেষের দিকে কমিউনিটিতে তাঁর অনুপস্থিতি উপলব্ধি করি । খোঁজ নিয়ে জানতে পারি, তিনি দূরারোগ্য এমএনডি (মটর নিউরন ডিজিজ) রোগে আক্রান্ত। বাঁচার সম্ভাবনা নেই। একদিন সহকর্মী সাংবাদিক তারেক চৌধুরীকে সঙ্গে নিয়ে তাঁর নিউহ্যামের বাসায় দেখতে যাই। এটাই ছিলো তাঁর সাথে ফেস-টু-ফেস শেষ সাক্ষাৎ। ঘন্টা খানেক তিনি ও তাঁর পরিবারের সাথে কাটাই। তিনি তখন বাকশক্তি হারিয়ে ফেলেছেন। ইশারা ইংগিতেই আমাদের সাথে কথা বললেন । ফেরার সময় বলেছিলেন, আমাদের সঙ্গ পেয়ে তাঁর খুব ভালো লেগেছে এবং তিনি কৃতজ্ঞ।

তিনি মৃত্যূ পথযাত্রী সেটা জানতাম। যে কোনো সময় মৃত্যূ সংবাদ আসবে-তাও জানতাম। কিন্তু এতো তাড়াতাড়ি ডাক পড়বে ভাবিনি । কারণ বিশ্বখ্যাত বৃটিশ বিজ্ঞানী স্টিফেন হকিং এমএনডি নিয়েই বেঁচেছিলেন প্রায় ৩০ বছর । তাই আমার আশা ছিলো, হাবিব ভাই কমপক্ষে বছর পাঁচেক আমাদের মধ্যে বেঁচে থাকবেন । মাঝে মধ্যে তাঁর বাসায় গিয়ে দেখে আসবো। কিন্ত আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভালোবেসে আগে ভাগেই নিয়ে গেলেন।

সোমবার দুপুর থেকে বিকেল পর্যন্ত দিনের অর্ধেক সময়ই হাবিব ভাইর জানাজা ও দাফনে কেটে গেলো। জোহরের নামাজের আগে গেলাম ইস্ট লন্ডন মসজিদে । সেখানে লাশ দেখা, জানাজা পড়া এবং পরবর্তীতে গার্ডেন্স অব পিসে গিয়ে দাফনে অংশগ্রহণ করা। অফিসে অনেক কাজ পড়েছিলো । কিন্তু আমার মধ্যে অফিসে ফেরার কোনো তাড়া ছিলো না। আমি মনের মধ্যে দারুণ এক প্রশান্তি অনুভব করলাম। আজকের দিনটি বছরের সেরা একটি দিন ছিলো । আমার শুধু মনে হচ্ছিলো, একজন জান্নাতি মানুষের সংস্পর্শে এসে জান্নাতেরই আবহ পাচ্ছি।

হাবিব ভাই জন্য একান্ত প্রার্থনা, আমার সেই অনুভুতিটুকুই যেন সত্য হয়। তিনি যেন জান্নাতে সমাসীন হোন । আমরা যেন তাঁর জীবনের ভালো গুণগুলো নিজেদের জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি । আমরা মারা গেলেও যে মানুষ সাক্ষ্য দিতে পারে "ওমুক একজন ভালো মানুষ ছিলেন" । মানুষ যেন আমাদের জানাজায় অংশগ্রহণ করেন । জানাজা শেষে যেন তাড়া করে ঘরে না ফিরেন। গোরস্থান পর্যন্ত গিয়ে যেন শেষ বিদায় জানান। আমরা যেন মানুষের সেই ভালোবাসা অর্জন করতে পারি। আমিন ।

তাইসির মাহমুদ : সম্পাদক, সাপ্তাহিক দেশ । লন্ডন, যুক্তরাজ্য । সোমবার, ২২ জুলাই ২০২৪।

গণগ্রেপ্তার কেবল গণঅসন্তোষই বাড়াবে

নূরুননবী শান্ত

গণগ্রেপ্তার অভিযানে যাদের ধরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, তাদের বেশির ভাগই ছাত্র এমনকি ১৮ বছরের কম বয়সী শিশুদেরও ধরা হচ্ছে ও নির্যাতন করা হচ্ছে নির্বিচারে। সরকারের অসহিষ্ণু কথাবার্তা, আন্দোলনকারীদের ওপর ছাত্রলীগকে লেলিয়ে দেওয়ার কারণেই যে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলন সহিংস পরিণতি ডেকে এনেছে, তাতে কারও সন্দেহ নেই। তার পরও যদি সরকার নিজেদের ভুল বুঝতে পারত, মঙ্গল হতো। কিন্তু রাজনৈতিকভাবে ব্যর্থ হয়ে সরকার ছাত্রদের বিরুদ্ধে পুলিশ ব্যবহার করল। সরাসরি ছাত্রদের বুকে গুলি করল। দুই শতাধিক তাজা প্রাণ ঝরে গেল। এভাবে আন্দোলন দীর্ঘায়িত করে সরকারই তথাকথিত তৃতীয় শক্তিকে সুযোগ করে দিল আন্দোলনে অনুপ্রবেশের।

এর পরও সরকারের আচরণে নমনীয়তা ফিরল না। পুলিশের ওপর হামলা ও রাষ্ট্রীয় সম্পদ ধ্বংসকারীদের ধরার নামে সরকার মূলত ছাত্রদেরই ধরে নিয়ে যাচ্ছে। শুরু হয়েছে মিথ্যার প্রাতিষ্ঠানিক চর্চা। যে আবু সাঈদকে সারাদেশের চোখের সামনে গুলি করা হয়েছে, সে পুরো ঘটনাই কাগজ-কলমে সাজানো হয়েছে মিথ্যা দিয়ে। অন্যদিকে, সরকার বোঝানোর চেষ্টা করছে যে বৈষম্যের বিরুদ্ধে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের মূল দাবি পূরণ হওয়ার পরও আর আন্দোলন কেন! এ প্রশ্নও তোলা যায়, আদালতও যখন শিক্ষার্থীদের শ্রেণিকক্ষে ফিরে যেতে বলেছেন, তখনও সরকার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে কেন?

এদিকে ছাত্র হত্যার বিচার করার কথা সরকারের মুখে শোনা গেলেও কার্যকর পদক্ষেপ লক্ষণীয় নয়। ছাত্রদের নির্বিচারে গ্রেপ্তার করা হলে, শিক্ষার্থীসহ বিভিন্ন পেশার মানুষ হত্যাকারী পুলিশ সদস্যদের কেন গ্রেপ্তার করা হচ্ছে না! বরং নিরাপত্তার অজুহাতে চিকিৎসাধীন আন্দোলনকারী ছাত্রদের অমানবিকভাবে তুলে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এসবের মধ্য দিয়ে আইনগত স্বচ্ছতা, মানবাধিকার, নৈতিকতা ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি জটিলতর করে তোলা হচ্ছে। রাষ্ট্রীয় সম্পদের ক্ষয়ক্ষতিকে বেশি গুরুত্ব দিতে গিয়ে মানুষের জীবনের নিরাপত্তা এবং মানবাধিকারের প্রশ্ন অবহেলা করা হলে তা সমাজে সাংবিধানিক, নৈতিক ও আইনগত সংকট সৃষ্টি করবে।

মনে রাখতে হবে, আজকের আন্দোলনরত ছাত্ররা বর্তমান আওয়ামী লীগ শাসন আমলেই জন্মেছে, বেড়ে উঠছে। তারা জন্মের পর থেকে দেখে আসছে ক্যান্সারের মতো ছড়িয়ে পড়া অপ্রতিরোধ্য দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি ও বৈষম্যের ঘটনাগুলো। সংক্ষুব্ধ হয়ে আন্দোলন করার কারণে নির্বিচারে তাদের গ্রেপ্তার করে মা-বাবার বুকে আতঙ্ক জাগাতে থাকলে পরিস্থিতি আরও ঘোলাটে হতে থাকবে। প্রভাব পড়বে কূটনীতি ও অর্থনীতিতে। এমনিতেই ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ডের এই রাষ্ট্রে বিঘ্নিত শিক্ষা কার্যক্রম প্রজন্মের একাডেমিক ও পেশাগত ভবিষ্যতের ওপর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব ফেলবে; দেশের মানবসম্পদের মধ্যে বঞ্চনা ও হতাশার চক্র তৈরি হবে।

সরকারের সমালোচনা করলেই কাউকে যেভাবে হরেদরে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি হিসেবে চি□ত করা হয়, তাতে সামাজিক বিভাজন গভীরতর হবে; এক গোষ্ঠী আরেক গোষ্ঠীর ওপর উগ্রতর হতে থাকবে; দুর্বল হবে সার্বিক সংহতি এবং কঠিন হবে সংঘাত সমাধান করা। ইন্টারনেট বন্ধ করে দেশের সার্বিক অর্থনীতি, শিক্ষা ও গবেষণা, স্বাস্থ্যসেবা, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদি সর্বক্ষেত্রে বৃহত্তর ক্ষতি করার মাধ্যমে সমাজে উদ্বেগ ও অসন্তোষ বৃদ্ধি করার অগণতান্ত্রিক প্রচেষ্টাকে নাগরিক স্বাধীনতা ও অধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা হিসেবেই দেখা হবে। মোটের ওপর, এভাবে বল প্রয়োগ করে তাৎক্ষণিক আন্দোলন দমন করা হয়তো যাবে; কিন্তু এ থেকে জন্ম নেবে দীর্ঘমেয়াদি সামাজিক অস্থিতিশীলতা ও শাসনতান্ত্রিক ব্যবস্থার গভীর ক্ষয় ও ক্ষত।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক সংস্কৃতিতে কেবল অন্যকে দোষী সাব্যস্ত করা হয়; নিজেদের ভুল বা অপরাধ স্বীকার করা হয় না। রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ও ক্ষমতার নগ্ন লড়াইয়ে এক পক্ষ অপর পক্ষের বিরুদ্ধে অভিযোগের পাহাড় সৃষ্টি করার মাধ্যমে নিজেরা দায়মুক্ত হয়ে ক্ষমতাগত অবস্থান শক্তিশালী করার চেষ্টা করে। এক কথায় 'ব্লেম শিফ?টিং' এখানকার রাজনীতির এক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য। ছাত্র আন্দোলন ঘিরে জনজীবনে সৃষ্টি হওয়া অচলাবস্থার সব দায় অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে বর্তমান সরকারও নির্ভার থাকার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

সরকার জানে বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের শক্তির কথা। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন, ঊনসত্তরের গণআন্দোলন, একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধ, নব্বইয়ের স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলনু এ দেশের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাসের প্রতি পর্বে ছাত্র-যুবারাই মূল শক্তিরূপে সামনের কাতারে ছিল। ভবিষ্যতে ছাত্ররাই সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের প্রধান কুশীলবের ভূমিকায় থাকবে। সুতরাং ছাত্র আন্দোলনকে কটাক্ষ ও দমনের চেষ্টা করা রাজনৈতিক বোকামি হবে।

গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ লালনের প্রমাণ দিতে হলে সরকারকে যে কোনো সমালোচনা, ন্যায্য দাবি ও বিরোধিতা মোকাবিলা করতে হবে আলোচনার মাধ্যমেই। মতপ্রকাশ করতে না দেওয়া বা ভিন্ন মতাবলম্বীকে রাজাকারের অনুসারী অভিধা দেওয়া অবশ্যই মানবাধিকারের লঙ্ঘন। দুর্নীতি, স্বজনপ্রীতি, বৈষম্যবিরোধী আওয়াজ ক্ষমতার জোরে দমন করতে থাকলে আন্দোলনকারীরা আরও সংগঠিত হবে; তীব্রতর প্রতিরোধের দিকে ধাবিত হবে। তরুণ রক্তের এটাই বৈশিষ্ট্য পরাভব মানবে না।

অন্যদিকে, অসহনীয় মূল্যস্ফীতি ও দীর্ঘ বৈষম্য-বঞ্চনার শিকার সাধারণ মানুষের সমর্থন নির্যাতিত সন্তানদের প্রতি স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। সরকার নিশ্চয় উপলব্ধি করবে যে বৈষম্য কেবল কোটা ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল না, সর্বত্রই। সুতরাং সত্যিকার অর্থে রাষ্ট্রে শান্তি বজায় রাখতে চাইলে মূল সমস্যাগুলো সমাধানে নিষ্ঠ হতে হবে। আলোচনা, সংলাপের পথেই এগোতে হবে।

ন্যায়বিচার কেবল সরকার ও সরকারি প্রতিষ্ঠানের নয়; প্রত্যেক নাগরিকের মৌলিক অধিকার এবং মানুষের মৌলিক অধিকারকে অবমূল্যায়ন করা হয় গণতন্ত্রহীন ব্যবস্থায়। গণতান্ত্রিক সমাজে সরকারের কর্মকাণ্ডের প্রতি শিশু, কিশোর-কিশোরী, তরুণ সমাজ এবং সব শ্রেণির জনগণের ইতিবাচক ও নেতিবাচক সব ধরনের প্রতিক্রিয়া গুরুত্বপূর্ণ।

নূরুননবী শান্ত: গল্পকার ও অনুবাদক

সাংবাদিক তুরাবকে পরিকল্পিতভাবে

করেছে। এই ঘটনায় তুরাবের ভাই জাবুর আহমেদ বাদি হয়ে জড়িত ৮-১০ জন পুলিশকে আসামী করে সিলেট কোতোয়ালী থানায় এজাহার দায়ের করলেও পুলিশ এখনো মামলা গ্রহণ করেনি।

গত ২৬ জুলাই লন্ডন বাংলা প্রেসক্লাবে পরিবার পক্ষ থেকে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে এসব অভিযোগ করা হয়। এসময় ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত করে জড়িত পুলিশ কর্মকর্তাদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি জানানো হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সাংবাদিক তুরাবের বড় ভাই ফ্রান্স প্রবাসী আবুল কালাম শরীফ। এসময় সিলেট প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দৈনিক জালালাবাদ সম্পাদক মুকতাবিস উন নূর, নিহত সাংবাদিক এটিএম তুরাবের মামা সাবেক কাউন্সিলার ফানু মিয়া ও বিয়ানীবাজার প্রগতি এডুকেশন ট্রাষ্টের সাবেক সভাপতি হাবিবুর রহমান ময়না বক্তব্য রাখেন।

গত ১৯ জুলাই কোটাবিরোধী আন্দোলনে পেশাগত দায়িত্বপালনকালে বন্দরবাজারে পুলিশের গুলিতে নিহত হন সাংবাদিক এটিএম তুরাব। তিনি দৈনিক জালালাবাদ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার ও দৈনিক নয়া দিগন্ত পত্রিকার সিলেট প্রতিনিধি হিসাবে কাজ করতেন। তুরাব বিয়ানীবাজার প্রেস ক্লাবের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি ও বিয়ানীবাজার পিএচজি হাই স্কুলের শিক্ষক মরহুম আব্দুর রহিমের ছেলে ছিলেন।

লিখিত বক্তব্যে সাংবাদিক তুরাবের বড় ভাই ফ্রান্স প্রবাসী আবুল কালাম শরীফ বলেন, আজ আমি ভারাক্রান্ত হৃদয় নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমি একজন ফ্রান্স প্রবাসী । আমি ফ্রান্স থেকে আমার ভাই পুলিশের গুলিতে নিহত সিলেট প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিক আবু তাহের মুহাম্মদ তুরাবেব হত্যাকান্ডের বিচারের দাবিতে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আমার ভাই এটিএম তুরাব সিলেটের নন্দিত দৈনিক জালালাবাদের স্টাফ রিপোর্টার ও জাতীয় দৈনিক নয়া দিগন্তের সিলেট প্রতিনিধি হিসেবে কর্মরত ছিলেন। সিলেট ওসমানী হাসপাতাল ও মেডিকেল কলেজের ফরেনসিক বিভাগের ডাক্তার সামছুল ইসলামের রিপোর্ট থেকে জানা যায় ৯৮ টি গুলি তুরাবের শরীরে লেগেছে।

চিনি চোরাচালান নিয়ে একাধিক প্রতিবেদন করায় পুলিশ তুরাবকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে উল্লেখ করে আবুল কালাম শরীফ বলেন, ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী সাংবাদিকদের কাছ থেকে আমরা জানতে পেরেছি ঘটনার সময় তুরাব জুম্মার নামাজ শেষে পুলিশ এবং বিএনপির মধ্যকার ছবি এবং ভিডিও ধারণ করেছিলেন। তখন তিনি নিরাপদ দূরত্বে ও তার পরনে বড়ো করে লেখা প্রেসের জ্যাকেট এবং হেলমেট ছিলো। তাই ঘটনার আলমত দেখলে বুঝা যায় সিলেট মেট্রোপলিটন পুলিশ উত্তরের উপপুলিশ কমিশনার গোলাম দস্তগীরের নেতৃত্বে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিত ভাবে তুরাবকে হত্যা করা হয়েছে বলে আমরা মনে করি।

স্বামীর মৃত মুখ দেখতে পারেননি স্ত্রী

মাত্র দুই মাস আগে বিয়ে হয়েছিল সাংবাদিক এটিএম তুরাবের। বিয়ের কিছুদিন পর দেশ ছেড়ে চলে যান তার যুক্তরাজ্য প্রবাসী স্ত্রী তানিয়া ইসলাম। কথা ছিল, তুরাবকেও সেখানে নিয়ে যাওয়ার প্রক্রিয়া দ্রুত শুরু করবেন তানিয়া, কিন্তু তা আর হলো না। ইন্টারনেট সংযোগ না থাকায় তুরাবের মৃত মুখও তার প্রবাসী স্ত্রী দেখতে পারেননি বলে জানিয়েছেন পরিবারের সদস্যরা।

প্রধানমন্ত্রীর আর্থিক সহায়তা :

নিহত সাংবাদিক এটিএম তুরাবের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। গত রোববার (২৮ জুলাই) দুপুরে প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন গণভবনে আর্থিক অনুদান গ্রহণ করেন তুরাবের বড় ভাই আবুল আহসান জাবুর। এসময় কোটা আন্দোলন চলাকালে নিহত আরও ৩৩ জনের পরিবারকে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন প্রধানমন্ত্রী। অনুদানের মধ্যে ছিলো পারিবারিক সঞ্চয়পত্রের ১০ লাখ টাকার চেক ও নগদ ৫০ হাজার টাকা। তুরাবের বড় ভাই আবুল আহসান মো. আজরফ (জাবুর আহমদ) বলেন, শনিবার সিলেটের জেলা প্রশাসক আমাদের খবর দেন এবং সরকারি খরচে আমরা বিমানে ঢাকায় পৌঁছাই। (রোববার) দুপুরে গণভবনে আমার হাতে প্রধানমন্ত্রী নগদ ৫০ হাজার টাকা ও সঞ্চয়পত্রের ১০ লাখ টাকার চেক তুলে দেন।

কারা হত্যা করল ইসমাইল হানিয়াকে

তবে ইসরায়েলি সামরিক বাহিনী এ বিষয়ে এখনো কোনো বিবৃতি দেয়নি। ইসরাইলের প্রধান মিত্র যুক্তরাষ্ট্রের কাছ থেকেও কোনো মন্তব্য এখনো আসেনি।

এর আগে মঙ্গলবার, হানিয়া ইরানের নতুন রাষ্ট্রপতির অভিষেক অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলেন এবং ইরানের সর্বোচ্চ নেতার সঙ্গে দেখা করেন।

চলতি বছর হামাসের রাজনৈতিক প্রধান হিসেবে পুনঃনির্বাচিত হন ইসমাইল হানিয়া। ২০১৭ সাল থেকে হামাসের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনকারী হানিয়া গাজা, ইসরায়েল-অধিকৃত পশ্চিম তীর এবং প্রবাসে হামাসের রাজনৈতিক কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করে আসছিলেন। গত দুই বছর ধরে তিনি তুরস্ক ও কাতারে বিভিন্ন সময় থেকেছেন।

৫৮ বছর বয়সী হানিয়া হামাসের প্রতিষ্ঠাতা শেখ আহমেদ ইয়াসিনের ডানহাত ছিলেন। আহমেদ ইয়াসিন ২০০৪ সালে একটি ইসরাইলি বিমান হামলায় নিহত হন।

২০০৬ সালে ফিলিস্তিনি সংসদ নির্বাচনে হামাসের আশ্চর্যজনক বিজয়ের সময় হানিয়া সংগঠনের রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেন। ওই নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট মাহমুদ আব্বাসের নেতৃত্বাধীন ফাতাহ পার্টিকে পরাজিত করেছিল হামাস।

ম্যানচেস্টার যাত্রীকে লাথি মারা সেই পুলিশ কর্মকর্তা বরখাস্ত

নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

এ ঘটনার পর গ্রেটার ম্যানচেস্টারের মেয়র অ্যান্ডি বার্নহ্যাম যুক্তরাজ্যের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ইভেট কুপার সঙ্গে দেখা করেছেন। বৈঠকের পর কুপার বলেন, 'এ ঘটনার ব্যাপক ক্ষোভ আমি বুঝতে পারছি। পুলিশকে দ্রুত পদক্ষেপ নিতে বলেছি।' অন্যদিকে জিএমপি জানায়, এ ঘটনা নিয়ে যে গভীর উদ্বেগ দেখা দিয়েছে, তারা তা বুঝতে পারছে।

অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তার নাম প্রকাশ করা হয়নি। ভুক্তভোগী ব্যক্তির নাম অমর মিনহাজ। তিনি যুক্তরাজ্যের লিডস শহর থেকে পরিবারের সঙ্গে ম্যানচেস্টারে যাচ্ছিলেন। টার্মিনালে পুলিশ কর্মকর্তারা তাঁর দিকে এগিয়ে এলে সেখানে হাতাহাতি শুরু হয়।

ভাইরাল ভিডিও ফুটেজে দেখা যায়, মঙ্গলবার ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরের টার্মিনাল-২-এ মাটিতে শুয়ে পড়া এক ব্যক্তির দিকে ইউনিফর্ম পরা এক পুরুষ কর্মকর্তা এগিয়ে যান। এরপর তাঁর মাথায় দুবার লাথি মারেন।

ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে কী ঘটছিল, তা এখনো স্পষ্ট নয় জানিয়ে মেয়র বার্নহ্যাম বলেন, মঙ্গলবার ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে একটি ফ্লাইটে সমস্যা হচ্ছিল। ওই ঘটনা সম্পর্কে একটি ভিডিওতে পুলিশের এক মুখপাত্রকে বলতে দেখা যায়, একটি উড়োজাহাজ অবতরণ করার পর আগ্নেয়াস্ত্রধারী কর্মকর্তারা কাউকে গ্রেপ্তার করতে চেষ্টা করছিলেন। তখন তাঁদের ঘুষি মেরে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়।

ওই ঘটনায় পুলিশের কর্মকর্তাদের অস্ত্র ছিনিয়ে নেওয়ার 'সমূহ আশঙ্কা' ছিল জানিয়ে পুলিশের এই মুখপাত্র বলেন, আহত তিন ব্যক্তিকে হাসপাতালে নেওয়া হয়েছে। তাঁদের একজনের নাকের হাড্ডি ভেঙে গেছে। পরে হামলা ও মারামারি সন্দেহে আরও চার ব্যক্তিকে আটক করা হয়। তবে পরে তাঁদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে।

ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরের ঘটনায় ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী কিয়ার স্টারমার বলেছেন, 'জনগণের উদ্বেগ আমরা পুরোপুরি বুঝতে পারছি। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিষয়টি দেখছেন।' সূত্র : বিবিসি

টিউলিপ সিদ্দিকের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু

রয়েছে। প্রাক্তন কনজারভেটিভ এমপি বব স্টুয়ার্ট টিউলিপের মতোই অতিরিক্ত আয়ের বিষয়টি ঘোষনা করতে ব্যর্থ হওয়ায় তদন্তের আওতায় রয়েছেন।

প্রাক্তন টরি এবং রিক্লেইম এমপি অ্যান্ড্রু ব্রিজেন তাদের আয়ের বিষয়টি যথাসময়ে ঘোষনা করার বিষয়টি তদন্তাধীন রয়েছে। অন্যদিকে প্রাক্তন টরি স্যার কনর বার্নস গোপনে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করার জন্য তদন্তাধীন রয়েছেন। গত সংসদের সময়, মান পর্যবেক্ষণ কমিশনার এমপিদের বিরুদ্ধে ১০০ টিরও বেশি তদন্ত শুরু করেন, যার মধ্যে বেশিরভাগই "সংশোধন" দ্বারা সমাধান করা হয়েছিল। এটি একটি পদ্ধতি যা এমপিদের কমন্সের নিয়মের ছোট বা অনিচ্ছাকৃত ত্রুটিগুলো সংশোধন করার অনুমতি দেয়।

ডকল্যান্ডে চাঞ্চল্যকর সোমা বেগম হত্যাকাণ্ড স্বামীর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪: পূর্ব লন্ডনের ডকল্যান্ডে গৃহবধু সোমা বেগমকে (২৪) নৃশংস কায়দায় হত্যার দায়ে স্বামী আমিনান রাহমানকে যাবজ্জীবন কারদণ্ড দিয়েছেন লন্ডনের ওলড বেইলি আদালত। গত ৩০ জুলাই মঙ্গলবার সাজা ঘোষণার আগে একই আদালতে মামলার শুনানি হয়। সাজা ঘোষণার সময় বিচারক তাকে 'এভিল ম্যান' হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, ৪৭ বছর বয়সী আমিনানকে অন্তত ২২ বছর জেল খাটতে হবে।

আদালত সূত্র জানায়, ২০২৩ সালের ২৯ এপ্রিলে আমিনান রহমানের স্ত্রী ২৪ বছর বয়সী সুমা বেগম ভিডিও কলের মাধ্যমে তার বয় ফ্রেন্ডের সাথে আলাপে করছিলেন। তাকে ওড়না দিয়ে দম বন্ধ করে হত্যার পর স্যুটকেসে ভরেন ঘাতক স্বামী। তখন অপর প্রান্তে তা সুমা বেগমের বয় ফ্রেন্ড শাহীন মিয়ার মোবাইলে সব রেকর্ড হয়ে যায়। সুটকেসে ভরে সুমা বেগমের দেহ রিভার লিতে ফেলে দেন ঘাতক আমিনান রহমান। এর দশ দিন পর একজন পথচারী থেমস নদীতে স্যুটকেসটি ভাসতে দেখেন।

আদালতের শুনানিতে জানানো হয়, ২০১৯ সালে লন্ডনে অবস্থানরত আমিনান রাহমানের সাথে বাংলাদেশ থেকে সুমা বেগমের বিয়ে হয়েছিল টেলিফোনে। ২০২০ সালে বিলেতে আসার পর স্বামী-স্ত্রী হিসেবে তাদের সংসার জীবন শুরু হয় ব্রিস্টলের সমারসেটে। সেখানে আমিনান শেফের কাজ করতেন। ২০২৩ সালের এপ্রিলে তারা লন্ডনে আসেন এবং ইস্ট লন্ডনের টাওয়ার হ্যামলেটসের ডকল্যান্ড এলাকায় তাদের দুই সন্তান নিয়ে বসবাস শুরু করেন। ২০২১ সাল থেকে সুমা বেগমের সমবয়সী সংযুক্ত আরব আমিরাতে বসবাসরত শাহীন মিয়া নামে এক পুরুষের সাথে অনলাইনে পরকিয়া শুরু হয়েছিল। ঘটনার দিন অর্থাৎ ২৯ এপ্রিল মধ্যরাতে তাদেরকে ভিডিও কলে পেয়ে যান স্বামী আমিনান রাহমান। এতে ক্ষিপ্ত হয়ে দুই সন্তানের সামনেই গলায় ওড়না পেঁচিয়ে স্ত্রীকে শ্বাসরোধ করে হত্যা করেন তিনি। তারপর সন্তান কোলে নিয়ে হাতে স্ত্রীর মরদেহ ভরা লাগেজ নিয়ে বের হন তিনি।

আদালতে, সুমা বেগমের মা রেহানা বেগমের পক্ষে একটি বিবৃতি পড়ে শোনান নিহত সুমার সৎ ভাই আব্দুল আমিন। বিবৃতিতে তিনি বলেন, দেশে থাকতে সুমা বেগম সব সময় হাসিখুশি ছিলেন। পরিবারের সঙ্গে সময় কাটাতে ভালোবাসতেন। কিন্তু ব্রিটেনে আসার থেকে তিনি পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করতেন না। তবে যখনই কথা বলতেন, তখনই একটি চাপা দুঃখ প্রকাশের চেষ্টা করতেন। পরিবারের সদস্যরা বিশ্বাস করেন, বিলেতে আসার পর থেকেই সুমা বেগমের ওপর নির্যাতন করতে শুরু করেন তার স্বামী আমিনান রাহমান। সুনামগঞ্জ জেলার জগন্নাথপুর উপজেলার মামুনপুর গ্রামের মৃত ঠাকুর মিয়ার মেয়ে সোমা বেগম। আর স্বামী আমিনান রাহমানের বাড়ি সুনামগঞ্জের ঘোড়াডুমবুর গ্রামে।

মসজিদের সামনে তুমুল সংঘর্ষ

সোশ্যাল মিডিয়ায় গুজব রটে, আটক ১৭ বছরের ওই নাবালক একজন শরণার্থী। নৌকা করে কিছুদিন আগেই সে যুক্তরাজ্যয়ে এসে পৌঁছেছে। ওই বালকের নামও ছড়িয়ে পড়ে ইন্টারনেটে।

মসজিদ ঘিরে রেখেছিল পুলিশ। সেখানে পুলিশের সঙ্গে অতি ডানপন্থি গ্রুপের সদস্যদের সংঘর্ষ হয়। পুলিশের গাড়িতে আগুন লাগিয়ে দেয়া হয়। পুলিশকে লক্ষ্য করে বোতল এবং পাথর ছোঁড়া হয়। পুলিশও পালটা আক্রমণ করে। ঘটনায় অন্তত ২২ জন পুলিশকর্মী আহত হয়েছেন।

বিকেলে পুলিশ জানিয়েছে, পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে। বৃটিশ হোম সেক্রেটারি সংবাদমাধ্যমকে জানিয়েছেন, পরিস্থিতি এখন নিয়ন্ত্রণে। সাউথপোর্টের অধিকাংশ মানুষ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত নন। তারা ঘটনাস্থলে শোকজ্ঞাপন করেছেন। মৃত শিশুদের পরিবারের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন তারা।

প্রধানমন্ত্রী স্যার কিয়ের স্টারমার ঘটনাস্থলে গিয়ে শোকজ্ঞাপন করেছেন। সে সময় ভিড়ের মধ্য থেকে কেউ কেউ বলে ওঠেন, ''আর কত মৃত্যু দেখতে হবে, প্রধানমন্ত্রী।'' ওই ঘটনার পর দ্রুত প্রধানমন্ত্রীকে ঘটনাস্থল থেকে সরিয়ে নেয়া হয়।

এদিকে, বুধবার এক সোশ্যাল মিডিয়ার পোস্টে দেখা যায়, স্থানীয় এলাকাবাসী হামলায় ভেঙ্গে যাওয়া মসজিদের ওয়াল নির্মান করে দিচ্ছেন।

বৃটেনের যেখানে বাংলাদেশী সেখানেই আমরা

সাপ্তাহিক WEEKLY DESH
দেশ
সত্য প্রকাশে আপোসহীন

SAMUEL ROSS SOLICITORS
Legal Aid (Family, Housing & Crime)
Our contact: 07576 299951
Tel: 020 7701 4664, E: solicitors@samuelross.com

ম্যানচেস্টার যাত্রীকে লাথি মারা সেই পুলিশ কর্মকর্তা বরখাস্ত

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪ : যুক্তরাজ্যের ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে এক যাত্রীকে মাথায় লাথি ও পা দিয়ে চেপে ধরার ঘটনায় অভিযুক্ত এক পুলিশ কর্মকর্তাকে সব ধরনের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়েছে। গ্রেটার ম্যানচেস্টার পুলিশ (জিএমপি) এ তথ্য নিশ্চিত করে। স্থানীয় মেয়র সবাইকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছেন।

গত ২৩ জুলাই মঙ্গলবার ম্যানচেস্টার বিমানবন্দরে এক যাত্রীকে মাথায় লাথি মারা ও পা দিয়ে তাঁর মাথা চেপে ধরার একটি ভিডিও সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ভাইরাল হয়। এতে স্থানীয় মানুষের মধ্যে ক্ষোভ তৈরি হয়। পরের দিন বুধবার রাতে ইংল্যান্ডের রচডেল থানার সামনে কয়েক শ মানুষ জড়ো হয়ে বিক্ষোভ করেন।

এ পরিস্থিতিতে অভিযুক্ত পুলিশ কর্মকর্তাকে বরখাস্তের ঘোষণা দেয় জিএমপি। মঙ্গলবার রাতের ঘটনা খতিয়ে দেখেই এই সিদ্ধান্ত

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

লন্ডনে ভাইয়ের সংবাদ সম্মেলন

সাংবাদিক তুরাবকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে পুলিশ

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪ : সিলেটে সাংবাদিক এটিএম তুরাবকে পুলিশ পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে বলে পরিবার পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে। পরিবার ও স্বজনদের অভিযোগ, সীমান্তে চোরালান নিয়ে সাম্প্রতিক সময়ে একাধিক প্রতিবেদন করায় পুলিশ ক্ষুব্ধ হয়ে পরিকল্পিতভাবে তুরাবকে হত্যা

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

কারা হত্যা করল ইসমাইল হানিয়াকে

দেশ ডেস্ক, ২ আগস্ট ২০২৪ : ইরানের রাজধানী তেহরানে গুপ্ত হত্যার শিকার হয়েছেন ফিলিস্তিনের সশস্ত্র সংগঠন হামাসের প্রধান ইসমাইল হানিয়া।

বুধবার (৩১ জুলাই) সকালে তেহরানে তার বাসভবনে হামলা হলে হানিয়াহ ও তার এক দেহরক্ষী নিহত হয়েছেন বলে নিশ্চিত করেছে ইরানের ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পস। খবর প্রেস টিভির।

প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, হামাসের রাজনৈতিক প্রধান ইসমাইল হানিয়াকে ইরানের রাজধানী তেহরানে হত্যা করা হয়েছে।

ইসলামিক রেভল্যুশনারি গার্ড কর্পসের বিবৃতিতে হামাস নেতার মৃত্যুতে ফিলিস্তিনের জনগণ, মুসলিম বিশ্ব এবং

প্রতিরোধ ফ্রন্টের যোদ্ধাদের প্রতি সমবেদনা জানানো হয়েছে।

হামাসের পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে ইসমাইল হানিয়ার নিহতের বিষয়টি নিশ্চিত করেছে। বিবৃতিতে বলা হয়েছে, তেহরানে হানিয়ার বাসভবনে ইসরাইল হামলা চালালে তিনি নিহত হয়েছেন। তার মৃত্যুতে শোক প্রকাশ করেছে ফিলিস্তিনি স্বাধীনতাকামী সংগঠনটি।

---- ২৩ নং পৃষ্ঠা ...

Editor: Taysir Mahmud
Published By: Reflect Media Ltd
31 Pepper Street, Tayside House, Canary Wharf, London E14 9RP
Telephone: 0203 540 0942 ● Advert: 07940 782 876
Email: info@weeklydesh.co.uk ● advert@weeklydesh.co.uk